উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,০৫৯.৪২ (-২৭১.১৭)

নিফটি : ২৪,৯৪৫.৪৫ (-৭৪.৩৫)

তথ্য পাচারে গ্রেপ্তার ১১
শুধু ইউটিউবার নন, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থাকে সাহায্যের অভিযোগে ভারতে গ্রেপ্তার হল মোট ১১ জন। এদের থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য টোপ দেওয়া হত টাকা ও খ্যাতির। » ৯

কুমিরের কান্না বলে কটাক্ষ
কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির মন্ত্রী বিজয় শা। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'কুমিরের কান্নায় লাভ নেই, ফল ভুগতে হবে।' » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৪°	২৩°	২২°

রোহিতের জায়গা নিতে দ্বৈরথে লোকেশ, সুদর্শন » ১১

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 20 May 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 2

লগ্নি কত, উত্তর নেই

নামে বাণিজ্য সম্মেলন। কিন্তু আদতে সুনির্দিষ্ট কোনও শিল্প প্রস্তাব এলই না। লগ্নি হল কত টাকার তা নিয়েও সরকার কিছুই জানাল না। আবার দূরদূরান্ত থেকে শিল্পপতিরা অনেক আশা নিয়ে এলেও বলার সুযোগ পেলেন না একবারও।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

- উত্তরবঙ্গ থেকে দিঘা যাতায়াতের জন্য ৬টি নতুন বিলাসবহুল বাস
- ময়নাগুড়ির কাছে জল্পেশে ৫ কোটি টাকায় স্কাইওয়াক
- মাটিগাড়ায় ১০ একর জমিতে বিশ্বমানের কনভেনশন সেন্টার
- শিলিগুড়ির ওয়েবেল পার্কে ডেটা সেন্টার
- বাগডোগরায় ৪ একর জমিতে হোটেল
- ৮ একর জমিতে লজিস্টিক হাব

বাণিজ্য সম্মেলনে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। ছবি : সূত্রধর

বলতে না পেরে হতাশ বহু শিল্পপতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : কলকাতার পর শিলিগুড়িতেও বিশ্বমানের কনভেনশন সেন্টার হবে। মাটিগাড়ার ১০ একর জমিতে ওই সেন্টার গড়ে উঠলে একসঙ্গে ১৫০০ মানুষের বসার ব্যবস্থা থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, এই কনভেনশন সেন্টার উত্তরবঙ্গের শিল্পবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তিনি সোমবার উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক বিজনেস সামিট করেন শিলিগুড়িতে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার ছাড়া আর কী প্রাপ্তি হল এই সামিটে? একটি ডেটা সেন্টার হবে শিলিগুড়ির ওয়েবেল পার্কে। যেজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠী মেয়েদের জন্য একটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল তৈরি করবে। ৮ একর জমিতে হবে লজিস্টিক হাব। আমবাড়ি ফালাকাটা সহ চারটি শিল্পতালুক হবে উত্তরবঙ্গে। তার মধ্যে শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরায় একটি।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশে চার একর জমিতে একটি হোটেল নির্মাণের প্রস্তাবও পাওয়া গেল। এছাড়া পর্যটনের লক্ষ্যে জল্পেশ শিব মন্দিরে ৫ কোটি টাকায় স্কাই ওয়াক তৈরির কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া আশ্বাস দেন, 'আমাদের বেশকিছু প্রকল্প রয়েছে। উত্তরবঙ্গে সহ গোটা রাজ্যে আগামী পাঁচ বছরে আমাদের ১৫,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

কিন্তু বিজনেস সামিটে মোট লগ্নির প্রস্তাব কত? স্পষ্ট নয়। উত্তরবঙ্গে শিল্পের দিশা কী? সরকারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে কোনও ঘোষণা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী শুধু বলেন, 'উত্তরবঙ্গে অনেক কিছু করার আছে।' পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, 'একটা দল আছে বাংলাকে চেনেই না, বদনাম করে। আরেকটা দল আছে, কিছু হলেই রাস্তায় বসে যায়।' বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আবার বিদ্যুতের চাহিদার পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চাইলেন শিল্পে জোয়ার এসেছে। নেতিবাচক সমালোচনা হতে পারে বুঝে যেন আগাম সাফাই গাইলেন।

অরূপের কথায়, 'যাঁরা উত্তরবঙ্গে শিল্প হয় না বলে অভিযোগ করেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি, ২০১১ সালের আগে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল মাত্র ৮৪০ মেগাওয়াট। শিল্প হয়েছে বলেই উত্তরবঙ্গে বর্তমানে ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে।' কিন্তু সমালোচনা এড়ানো যাচ্ছে না। বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কথায়, 'মাছ ছাড়া মাছের ঝোল রান্না করাই ছিল এই শিল্প সম্মেলনের উদ্দেশ্য।'

শংকরের কথায়, 'বাণিজ্য বাদ দিয়ে আর সব কিছু হয়েছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু হল না এখানে।' এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

একই সুর অভিষেকের

চাকরিহারাদের উসকানির তত্ত্ব মমতার মুখে

পথেই কাটছে দিন। বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারারা।

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ মে : বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পিছনে 'নাটের গুরুরা' আছেন বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের পর এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য জানা গেল। শিলিগুড়ি রওনা হওয়ার আগে সোমবার তিনি বলেন, 'কেউ কেউ চাকরিহারাদের উসকানি দিচ্ছেন। মনে রাখবেন, ওই উসকানিদাতারাই আপনাদের চাকরি খেয়েছেন। যাঁদের জন্য চাকরি গিয়েছে, সেই নাটের গুরুরা আজ চাকরিহারাদের স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে গিয়েছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'আন্দোলনের বিপক্ষে আমরা কখনও ছিলাম না। ভবিষ্যতেও থাকব না। তবে আন্দোলনের লক্ষ্মণরেখা থাকা উচিত।' এক সুর একই দিনে শোনা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। দিল্লি যাওয়ার পথে বিমানবন্দরের বাইরে তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে সকলের আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আন্দোলন হিংসাত্মক ও উগ্র হওয়া উচিত নয়। তাতে আন্দোলনের অভিমুখ সরে যেতে পারে।'

অভিষেকের ভাষায়, 'এই আন্দোলনকে ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু সব আন্দোলন গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত।' সরকার শিবিরের মন্তব্যের পালটা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি চাকরিহারাদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। ওঁদের জানিয়েছি, বিরোধী দলনেতা কোনও রাজনৈতিক দলের নয়। তিনি রাজ্য সরকার এবং সরকারি দলের দ্বারা আক্রান্তদের প্রতিনিধি। চাকরিহারারা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিলে আমরা কথা বলব।'

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে বিধানসভা পরবর্তী অধিবেশনে বিজেপি পরিষদীয় দল প্রবল প্রতিবাদ গড়ে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমরা মানতে বাধ্য। রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এখনও কারও মাইনে বন্ধ হয়নি। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাইনে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঁরা বাচ্চাদের শিক্ষা দিন, সমাজের সেবা করুন।'

একই ঢঙে অভিষেক বলেন, 'আন্দোলন অহিংসার পথে হওয়া উচিত। গান্ধিজি সেই শিক্ষা দিয়েছেন। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে, বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন হয় না। বিচার ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখুন।' শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও বলেন, 'রাজ্য সরকার আপনাদের যোগ্য-অযোগ্য বলেনি। সরকার ভাগাভাগি করতে পারে না।' একটি চিঠি দেখিয়ে ব্রাত্য দাবি করেন,

এরপর দশের পাতায়

কর বৃদ্ধি নিয়েও কাঠগড়ায় প্রশাসন

পথে পথে তোলাবাজি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ মে : একদিকে পুরসভার কর বৃদ্ধি, অন্যদিকে রাস্তায় পুলিশের তোলাবাজি, জোড়া অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই প্রশাসনকে বিঁধলেন উত্তরবঙ্গের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা। সোমবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ করেন, পুরসভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর বাড়িয়ে দেওয়ায় ব্যবসায়ীদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপছে। বিভিন্ন রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াতে টোল ট্যাক্স, জিএসটি দপ্তরের পাশাপাশি পুলিশ এবং এমভিআইয়ের অত্যাচারে পণ্য পরিবহণের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যাচ্ছে।

পরপর অভিযোগ পেয়ে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, 'আমরা কোনও ক্ষেত্রে কর বাড়াইনি।' মুখ্যসচিবের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুরসভাকে কর বাড়ানোর অধিকার কে দিয়েছে? স্থানীয়রা একটু বেশি ক্ষমতাশালী হয়। ওরা নিজেদের বড় ভাবে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দর বেশি।' এটা যাতে আর না হয় সেটা দেখার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিতে বলেন তিনি। পুলিশ যাতে রাস্তায় 'ট্যাক্স' না নেয় সেটা দেখার জন্য দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সোমবার উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে কিছু শিল্পপতি এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। এখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ অভিযোগ করেন, 'কোচবিহার পুরসভা তিন বছরে ট্রেড লাইসেন্স ফি উত্তরবঙ্গের যে কোনও শহরের চেয়ে অনেক বেশি বাড়ানো হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে মমতা মুখ্যসচিবের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটা কেন বাড়ল? আমি তো কর বাড়ানোর কথা বলিনি। আমরা তো জলের করও নিই না। কিন্তু কোচবিহারে এটা কেন হচ্ছে, নিষেধ করো। ওই ফাইল চেয়ে পাঠাও।' ওই ব্যবসায়ী ফের বলেন, 'দিদি, মিউটেশন ফি-ও ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।' মমতা বলেন, 'এটা পুরোপুরি ভুল সিদ্ধান্ত।' মুখ্যসচিবকে তিনি এই বিষয়টিও দেখতে বলেন। না থেমে ব্যবসায়ী সংগঠনের ওই প্রতিনিধি ফের বলেন, 'জঞ্জাল অপসারণের ক্ষেত্রেও কর ৭০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭০ হাজার টাকা করা হয়েছে।' এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

নবরত্ন সভায় কেষ্ট মান সিং না বীরবল

আশিস ঘোষ

যাঁকে বীরের সম্মান দিয়ে বাংলায় হাজির করানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন খোদ দলের সুপ্রিমো, তাঁরই কী অবস্থা! সিংহ মূষিক হয়েছেন। এই তো সেদিনও তার প্রশংসায় নেত্রী ছিলেন পঞ্চমুখ, তাঁর এমন অধোগমন কেন, কে বলতে পারে। প্রকাশ্যে দলের কেউ কারণটা জানাননি, তা নিয়ে কথাও হচ্ছে কম নয়। কেউ বলছে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের নাপসন্দ ছিলেন তিনি, কারও মতে তাঁর দাদাগিরিতে দলেই ছিল তীব্র আপত্তি। তাই বীরের সম্মান নিয়ে ঘোরাফেরাটা আপাতত বন্ধ। তিনি আর একচ্ছত্র নন, ন'জনের একজন।

বুঝতেই পারছেন বলছি কেষ্টর কথা। অনুব্রতই মণ্ডল এই নামেই বেশি পরিচিত। দলনেত্রীও তাঁকে ডাকেন এই নামেই। দু'বছর জেলে ছিলেন তিনি গোরু পাচারের দায়ে। জেলে থাকার সময়ই সভায় সভায় নেত্রী বলতেন তাঁকে বীরের সম্মান দেওয়ার কথা। একসময় দিল্লির জেল থেকে জামিনে বাড়ি ফিরেছেন বটে অনুব্রত, তাঁর সমর্থকরা পুষ্পবৃষ্টিও করেছেন, তিনি আর সমর্থকরা কেঁদেছেন, সবই হয়েছে কিন্তু কোথাও একটা তাল কেটেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তিনি নিজগৃহে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যে মমতা বীরভূমে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক

এরপর দশের পাতায়

জয় জওয়ান জয় ভারত

সেনার বেশে খুদে। তেরঙা হাতে এগিয়ে চলেছেন বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

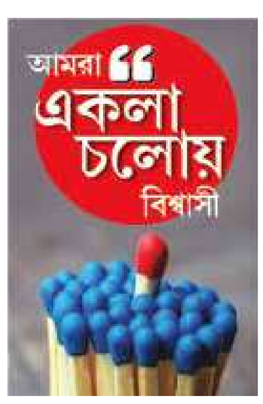

স্ত্রীকে নর্তকী বানিয়ে রোজগার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ মে : বিয়ে করে ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে নর্তকী হতে বাধ্য করেছিল স্বামী। তিন রাজ্য ঘুরিয়ে ওই নাচাগানার আসর থেকে আনা পয়সা দিয়েই চলত সংসার। সন্তান হওয়ার পর ওই গৃহবধূ ফের কাজে যেতে অস্বীকার করলে তাঁর উপর শুরু হয় অত্যাচার। এখানেই শেষ নয়, স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইলবন্দি করা হয়। তারপর তা দিয়ে 'ব্ল্যাকমেল' করে ওই কাজে পাঠাতে বাধ্য করে স্বামী। অবশেষে স্বামীর খপ্পর থেকে পালিয়ে এসে ওই গৃহবধূ বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর উপর অত্যাচারের সুবিচার পেতে সোমবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বালুরঘাট শহর লাগোয়া রায়নগর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরে বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে সেগুলি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এদিন থানা চত্বরে দাঁড়িয়েই ওই গৃহবধূ তাঁর উপর হওয়া অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি জানান, দুই বাড়ি থেকে দেখেশুনেই, যৌতুক দিয়েই বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের পরে স্বামীর ইচ্ছেতেই তাঁর সঙ্গে দিল্লিতে কাজের জন্য চলে যান। সেখানে শ্রমিকের কাজ করতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে স্বামী তাঁকে নর্তকী হতে বাধ্য করে এবং বিভিন্ন নাচাগানার আসরে তাঁকে রোজগারের জন্য পাঠিয়ে দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে আরও দুই রাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই গৃহবধূ বলেন, 'আমাকে ঝাড়খণ্ডেও এই নর্তকীর কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু বছরখানেক আগে আমার সন্তান জন্ম হওয়ার পর আমি এই কাজ করতে চাইনি। আর তখন থেকে শুরু হয় আমার ওপর অত্যাচার।'

পালিয়ে রক্ষা

- তিন রাজ্য ঘুরিয়ে ওই নাচাগানার আসর থেকে আনা পয়সা দিয়েই চলত সংসার
- সন্তান হওয়ার পর ওই গৃহবধূ ফের কাজে যেতে অস্বীকার করলে তাঁর উপর শুরু হয় অত্যাচার
- স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইলবন্দি করে তা 'ব্ল্যাকমেল' করে কাজে পাঠাতে বাধ্য করে স্বামী
- স্বামীর খপ্পর থেকে পালিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের

গৃহবধূর অভিযোগ, ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইলবন্দি করে সেগুলি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে আমাকে জোর করে কাজে পাঠানো হত। যেতে না চাইলে মারধর করা হত। এরপর দশের পাতায়

ছেলে ও স্ত্রীর সামনে তৃণমূল কর্মীকে খুন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৯ মে : ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় হাঁসুয়া দিয়ে কোপ মেরে এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ উঠল। গোটা অপারেশন যাতে নির্বিঘ্নে সারা যায় সেজন্য দুষ্কৃতীরা ট্রান্সফর্মারের সুইচ নামিয়ে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় বলেও অভিযোগ। সুবল ঘোষ (৫৩) নামে ওই ব্যক্তি ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত গৌড়ের রামকেলি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কৃষিকাজ করতেন। রবিবার রাতে বারোদুয়ারি কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ওই ব্যক্তি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শাসকদলের অভিযোগ, বিজেপি রীতিমতো পরিকল্পনা করে হামলার ঘটনাটি ঘটিয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলে পদ্ম শিবিরের দাবি। মৃত ব্যক্তির দিদি ছ'জনের বিরুদ্ধে ভাইকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

হেডকোয়ার্টার যেন ভূতুড়ে বাড়ি

কথায় বলে, আশায় বাঁচে চাষা! প্রবাদটা যেন কিঞ্চিৎ সত্য উত্তর দিনাজপুরের উত্তরাংশের চাষিদের কাছে। ২৮ বছর আগে ভাটোলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের শিলান্যাস হলেও আজও তার জল পান না তাঁরা।

তিস্তা খালের বৃত্তান্ত ৩

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৯ মে : সারি সারি সরকারি কোয়ার্টার। অধিকাংশই পরিত্যক্ত। সকাল-সন্ধ্যা ঝাঁট পড়ে না। ঝাড় দেবে কে? যাঁদের জন্য এত এত ঘর, সেই মানুষগুলোই তো আর এখানে থাকেন না। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় শুধু পড়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ কিছু কোয়ার্টার। গাছগাছালির আড়ালে থাকা কোনও কোনও কোয়ার্টার আবার ঢাকা পড়ে গিয়েছে ঝাড়জঙ্গল ও লতাগুল্মে।

বাম আমলে কর্ণজোড়ায় হেমতাবাদ যাওয়ার রাস্তার ধারে তৈরি হয়েছিল তিস্তা সেচপ্রকল্পের সেকেন্ড ডিভিশন অর্থাৎ দ্বিতীয় সার্কেল অফিস। পলেস্তারা খসে পড়া জরাজীর্ণ প্রধান ফটকের মাথায় অর্ধভগ্ন ইংরেজি হরফে লেখা- 'তিস্তা ব্যারেজ প্রোজেক্ট'। ফটক পেরিয়ে ভিতরে যেতেই চোখে পড়ল মেইন বিল্ডিংয়ের বাইরের দেওয়ালে টাঙানো একটি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা – 'অফিস অফ দ্য এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তিস্তা ক্যানাল হেডকোয়ার্টারস ডিভিশন'। লেখাগুলো ফিকে হলেও একেবারে মুছে যায়নি। কিন্তু এত বড় অফিস চত্বরে কর্মী-আধিকারিকরা কই? ইতিউতি তাকিয়ে চোখে পড়ল অন্য দপ্তরের দু'একজন কর্মীকে। ভিন্ন দপ্তর হলেও তাঁরা বাস করছেন তিস্তা প্রকল্পের কোয়ার্টারে। প্রায় নির্জন চত্বরজুড়ে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। হঠাৎ দু'একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর আনাগোনা নজরে পড়ল। অনেক খোঁজখবর করে জানা গেল, এই অফিসে এখন কাগজে-কলমে কর্মী রয়েছেন সর্বসাকুল্যে ১২ জন। দুজন ইঞ্জিনিয়ার, তিনজন গ্রুপ-সি, সাতজন গ্রুপ-ডি।

অথচ বাম আমলে এই ডিভিশন অফিস চত্বরই প্রকল্পে নিযুক্ত প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের কর্মব্যস্ততায় সরগরম হয়ে থাকত। জেলার চাষিদের সুবিধার্থে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৭৮ সালে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প শুরু হয়।

ভগ্নদশায় তিস্তা সেচ প্রকল্পের অফিস। -সংবাদচিত্র

এরপর দশের পাতায়

Mankind's
HealthOK™
MULTIVITAMIN TABLETS
100% ভেজিটেরিয়ন
Mankind
Serving Life
ক্লান্তিকে করো দূর
থাকো 24-ঘন্টা
এক্টিভ এনার্জী তে ভরপুর
स्वास्थ्य लाभ इंग्रिडिएंट आधारित हैं। यह प्रोडक्ट किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस, इलाज या रोकथाम करने का इरादा नहीं रखता है।
100% ভেজিটেরিয়ন
ন্যাচরল জিনসিং
টরিন পাওয়ার
এনার্জী বজায় রাখতে সাহায্য করে
19 জরুরি ভিটামিন্স ও মিনের‍্যাল্স
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
1 প্রতিদিন খাবারের পর ট্যাবলেট
Mankind's
HealthOK
12 Vitamins 7 Minerals
• Helps Maintain Energy
• For Overall Health
• Helps Build Immunity
Natural Ginseng
Taurine
Zinc
Vitamin D
Vitamin C
10 Tablets
NUTRACEUTICAL FOR MEN
Mankind
আজই ট্রাই করুন
আপনার নিকটস্থ কেমিস্ট স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
কল করে টোল ফ্রী নংবর: 1800 103 4400
www.mankindhealthok.com

নাগালের বাইরে অনেক ঘটনা, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

৭০টি বাল্যবিবাহ বন্ধ

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৯ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ২০২৫ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা করার ঘোষণা করেছিলেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। ঘোষণাই সার! বছরের মাঝামাঝিতে এসে বাল্যবিবাহই এখন মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে। গত পাঁচ মাসে জেলার আটটি ব্লক মিলিয়ে ৭০টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পেরেছে প্রশাসন। কিন্তু বাস্তবে প্রশাসনের নাগালের বাইরে কত বাল্যবিবাহ হয়েছে তার সঠিক হিসেব নেই। এই তথ্য জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির (সিডব্লিউসি'র)। গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করা হবে।

গত দুই সপ্তাহে শুধুমাত্র কুশমণ্ডি ব্লকেই প্রশাসন বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে ১২টি। আর্থসামাজিক অবস্থা, মোবাইল আসক্তি, শারীরিক গঠনের আগে মানসিক বিকাশই কি এই অবস্থার জন্য দায়ী? নাকি অন্যকিছু? কেন হুঁ-হুঁ করে সামনে আসছে বাল্যবিবাহের ঘটনা? চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শিশু সুরক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য সুরজ দাস। তিনি বলেন, 'বাল্যবিবাহের জন্য প্রশাসনকে ফাঁকি দেওয়ার নানা কৌশল তৈরি হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ফেক সার্টিফিকেট।'

বাল্যবিবাহ বন্ধে বৈঠক। কুশমণ্ডিতে।

সম্প্রতি পতিরামের এক নাবালিকার বাল্যবিবাহের সার্টিফিকেট দেখে চমকে গিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা। দেখা যাচ্ছে তিন মাসের এক শিশুর সার্টিফিকেট 'টেম্পারিং' করে ১৮ বছর বয়স করা হয়েছে। সেই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ১৫ বছরের এক নাবালিকার বিয়ে দিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পরে সিডব্লিউসি'র তদন্তে উঠে আসে যে ওই সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছে কালিয়াচক থেকে। জেলা থেকে কালিয়াচক ব্লক প্রশাসনে জানিয়েও অবশ্য কোনও লাভ হয়নি। এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছেন অনেকেই। সুরজ বলেন, 'গ্রাম থেকে শুরু করে ব্লক স্তরে চাইল্ড ম্যারেজ প্রোটেকশন কমিটি আছে। ব্লকে সিডিপিও সভাপতি। খাতায়-কলমে কমিটি থাকলেও নীচুস্তরে কমিটির কোনও কার্যকারিতা নেই। বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু কোনও কেস করা হচ্ছে না।' এক্ষেত্রে নাবালক-নাবালিকার বাবা-মা ছাড়াও পুরোহিত, ডেকোরেটার, রাঁধুনি এমনকি নিমন্ত্রিতদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সিডিপিও, বিডিও এমনকি আইসি মামলা করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ সিডিপিও ঝামেলা এড়াতে মামলা করতে চান না।

বাল্যবিবাহ বন্ধের সঙ্গে সিডব্লিউসিতে নাবালিকাকে পাঠানো বাধ্যতামূলক। কারণ সিডব্লিউসি ওই নাবালিকার ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মনিটরিং করে।

দক্ষিণ দিনাজপুর

- গত পাঁচ মাসে জেলায় ৭০টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পেরেছে প্রশাসন
- প্রশাসনের নাগালের বাইরে কত বাল্যবিবাহ হয়েছে তার সঠিক হিসেব নেই
- বাল্যবিবাহের জন্য প্রশাসনকে ফাঁকি দেওয়ার নানা কৌশল তৈরি হয়ে গিয়েছে
- বাল্যবিবাহ বন্ধের সঙ্গে সিডব্লিউসিতে নাবালিকাকে পাঠানো বাধ্যতামূলক

গঙ্গারামপুর মহকুমার চারটি ব্লকের জন্য গঙ্গারামপুরে থাকা সেবা দর্পণে যে কোনও সময় নাবালিকাকে রাখা যেতে পারে। সোমবার বাল্যবিবাহকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে গঙ্গারামপুরের সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করল গঙ্গারামপুর ব্লক প্রশাসন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য পকসো আইন একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সেটা সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না বলেই এই ব্যাধি নির্মূল হচ্ছে না।'

বধূ নির্যাতনের অভিযোগ বুনিয়াদপুরে

বুনিয়াদপুর, ১৯ মে : শ্বশুরবাড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম বধূর ওপর নির্যাতনের অভিযোগ আনলেন তাঁর মা। রবিবার রাতে বংশীহারী থানায় নির্যাতিতার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

নির্যাতিতার মা বলেন, 'রবিবার জামাই, মেয়ের শাশুড়ি ও ননদ মিলে আমার মেয়েকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। প্রতিবেশীদের থেকে খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করি।' তাঁর দাবি, তাঁকেও তখন বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়।

ওই বধূর স্বামী পেশায় টোটোচালক অবশ্য বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। পারিবারিক অশান্তি সব সংসারেই হয়।' বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ জানিয়েছেন, 'অভিযোগ পেয়ে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মূক ও বধির বধূর মায়ের অভিযোগ, বিয়ের এক মাস পর থেকে জামাই মদ্যপ অবস্থায় প্রতিদিন মেয়েকে মারধর করত। মেয়ে বাপের বাড়ি এলে ইশারায় সেকথা জানিয়েছে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত দিত না বলে মায়ের অভিযোগ। প্রতিবেশীদের একাংশ রবিবার বধূকে অকথ্য গালিগালাজ এবং মারধর করতে দেখে তাঁর বাড়িতে খবর দেন। এরপর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে মায়ের।

মালদায় বুথে বুথে কমিটি গড়ছে কংগ্রেস

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ মে : বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে চাইছে কোতুয়ালি। সেই লক্ষ্যেই বুথে বুথে কমিটি গড়বে মালদা জেলা কংগ্রেস। এআইসিসি'র নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার কনভেনারদের মতোই মালদাতেও দ্রুত বুথ কমিটি গঠনের নির্দেশিকা দিয়েছে নেতৃত্ব। সেই নির্দেশ মেনেই মালদা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৫টি ব্লকের সভাপতিদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করে। রবিবার রাত পর্যন্ত মালদা জেলা পরিষদের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে বৈঠক চলে। জেলার ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে দেড় হাজারেরও বেশি বুথ রয়েছে। প্রতিটি বুথের জন্য আলাদা করে বুথ কমিটি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয় ব্লক সভাপতিদের।

ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূলের সঙ্গে ঘর করলেও পশ্চিমবঙ্গে হারানো জমি ফিরে পেতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করবে কংগ্রেস, একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। বামেদের সঙ্গে জোট কিংবা আসন সমঝোতায় কংগ্রেস যাবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বুথ কমিটি গঠন সম্পন্ন হলেই প্রদেশ কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন হবে। বিনয় সরকার অতিথি আবাসে দলীয় বৈঠকের পর জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কালীসাধন রায় বলেন, 'সর্বভারতীয় নেতৃত্বের নির্দেশে আমরা ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। এই মুহূর্তে জেলার ১৪৬টি পঞ্চায়েতের প্রতিটি বুথে কমিটি গঠনের কাজ সেরে ফেলতে চাইছি। জেলার ১৫টি ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতিদের ডেকে বুথ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলাম।'

মালদা জেলা কংগ্রেসের কনভেনার তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'আমরা এই রাজ্যে ২৯৪টি আসনে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। বামেদের সঙ্গে জোট হবে হবে কি না তা ঠিক করবে এআইসিসি। তবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বাংলায় অল আউট খেলবে। এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়া হবে না। বিজেপি আর তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক। এরাজ্যে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি চালাচ্ছে দুই দলই। গতবার সিএএ ভীতি দেখিয়ে তৃণমূল ভোট করেছিল। আমরা মানুষকে সজাগ করার পাশাপাশি দুর্নীতির এই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনে নামব।'

সংগঠনে জোর

- মালদা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৫টি ব্লকের সভাপতিদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করে
- জেলার ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে দেড় হাজারেরও বেশি বুথ রয়েছে
- প্রতিটি বুথের জন্য আলাদা করে বুথ কমিটি তৈরি করার নির্দেশ

মাদক পাচার কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১

হিলি, ১৯ মে : বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির লরিতে চাপিয়ে মাদক পাচার কাণ্ডে আরও এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এনিয়ে মাদক পাচার কাণ্ডে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হল। মাদক পাচার কাণ্ডের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তাও তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বললেন, 'ধৃত তরুণের নাম মিন্টু মণ্ডল। মাদক পাচারের সঙ্গে মিন্টু যুক্ত। এছাড়া মাদক পাচারচক্রের অন্য সদস্যদের খোঁজও করা হচ্ছে।'

গত ৬ মে হিলি স্থলবন্দর এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির একটি লরিতে চাপিয়ে মাদকদ্রব্য পাচারের ছক বানচাল করে বিএসএফ। চেকপোস্টে খোলভর্তি ওই লরিতে নাকা তল্লাশির সময় লরিচালকের কেবিন থেকে বিএসএফ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। লরিচালক বিনয় মাহাতোকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিনয়কে। ধৃতকে আদালতে পেশ করে ইতিমধ্যে হেপাজত নিয়েছে পুলিশ।

ধৃত লরিচালক বিনয়কে জেরা করে মাদক পাচার কাণ্ডে সনজিৎ রায় নামে ২৯ বছর বয়স্ক বালুপাড়ার বাসিন্দা এক তরুণের হদিস মেলে। সনজিৎকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চালক এবং সনজিতের সূত্র ধরে মাদক পাচার কাণ্ডে তদন্তকারীরা রামকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা মিন্টুর হদিস পান। রবিবার সন্ধ্যায় বালুপাড়া পার্কিং এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে।

ছুটে চলেছে রেলগাড়ি। বালুরঘাটে সোমবার। ছবি : মাজিদুর সরদার।

মহিলাকে হেনস্তা

পতিরাম, ১৯ মে : জমি সংক্রান্ত বিবাদে রবিবার পতিরাম থানার বোল্লা পশ্চিম মহেশপুরে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে খাসপুর রুরাল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সোমবার ওই মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিবাদ চলছে। কয়েকজনকে নিয়ে ওই জমিতে নর্দমা তৈরির চেষ্টা করছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই সময় মহিলা বাধা দিলে তাঁর ওপর চড়াও হন অভিযুক্তরা। মহিলা বলেন, 'আমাকে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়েছে। জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে।' অভিযুক্তদের পালটা দাবি, যে জমি নিয়ে বিবাদ, সেটি তাঁদের মালিকানাধীন।

কলেজে যোগদান নয়া সভাপতির

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৯ মে : পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজের গেটের তালা সোমবার খুলে দিলেন বিক্ষুব্ধরা। এর আগে কলেজে ঢোকার মুখে পরিচালন কমিটির নবনিযুক্ত সভাপতি তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনাতন দাসকে সাময়িক বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ বোঝাতে সক্ষম হলে তিনি অফিসে যোগদান করেন। এরপর তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

জটিলতা কাটাতে তৃণমূলের এসটি সেলের মালদা জেলা সভাপতি চুনিয়া মুর্মু তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। চুনিয়া বলেন, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তর সনাতনকে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করেছে। তারপর আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এরকম ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিক্ষোভ হয়েছিল।'

তাঁর দাবি, পরে সবাই বুঝতে পারেন যে আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিকে কমিটির সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। বঞ্চনা করা হয়নি।

পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে অমল কিসকুকে অপসারিত করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে গত শনিবার কলেজের মূল দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। কলেজ গেটের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ফলে ছাত্রছাত্রী থেকে কলেজের অধ্যাপক সহ অশিক্ষক কর্মী কেউ কলেজে ঢুকতে পারেননি। অমলকে ওই পদে পুনর্বহালের দাবিতে গেট তালাবন্ধ রেখেই সেদিন বিক্ষোভকারীরা বাড়ি চলে যান। সোমবার সকাল দশটা থেকে ফের বিক্ষোভকারীরা জমায়েত হন কলেজের সামনে। তাঁদের বক্তব্য, পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজের পরিচালন সমিতির বিদায়ি সভাপতি অমলকে চক্রান্ত করে অপসারণ করা হয়েছে। তাঁকে পুনর্বহাল করতে হবে।

এদিকে, কলেজের পরিচালন সমিতির নবনিযুক্ত সভাপতি সনাতন সোমবার কলেজের সামনে পৌঁছান। তখন তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয়। সেসময় চুনিয়া বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত হন। তিনি বিক্ষোভকারীদের বোঝান এটা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ। অধ্যাপক সনাতন বিষয়টি বুঝিয়ে স্পষ্ট করেন। অবশেষে সবাইকে বুঝিয়ে কলেজের অফিসঘরে পৌঁছান নবনিযুক্ত সভাপতি। সেখানে তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সনাতন জানান, ভুল বোঝাবুঝি থেকে একটা সমস্যা হয়েছিল। সব মিটে গিয়েছে।

বাধা যেভাবে

- শনিবার বিক্ষুব্ধরা গেটে তালা লাগিয়ে দেন
- কলেজের অধ্যাপক সহ অশিক্ষক কর্মী কেউ কলেজে ঢুকতে পারেননি
- তালা লাগিয়েই বাড়ি চলে যান বিক্ষুব্ধরা
- সোমবার সনাতনকে ঢুকতে বাধা দেন তাঁরা

বিষপানে মৃত্যু

মালদা, ১৯ মে : পড়াশোনায় মন না দেওয়ায় বকাবকি করেছিলেন মা। পরিবারের দাবি, অভিমানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে দশম শ্রেণির ছাত্রী। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত পড়ুয়ার নাম রিয়া বিশ্বাস (১৬)। বাড়ি বংশীহারী থানার অন্তর্গত জামার এলাকায়। রিয়া পারডাঙ্গা হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ত। গত কয়েকমাস ধরে সে মায়ের সঙ্গে গাজোলের পারডাঙায় মামার বাড়িতে থাকত। রবিবার রাতে পড়াশোনায় মন না দেওয়ায় রিয়াকে বকাবকি করেছিলেন তার মা। অভিমানে বাড়িতে থাকা কীটনাশক খেয়ে নেয় সে। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি রিয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে গাজোল হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় সেখানে তার মৃত্যু হয়।

ফসল নষ্ট করার অভিযোগ

মানিকচক, ১৯ মে : রাতের অন্ধকারে জমির ফসল কেটে নষ্ট করছেন ভাশুর। আর সেই অভিযোগ নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হল বধূকে। সেইসঙ্গে ভ্রাতৃবধূ ও দুই ভাইপোকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হাঁসুয়া নিয়ে তাড়া করার অভিযোগ উঠেছে ভাশুরের বিরুদ্ধে। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা।

এবিষয়ে সেই বধূ মণিকা মণ্ডল বলেন, 'সুবিচারের আশায় মানিকচক থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

মানিকচকে দশ কাঠা পৈতৃক জমিতে দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করে আসছেন অশোক মণ্ডল ও মণিকা মণ্ডল। এতদিন অন্য কোনও ভাই আপত্তি করেননি। কিন্তু গত দুই বছর ধরে অশোকের দাদা অজিন মণ্ডল রাতের অন্ধকারে ফসল নষ্ট করছেন বলে অভিযোগ করেছেন ওই দম্পতি। তাঁদের আরও অভিযোগ, অজিন গত দু'বছর গম গাছ কেটে নষ্ট করেন।

এবছর অতি কষ্টে সেই জমিতে পাট লাগিয়েছিলেন অশোক। সোমবার সকালে জমিতে গিয়ে তাঁরা দেখেন পাট গাছ কেউ বা কারা কেটে নষ্ট করেছে। তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এই কাজ ভাশুর অজিনের।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এব্যাপারে অজিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পাঁঠাবলি দিয়ে পুজো বিদ্যেশ্বরীর

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৯ মে : প্রথা মেনে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সোমবারে গঙ্গারামপুর ব্লকের দহপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী বিদ্যেশ্বরী মন্দিরে কালীপুজো হল। রাতভর দফায় দফায় ভারী বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করে পুজোর সূচনা হয়। সকালে বৃষ্টি কমতেই ভক্তের ঢল নামে মন্দিরে।

জনশ্রুতি, প্রায় ১৫০ বছর আগে দহপাড়া এলাকার এক বাসিন্দা পুনর্ভবা নদীতে স্নান করতে যান। সেই সময় বাংলাদেশের দিক থেকে একটি কাঠের মুখোশ জলস্রোতে ভেসে আসতে দেখেন তিনি। সেই মুখোশ তুলে এনে বাড়িতে রাখেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নাদেশ পান, ওই মুখোশ কালীমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও পুজো করার। পরদিন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দহপাড়া এলাকায় জঙ্গলে ঘেরা একটি স্থানে বিদ্যেশ্বরী মাতা হিসেবে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং জ্যৈষ্ঠের প্রথম সোমবারে পুজোর সূচনা করা হয়। মাঝে একসময় দেবী মূর্তি চুরি যায়। পরবর্তীতে পুনরায় দেবীর মুখোশ স্থাপন করা হয়।

তিন ফুট উচ্চতা ও আড়াই ফুট চওড়া বিশিষ্ট কাঠের মুখোশে দেবী পূজিতা হয়ে চলেছেন। পুরোনো প্রথা মেনে আজও পুজোর রাতে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। পায়রা উৎসর্গ করা হয়। জমির প্রথম ফসল, ফল, চিনি, বাতাসা, কদমা দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন ভক্তরা। এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এ বছরও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ভক্ত সমাবেশ ঘটেছে। মন্দির সংলগ্ন এলাকার আয়োজিত মেলায় ব্যাপক জমায়েত হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণের এই জমায়েতের জেরে শিববাড়ি-হামজাপুর রোড কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

বিদ্যেশ্বরী দেবী।

স্থানীয় বাসিন্দা নিরঞ্জন রায় বলেন, 'কতদিন আগে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল তা ঠিক কেউ বলতে পারে না। তবে পুনর্ভবা নদী থেকে একটি মুখোশ ভেসে আসে, সেই মুখোশ প্রতিষ্ঠা করে এই পুজোর শুরু হয়। দেবী ভীষণ জাগ্রত। এখানে পশুবলি প্রচলন রয়েছে।' পতিরাম থেকে আগত ভক্ত সনাতন সরকারের মন্তব্য, 'বিদ্যেশ্বরী মাতা ভীষণ জাগ্রত। মায়ের কাছে মানত করেছিলাম, সেই মানত পূরণ হয়েছে বলে আজ পুজো দিতে এসেছি। এখন থেকে প্রতিবছর এই বিশেষ দিনে মায়ের পুজোয় অংশগ্রহণ করব।' মন্দির কমিটির সভাপতি যোগেনচন্দ্র রায় জানান, শুধু দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ভক্ত এই মন্দিরে প্রতিবছর আসেন, পুজো দেন। এবছরও ভিড় হয়েছে, তবে বৃষ্টির কারণে তাঁদের প্রত্যাশার চেয়ে একটু কম।

প্রতি মুহূর্তে মনে হত, জেলেই খুন হয়ে যাব

উকিল বর্মন

বাংলাদেশের জেলে বসে প্রতি মুহূর্তে মনে হত মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। হয়তো জেলের মধ্যেই খুন হয়ে যাব। জেলে বন্দি থাকা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা রোজ বলত, তোকে মেরে ফেলেনি কেন? অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হত। মনে হত, কোনওদিন আর দেশের মাটিতে ফিরতে পারব না। বাড়ির কথা মনে করে রোজ কাঁদতাম।

১৬ এপ্রিল দুপুরে কাঁটাতারের ওপারে আমি আমার কৃষিজমিতে চাষ করছিলাম। সে সময় বাংলাদেশের ছয়জন দুষ্কৃতী এসে জবরদস্তি আমাকে চ্যাংদোলা করে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। প্রথমে ওরা আমাকে একটা গ্রামে নিয়ে গেল। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল।

এরপর পুলিশ আমাকে বাংলাদেশের হাতিবান্ধা থানায় নিয়ে গেল। থানায় আমাকে সেই রাতটার জন্য রাখা হয়। পরদিন সকালে আমাকে সেখান থেকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আমার ঠাঁই হল লালমনিরহাট জেলে।

জেলের ভেতরে বাংলাদেশের প্রচুর দুষ্কৃতী ছিল। ওরা যখন জানতে পারে যে আমি ভারতীয়, তখন থেকেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল। ওরা আমাকে বলত, তোকে মেরে ফেলেনি কেন? তোকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন? তোকে তো মেরে ফেলাই উচিত ছিল? তোদের বিএসএফ কাঁটাতার সীমান্তে আমাদের অনেক বাংলাদেশিকে অনুপ্রবেশকারী বলে গুলি করে মেরে ফেলে। তুইও তো অনুপ্রবেশকারী। তাহলে তোকে না মেরে এখানে নিয়ে এল কেন? জেলে কয়েকজন বন্দি আমাকে বলেছিল, তুই এখান থেকে আর ভারতে যেতে পারবি না। তোকে এখানেই মরতে হবে। তুই এখানেই মারা যাবি। রোজ এসব কথা শুনতে শুনতে মনে হত, আমিও বোধহয় এই জেলেই মরে যাব।

আমি শুনেছিলাম, অনেক ভারতীয় বাংলাদেশের জেলে মারা গিয়েছে। তাঁরা আর কখনও দেশের মাটিতে ফিরতে পারেননি। ভয়ে সবসময় কুঁকড়ে থাকতাম। কি করব বুঝতে পারতাম না। জেলের মধ্যে রাতে আতঙ্কে ঘুম হত না।

কয়েদিদের এসব হুমকির কথা বেশ কয়েকবার আমি জেলকর্মীদেরও জানিয়েছি। তাঁরা দু'-চারবার ওদের এসব বলতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু ওরা সে কথা গ্রাহ্য করত না। বাড়ি আসতে পারব এটা আমি ভাবিনি। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।

অনুলিখন – গৌরহরি দাস

বন্ধুরা একসঙ্গে, কিন্তু অন্য জগতে।। জলপাইগুড়ি শহরের মাড়োয়ারিপট্টিতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

মাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত মেয়েও

শাশুড়ির নাক কাটল জামাই

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৯ মে : কাঁচি দিয়ে শাশুড়ির নাক কাটার অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে। সোমবার বিকেলে রায়গঞ্জ থানার বিরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলইসুরা গ্রামের এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জখম শাশুড়ির নাম কল্পনা মালি। তিনি রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওবন এলাকার বাসিন্দা। এদিন কল্পনা জানতে পারেন তাঁর জামাই বিনয় বর্মন মেয়ে সুমিত্রা মালি বর্মনকে বেধড়ক মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। মেয়ে-জামাইয়ের ঝগড়া মেটাতে তিনি মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন। তখনই ঘটনার সূত্রপাত। তর্কাতর্কি থেকে ঝামেলা হাতাহাতিতে গড়াতেই বিনয় কাঁচি দিয়ে শাশুড়ির নাক কেটে দেয় বলে অভিযোগ। সেখানেই রক্তাক্ত অবস্থায় কল্পনা লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর জখম অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। কল্পনার পরিবার বিনয়ের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বিকেলে সেখানে হাসপাতালের নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ অনুতোষ মাইতি দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নাক জোড়া লাগান। বর্তমানে কল্পনা ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। মাকে বাঁচাতে গিয়ে মেয়ে সুমিত্রাও জখম হয়েছেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে এদিন তিনি বলেন, 'বৃষ্টির জন্য আমাদের রান্নাঘরে জল জমে যায়। সেইজন্য সময়মতো স্বামীর জন্য রান্না করতে পারিনি। সেই কারণে বিনয় আমাকে মারধর করতে শুরু করে। আমার মা আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছিল। তখন আমার স্বামী কাঁচি দিয়ে মায়ের নাক কেটে দেয়।' এরপর প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কল্পনা ও সুমিত্রাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। অভিযুক্ত পেশায় রংমিস্ত্রি।

কোচ ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ ভবেন্দ্রর

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১৯ মে : পেশায় বন উন্নয়ন নিগমের কর্মী ভবেন্দ্র রাভা (উনি) কোচ ভাষায় প্রথম গীতাঞ্জলি অনুবাদ করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ধূপগুড়ি ব্লকের গোঁসাইহাট বনবস্তির এই বাসিন্দার কাজের প্রশংসা করেছেন ভাষা গবেষক থেকে সাহিত্যচর্চায় যুক্ত বিশিষ্টরা। কুমারগ্রাম ব্লকের পূর্ব শালবাড়িতে রবিবার 'কোচা কৌরৌউ রুঙচু' (কেকেআর) প্রথম বর্ষ সাহিত্যসভার আয়োজন করেছিল। সেখানে গীতাঞ্জলির অনুবাদ 'সেওচি চায়' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। কোচ-রাভা সমাজে মাতৃভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবক্ষয় রুখতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

ভবেন্দ্র বললেন, 'কেকেআরের সহযোগিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গীতাঞ্জলি মাতৃভাষায় 'সেওচি চায়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই বইতে ১৫৭টি কবিতা এবং গান কোচ ভাষায় অনুবাদ করেছি। এটা করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।' তাঁর এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক বাবুচরণ রাভা, ভাষা গবেষক এবং সাহিত্যিক সুশীল রাভা, প্রয়াত শিক্ষক ইন্দ্রমোহন রাভা, কোচ ভাষার স্ক্রিপ্ট ফাউন্ডার দঁয়চাঁদ রাভা, শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র রাভা, অধ্যাপক উপেন রাভা এবং আরও অনেকে। কোচ ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে তাঁর সময় লেগেছে ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি। স্ত্রী মালতী শৈব্য রাভাকেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অনুবাদক।

> আমরা নিজেদের শিকড় ভুলে বাকি সব কিছু নিয়ে মেতে রয়েছি। পরিবেশগত কারণে স্থানীয় ভাষা বেশি ব্যবহার করি। গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি কোচ ভাষার বহু শব্দ ভুলে গিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলো পুনরুদ্ধার করেছি।
>
> **-ভবেন্দ্র রাভা**

তাঁর কথায়, 'গীতাঞ্জলির আগে আমি রবি ঠাকুরের সহজ পাঠ প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ কোচ ভাষায় অনুবাদ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবে সেটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত করতে পারিনি।' অন্যদিকে, নিজের মাতৃভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা কেমন? বললেন, 'আমরা নিজেদের শিকড় ভুলে বাকি সবকিছু নিয়ে মেতে রয়েছি। পরিবেশগত কারণে স্থানীয় ভাষা বেশি ব্যবহার করি। গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি কোচ ভাষার বহু শব্দ ভুলে গিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে হারিয়ে যাওয়া শব্দগুলো পুনরুদ্ধার করেছি।' তাঁর বিশ্বাস, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাঁরা আগামীতে কোচ ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং গবেষণা করবেন, তাঁরা এই বই থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

ভবেন্দ্রর এই কাজের প্রশংসা করেছেন ভাষা গবেষক তথা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দীপককুমার রায়। তিনি বলেন, 'কোচ ভাষায় গীতাঞ্জলির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদে বিশ্বকবির অনুভূতি, চিন্তন, মনন ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভবেন্দ্র রাভার অনুবাদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' একই কথা বললেন বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ এবং ভাষা গবেষক ও সাহিত্যিক সুশীল রাভাও।

ধর্ষণমুক্ত ভারতের স্বপ্ন

তুফানগঞ্জ, ১৯ মে : দেশ থেকে ধর্ষণ একদিন চিরতরে বিদায় নেবে। মার্চেন্ট নেভির অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক অনিল চৌহান এই স্বপ্নই দেখেন। আর সেই স্বপ্নকে সফল করতে ৯ এবং ১১ বছর বয়সি দুই মেয়েকে সঙ্গী করে দমন ও দিউ থেকে হেঁটে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেটা ২০২৩ সাল। সোমবার তুফানগঞ্জ শহরের গোডাউন মোড় এলাকায় দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখা গেল। গন্তব্য অসম। ত্রয়ীকে দেখতে এদিন এলাকায় বেশ ভিড় হয়। স্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। এরপর অনিল কিছুদিন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে একটা সময় উন্নততর ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। এই সূত্রেই মেয়েদের নিয়ে পথে নামা। অনলাইনে পড়াশোনা চলছে বলে এক মেয়ে জানাল।

আজ টিভিতে

বাঘা যতীন সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ তুমি এলে তাই, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.০০ শিবাজি, সন্ধে ৭.০০ দুই পৃথিবী, রাত ১০.০০ প্রেমী, ১.০০ হিরো নম্বর ওয়ান

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ রক্তবন্ধন, সন্ধে ৭.৩০ বাঘা যতীন, রাত ১০.০৫ শুধু তোমার জন্য

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মায়া মমতা, দুপুর ১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, বিকেল ৪.৩০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ১০.৩০ স্বার্থপর, ১.০৫ প্যান্থার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাপমুক্তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই আমার ভাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রত্যাঘাত

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বিকেল ১১.০০ কলঙ্ক, দুপুর ২.০০ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, বিকেল ৪.১৫ আ জেন্টলম্যান, সন্ধে ৬.৩০ এক্সকিউজ মি, রাত ৯.০০ লুটকেস, ১১.১৫ শিদ্দত

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.১৩ সূর্যবংশী, দুপুর ২.০৯ সিটিমার, বিকেল ৪.৪৩ ভালিমাই, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.২৭ কমান্ডো-থ্রি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০১ উড়তা পঞ্জাব, ২.২৭ কেদারনাথ, বিকেল ৪.২৬ নাম শবানা, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ বদলা, ১১.০১ তুফান

স্টার মুভিজ এইচডি : দুপুর ১.১৫ দ্য জাঙ্গল বুক, বিকেল ৫.১৫ পিট'স ড্রাগন, সন্ধে ৭.০০ ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, রাত ১১.০০ দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন

দ্য জাঙ্গল বুক দুপুর ১.১৫ স্টার মুভিজ এইচডি

দ্য জোয়া ফ্যাক্টর দুপুর ২.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

চিকেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং চিলি টি তৈরি শেখাবেন মামণি পাল। রাঁধুনি দুপুর ১.০০ আকাশ আট

REQUIRED STAFF FOR TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR

1. Application are invited for the following vacancies for various post at **TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL**, Shivmandir on contractual basis for a period of 11 (eleven) months with effect from 01 Jul 2025 (date of appointment). Selected Candidates will appear before a selection board on date and time fixed by the board (expected date of interview is after **01 Jun 2025**).

Name of Post	Number of Vacancies	Minimum Qualification	Age Limit	Working Hours
Teachers	06	1. Graduate or above in any discipline with min 50% marks. 2. Diploma in Nursery Teacher edn/Pre school education/Early childhood education pgme (D.E.C.Ed) of min two yrs duration or B.Ed from NCTE recog institution. 3. Basic knowledge of computer applications and operations. 4. Good communication skill in English is mandatory. 5. Experience in conducting activities for Children aged 2-6 yrs in preferred. 6. Creativity, energetic and excellent interpersonal skills.	1. Min 25 Years 2. 55 Years on 01 Apr 2025 for experience holders of atleast 5 years in last 10 years.	08:00 AM to 1330 PM (Monday to Friday)
Clerk	01	1. Commerce Graduate or 10-15 years service as accounts clerk in Defence Services. 2. 5-10 yrs experience as accounts clerk in reputed organization. 3. Basic computer application course of Army/Diploma in computer applications (min one year) 4. Speed-12000 key depression per hour. 5. Knowledge of double entry system of accounting, excel sheet and accounting software. 6. Should not have any disciplinary case against him in the entire service. 7. Computer savvy-MS Office etc. 8. Good communication skill.	Min 35 years	
Ayah	04	1. Preferably 8th pass of experience with young children in a school/day care. 2. Medically fit and police verified. 3. Freshers may also apply.	55 years Below	07:30 AM to 1330 PM (Monday to Saturday)

2. Interested candidates may apply on prescribed application which can be collected from **TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR** (free of cost) during working hours (0830 AM to 1230 PM). Applications duly filled are required to be deposited by 31 May 2025 at **TRISHAKTI ARMY PRE-PRIMARY SCHOOL, SHIVMANDIR.**
3. Contact No : 2530 (Army), 7702168664 Sep/MT Dollu Ravi.
4. Accommodation/transport will not be provided by the School.

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ এর বাতিলকরণ

প্রশাসনিক কারণে ই-টেন্ডার নোটিস নং ১১-ইএনজিজি-আরএনওয়াই - ২০২৫-২৬ টি বাতিল করা হয়েছে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

Tender Notice

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender eNIT No.-03/SLK/2025-26 dated 14.05.2025. Details are available at Office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer,
Sitalkuchi Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

হোমিওপ্যাথি হোলসেল ঔষধের দোকানে শিলিগুড়ি লোকাল ছেলে চাই। (M) 9679483349/ 7602342529 (C/116351)

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1943/ KCK-IIIP Sl No-01 to 02 Dated-19.05.2025, invited by the B.D.O, Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 02.06.2025 upto 17:30 P.M. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda

শিলিগুড়ি জংশনে রেট্রো ফিটমেন্ট

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৯৪-এসজিইউডি-ওয়াটারলেস-২০২৫, তারিখ : ১৩-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : তিন ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে ২০টি ওয়াটারলেস ইউরিনালের রেট্রো ফিটমেন্ট। টেন্ডার মূল্য : ৯৩,২২,০০০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৯৬,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টা এবং খোলা ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টা। উক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই/ডিজেল/শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সাইনেজ বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন

জিইএম বিড নং. : জিইএম/২০২৫/বি/৬২২৯১৭৫; তারিখ : ১৪-০৫-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - ২ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে ০৯টি রেলওয়ে স্টেশনে যথা কাটিহার, পূর্ণিয়া জংশন, ফোর্বসগঞ্জ, জোগবানি, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, দার্জিলিং, ঘুম -এ স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ কমিশনিং বোর্ডের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন। আনুমানিক দর মূল্য : ৩,৩৮,২৫,৮২৪.৫৪/- টাকা; ইএমডির মূল্য : ৩,১৯,২০০/- টাকা; বিড বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০৫-০৬-২০২৫ তারিখে ১৩:৩০ টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য দয়া করে সরকারি ই-মার্কেটিং ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Affidavit

I, Smt, Putul Mohanta, W/o Ramesh Chandra Mohanta, R/o Bhotpara, P.O.- Kunderdighi, Dist- Jalpaiguri, Pin-735135 (W.B) declare before Ld, EM Court, Jalpaiguri vide affidavit No. 35AA879274, dated 21/04/25 that 'Smt. Putul Mohanta' and Putul Rani Mohanta is the same and one identical person. (C/116505)

অ্যাফিডেভিট

I Payal Pallavi Ghosh W/o Suvabrota Ghosh residing at Bagdogra,shall henceforth be known as Payal Pallavi Daevid as declared before the Notary Public of Slg. vide off no 04AC 5700521 dated 19.05.25 Payal Pallavi Ghosh and Payal Pallavi Daevid both are same and identical person. (C/116507)

Kind attention to Paver Block Road Contractor

Fund available for investment in Paver block road works with upto 50% partnership. Contact : BGPL 9434054095. (C/116513)

কর্মখালি

Urgent vacancy for security guard in Siliguri. Call : 9382982327/ 9832422178. (C/116349)

•

Require Staff-Welder, Painter, Mechanic, Accountant, Workshop Advisor. (M) 8617842863. (C/116514)

Urgently Requires

TGT/PRT/NTT/WARDEN & NIGHT GUARD Graduate Candidates having atleast 2 years of experiences & good communication skill in English are requested to attend interview with resume & attested copy of all certificates. Salary : As per ICSE norms lodging & fooding facilities Available EXPLORATION ENGLISH MEDIUM SCHOOL, Uttar Pali, Kishanganj, Bihar.
Contact No.: 9229626597, 9006536889, 8084045018, 9973199991

REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES / APPLY TO

Army Public School Located at	Upto class	Application be forwarded to
Bengdubi Military Station Post : Bengdubi Dist : Darjeeling (WB) PIN : 734424	12th	Chairman, Army Public School Bengdubi, E.mail: apsbengdubi@gmail.com

Qualification & Experience : As per CBSE Bye-Laws, however B.Ed is mandatory, IT Literate and SOP for selection of Vice Principal APSs.
Age : Below 50yrs (Ex-servicemen below 58yrs)
Pay & Allowances : Negotiable, along with other perks as per CBSE guidelines.
Selection Process : Through Panel Interview (**Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview).**
Apply on plain paper along with Bio-data, affixed with photograph, mentioning the year/School/ Appointment wise experience, duly supported with experience certificate/testimonials, Email Id, mobile and postal address by 06 June 2025.
(No TA/DA is admissible)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)-এর চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

অকশন ক্যাটালগ নং.: এটিএম-২০২৫-০৬

মালদা ডিভিসনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) স্টল-এর জন্য ই-অকশন

এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, স্টেশন : এএ/১, এটিএম-এমএলডিটি-বিইউপি-জেন-৩৫-২৫-২, বারিয়ারপুর, এএ/২, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিও-জেন-৪০-২৫-২, সাবৌর, এএ/৩, এটিএম-এমএলডিটি-আরজেএল-জেন-৩১-২৫-২, রাজমহল, এএ/৪, এটিএম-এমএলডিটি-এমজেডসি-জেন-৩৯-২৫-২, মির্জা চেক্‌কি, এএ/৫, এটিএম-এমএলডিটি-জিজিএ-জেন-২৮-২৫-২, ঘোঘা, এএ/৬, এটিএম-এমএলডিটি-এসবিজি-জেন-৪৪-২৫-৪, সাহেবগঞ্জ, এএ/৭, এটিএম-এমএলডিটি-এসডিআরপি-জেন-৪১-২৪-১, শিবনারায়ণপুর, এএ/৮, এটিএম-এমএলডিটি-এএইচএ-জেন-৩৩-২৫-২, অভয়পুর, এএ/৯, এটিএম-এমএলডিটি-টিপিএইচ-জেন-৪২-২৫-২, তিনপাহাড়, এএ/১০, এটিএম-এমএলডিটি-জেআরএলই-জেন-৩৮-২৫-২, জঙ্গীপুর রোড, এএ/১১, এটিএম-এমএলডিটি-পিপিটি-জেন-৪৩-২৫-২, পীরপৈঁতি, এএ/১২, এটিএম-এমএলডিটি-বিএকেএ-জেন-২৫-২৫-২, বাঁকা, এএ/১৩, এটিএম-এমএলডিটি-এমজিআর-জেন-২৯-২৫-২, মুঙ্গের, এএ/১৪, এটিএম-এমএলডিটি-জিওডিএ-জেন-৩৬-২৫-২, গোড্ডা, এএ/১৫, এটিএম-এমএলডিটি-এমএলডিটি-জেন-৩০-২৫-২, মালদা টাউন, এএ/১৬, এটিএম-এমএলডিটি-ডিজিএলই-জেন-২৭-২৫-২, ধুলিয়ান গঙ্গা। অকশন শুরুর তারিখ: ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-60/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংবাদদাতা চাইছে

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বানারহাট | ফালাকাটা | ইসলামপুর

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৭ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদ্যার্থীরা পরীক্ষায় সফল হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বোঝায় অশান্তি। **বৃষ :** মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। একাধিক উপায়ে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। **মিথুন :** বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বাড়বে। বস্ত্র, রত্ন, কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান। **কর্কট :** আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ ক্ষতি করতে পারে। সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তি। **সিংহ :** সারাদিন অস্থিরতায় কাটবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব। নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। **তুলা :** কোনও কাজে আপনার সাহসিকতা প্রশংসিত হবে। আবেগে অপব্যয় করে সমালোচিত। **বৃশ্চিক :** অকারণে প্রিয়জনের সঙ্গে মানসিক অশান্তি। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। **ধনু :** বিনা কারণে অপমানিত হতে পারেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে আপোষ করে নেওয়াই ভালো। **মকর :** বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। সঞ্চয়ের সুযোগ আসবে। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলে সমস্যা। ভুল স্বীকার করে নিন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। **মীন :** ভ্রমণে আনন্দ লাভ। ব্যবসায় ঋণ নিতে হতে পারে। চাকরিক্ষেত্রে মানসিক চাপ থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ বৈশাখ, ২০ মে, ২০২৫, ৫ জেঠ, সংবৎ ৮ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২১ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। মঙ্গলবার, অষ্টমী রাত্রি ১২।১৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৩।৩৩। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১১।১৯। বালবকরণ দিবা ১২।৫১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।১৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।৩৩ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১২।১৩ গতে পূর্বে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাতি ৮।৫২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।১৯ গতে যাত্রা নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৬ মধ্যে ও ৯।২৪ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৪ গতে ৩।৩৮ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৫।২৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৬ গতে ৯।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্মতি ছাড়া দল ঘোষণা

ইউসুফের নাম প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা মমতা ও অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ মে : অপারেশন সিঁদুর ও পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করতে বিশ্বের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে ইউসুফ পাঠানের নাম প্রস্তাব করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু তৃণমূল স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ওই প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের তরফে কেউ যাবে না। তারপরই বিতর্ক চরমে ওঠে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য থেকে শুরু করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলকে দেশবিরোধী বলে আক্রমণ শানায়। এরপরই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকার দলের কাছে কোনও নাম চায়নি। তৃণমূলের তরফে প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা তৃণমূলই ঠিক করবে। সরকার সেটা ঠিক করতে পারে না।

অভিষেক বলেন, 'পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া নিন্দা করি। কিন্তু প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা পার্টির সিদ্ধান্ত। এটা বিজেপি ঠিক করে দিতে পারে না। আমাদের কাছে একটা নাম চাইলে আমরা পাঁচটা নাম দিতাম। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও নামই চাওয়া হয়নি। আমরা এটা বয়কট করছি না। কিন্তু তৃণমূল কাকে পাঠাবে, সেটা দলের সিদ্ধান্ত হতে পারে। দলীয় নেত্রীর সঙ্গে কথা না বলে সরাসরি সাংসদের কাছে ফোন করে তাঁর পাসপোর্ট চাওয়া দলের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। কারণ তিনি তো দলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছেন। দলের ঊর্ধ্বে তো সাংসদ নন।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দেশের বিদেশনীতি নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিঃশর্তভাবে সাহায্য করব। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব। কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা তো দলকে সিদ্ধান্ত নিতে দিতে হবে। আমাদের কেউ যাচ্ছে না, বিষয়টি তা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দলকে কিছু জানানোই হয়নি। শুধু সংসদীয় দলকে জানানো হয়েছে। সংসদীয় দলের সিদ্ধান্তে এটা হতে পারে না। সংসদীয় দল সংসদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এটা পার্টিকে জানানো উচিত ছিল।'

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নেব। দলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলে কে যাবে, সেটা তো দলকে সিদ্ধান্ত নিতে দিতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নেত্রীর সঙ্গে কথা না বলে সরাসরি সাংসদের কাছে ফোন করে তাঁর পাসপোর্ট চাওয়া দলের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। দলের ঊর্ধ্বে তো সাংসদ নন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে একত্র হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে বিরোধী দলগুলির সাড়া দেওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি অংশ। দেশের প্রতিনিধিদল যেহেতু দেশের সরকার গড়ে থাকে, তাই এক্ষেত্রে সরকারই প্রতিনিধিদল গঠন করেছে। এর সাথে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। সরকার যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধি করে থাকে।'

জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা-এর নেতৃত্বাধীন দলে তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম ছিল। কিন্তু ইউসুফকে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি দল। মমতার বক্তব্য, 'বিদেশনীতি সম্পূর্ণ কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দলের অন্য কোনও নেতাকে তো আমরা পাঠাতে পারতাম। আমাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।' তবে শুধু তৃণমূল নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) শিবির, কংগ্রেসও। কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা না করেই শশী থারুরের নাম প্রতিনিধিদলে রাখা হয়েছে। শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) শিবিরের প্রিয়াংকা চতুর্বেদীর নামও দলের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাখা হয়েছে।

ব্লক স্তরেও রদবদল আসন্ন, জানালেন অভিষেক

কলকাতা, ১৯ মে : জেলাস্তরে বড় ধরনের রদবদল হয়েছে দু'দিন আগেই। এবার ব্লক ও টাউনস্তরে রদবদলের কথা জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দিল্লিতে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে অভিষেক বলেন, 'দলের কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। কাউকে জেলাস্তর থেকে সরিয়ে রাজ্যস্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার অনেকে কাজ করেও আশানুরূপ ফল দিতে পারেননি। এবার আমরা ব্লক ও টাউনস্তরে রদবদল করব। দলে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে।' গত বছর ২১ জুলাই শহিদ সমাবেশ থেকে রদবদলের কথা জানিয়েছিলেন অভিষেক। তিন মাসের মধ্যে রদবদল হবে বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। গত নভেম্বরেই রদবদলের সুপারিশ দলনেত্রীকে জমা দিয়েছেন বলেও জানিয়েছিলেন অভিষেক। তারপর গত শুক্রবার জেলাস্তরের তালিকা প্রকাশ হয়েছে।

উত্তর কলকাতা এবং বীরভূমে কোর কমিটি গঠন করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। জেলফেরত, তৃণমূলের বীরভূম জেলার প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে আর পুরোনো পদে ফিরিয়ে আনা হয়নি। একইভাবে উত্তর কলকাতায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দলের একাংশের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে। অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কুণাল ঘোষ একাধিকবার প্রকাশ্যেই সুদীপের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে সুদীপকে জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে চেয়ারম্যান করে সাত বিধায়ক ও দুই শাখা সংগঠনের নেতাকে নিয়ে ৯ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিন কোর কমিটি গঠন প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই দুই জেলায় যৌথ নেতৃত্বের ওপর দল ভরসা করেছে। বীরভূম জেলা কোর কমিটি রবিবার বৈঠক করে দলীয় কর্মসূচি নিয়েছে। উত্তর কলকাতা কোর কমিটিও খুব শীঘ্রই বৈঠক ডাকবে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। দল যেখানে যাঁকে যোগ্য মনে করেছে, তাঁকে সেই পদে বসানো হয়েছে।'

তবে ব্লক ও টাউন সভাপতি পদে রদবদল যে খুব শীঘ্রই হবে, তা এদিন অভিষেকের কথায় স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'আমরা জেলা কমিটি, বিধায়ক, স্থানীয় নেতাদের সুপারিশ নিয়েছি। সকলের মতামত নিয়েই আমরা ব্লক ও টাউনস্তরে রদবদল করব। দলনেত্রী সম্পূর্ণ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা হয়েছে জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সকলেই আশা করছেন, খুব দ্রুত সব কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু সকলেই নিজের দায়িত্বে রয়েছেন। সব কিছুর জন্য কিছু সময় তো দিতে হবে। তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি সামনের সারিতে এনে প্রচার চালাতে হবে। সেই কাজ এখন থেকেই শুরু করে দেওয়া হবে।'

ভর্তি স্থগিত

কলকাতা, ১৯ মে : ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া আপাতভাবে বন্ধ রাখা হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে ওবিসি সংরক্ষণ মামলার সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়। সেই মর্মেই সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি নিয়ন্ত্রক কমিটি বৈঠকে বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপাতভাবে সমস্ত ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

ধৃত তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র।

রক্ষীকে গুলি, গ্রেপ্তার নেতা

কলকাতা, ১৯ মে : প্রয়াত তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে নিজের নিরাপত্তারক্ষীকেই লক্ষ্য করে গুলি চালালেন নদিয়ার তৃণমূল নেতা। সেই অভিযোগেই রবিবার গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল নেতা সেজাজুল হক শাহ মিঠু। তিনি প্রাক্তন মাওবাদী 'স্কোয়াড্রন লিডার' ছিলেন। পুলিশ তাঁর বাড়ি থেকে ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে।

খুনের চেষ্টা এবং অস্ত্র আইন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে সেজাজুলের বিরুদ্ধে। সোমবার তেহট্ট মহকুমা আদালতে হাজির করানোর পর পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নিয়েছে। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একনলযুক্ত পিস্তল, দুটি সেভেন ও নাইন এমএম পিস্তল, ৮ রাউন্ড কার্তুজ এবং একটি গুলির খোল। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত রবিবার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার স্মরণসভার শেষে সেজাজুল অস্বাভাবিক পরিমাণে মদ্যপান করেন। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী তথা রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল জাহাঙ্গির আলম তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বচসা শুরু করেন সেজাজুল। তখনই একনলযুক্ত দেশি পিস্তল বার করে হঠাৎ নিরাপত্তারক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন তিনি। অবশ্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বেঁচেছেন জাহাঙ্গির। সেজাজুলের স্ত্রী তথা নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মানোয়ারা শাহ পুলিশকে এই ঘটনার খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ তদন্ত শুরু করে।

সেজাজুল দাবি করেন, 'আমার কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। ঘটনার দিন রাত ৭.২৫ মিনিট নাগাদ বাড়ি ঢোকার পর আর বাইরে বেরোইনি। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।' অবশ্য স্ত্রী মানোয়ারার অভিযোগ, 'বিধায়ক তাপস সাহার মৃত্যুর পর ওঁর মানসিক বিকৃতি হয়েছে। সুস্থ অবস্থায় থাকলে নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে এমন গণ্ডগোল করতেন না। তবে গুলি চালানোর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।'

কুণালের বিরুদ্ধে রুল জারি

কলকাতা, ১৯ মে : বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে কুমন্তব্য ও আইনজীবীদের চেম্বার ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর মামলায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বৃহত্তর বেঞ্চের নির্দেশ, ১৬ জুন কুণাল ঘোষ সহ ৮ জনকে আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হবে। এদিন কুণাল হাতজোড় করে বিচারপতিদের উদ্দেশে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি বৃহত্তর বেঞ্চ।

আদালতের মন্তব্য, 'আপনাকে তো জেলে পাঠাচ্ছি না। রুলের উত্তর চাইছি।' তাঁর আইনজীবী জানান, ঘটনার সময় কুণাল সেখানে ছিলেন না। তাঁকে উত্তর দেওয়ার সময় দেওয়া হোক। বিশেষ বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিযুক্তদের হলফনামা দিয়ে বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও আদালতের নির্দেশ মানা হয়নি। তাই রুল জারি করা হচ্ছে।' তবে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফে ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করে আরও ১৬ জনের জড়িত থাকার তথ্য দেওয়া হয়। আদালত জানায়, পুলিশের রিপোর্ট বিবেচনা করে নতুন করে ১৬ জনের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

এভারেস্ট শীর্ষে পুলিশকর্মী

কলকাতা, ১৯ মে : এভারেস্টের শীর্ষে পা রাখলেন আরেক বাঙালি। সোমবার সকালে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছেন রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। তবে এই সফরে তিনি একা ছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের এই কনস্টেবলের সঙ্গে এভারেস্ট শিখরে পা রাখেন আরও এক ভারতীয় গীতা সামোতা। সঙ্গী হিসাবে ছিলেন তেনজিং শেরপা (গেলবা) এবং লাকপা শেরপাও।

বর্তমানে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এভারেস্ট অভিযানে রওনা দিয়েছিলেন। যাত্রা শুরুর আগে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন মনোজ ভার্মা সহ কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। সোমবার এভারেস্ট জয়ের পর লক্ষ্মীকান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল

বন্ধু চল, বলটা দে... সোমবার কলকাতা ময়দানে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

শুভেন্দুর আগে মিছিল তৃণমূলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ মে : পহলগাম কাণ্ড ও তার জেরে পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ধ্বংসে দেশের সেনা জওয়ানদের অভিবাদন জানানোকে ঘিরে রাজ্যে বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল তৃণমূল। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য দেশের সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাতে ১৩ মে থেকে দেশজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। ১৬ মে কলকাতায় রাজ্যস্তরে এই মিছিল করার পর, সোমবার জলপাইগুড়িতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বালুরঘাটে রাজ্য সভাপতি তিরঙ্গা যাত্রা করেছেন। দলের কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুসারে ২৩ মে-র মধ্যে রাজ্যের সব জেলায় এই যাত্রা শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার রানাঘাট উত্তর বিধানসভার বিননগরে তিরঙ্গা যাত্রা করার কথা শুভেন্দুর। ঠিক আগের দিনই রানাঘাটে একই ইস্যুতে মিছিল করল তৃণমূল। রানাঘাট দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী রানাঘাট ১ নং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে হবিবপুর এলাকায় মিছিল করেন।

পুঞ্চে সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে নিহত নদিয়া জেলার সেনা জওয়ান ঝন্টু আলি শেখকে বীর শহিদের সম্মান জানানো হয়। জেলায় বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার ঠিক আগের দিন তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে 'মন্দের ভালো' বলে কটাক্ষ করে চাকদার বিজেপি বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, 'এটা মন্দের ভালো। দেরিতে হলেও, বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার ঠেলায় জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নিতে শুরু করেছে তৃণমূল সহ বহু বিরোধীই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তৃণমূলের মিছিলে আজ ভারত মাতার নামে জয়ধ্বনিও দেওয়া হয়েছে।'

পুলিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে চাকরিহারারা

নিত্য জীবনযাপনে সমস্যায় জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৯ মে : বিকাশভবনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মারধর ও নোটিশ পাঠিয়ে ডেকে পাঠানোর অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন একাধিক চাকরিহারা শিক্ষক। সোমবার এই বিষয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়েরের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বুধবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বিকাশভবন চত্বরে আন্দোলন ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জেরে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই অভিযোগে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আবেদনকারীদের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিকাশভবনের সামনে আন্দোলনকারীদের মারধর করা হয়েছে। তাতে অভিযুক্ত শাসকদলের নেতা ও অনুগামীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। আন্দোলনকারীদের নোটিশ পাঠিয়ে থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। এরপরই বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এদিকে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন স্থানীয়রা। আবেদনকারীদের অভিযোগ, আন্দোলনের ফলে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেখেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্য জীবনযাপনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিচারপতি সৌমেন সেন মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। তবে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'এখন অধিকাংশ জনস্বার্থ মামলাই ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক।'

বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিহারাদের। -ফাইল চিত্র

পরিচালকদের কাজে বাধা নয়

নির্দেশ আদালতের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ মে : টলিউডে পরিচালকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তাঁদের স্বার্থ রক্ষার দায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের। সোমবার ফেডারেশনের বিরুদ্ধে পরিচালকদের মামলায় এমনটাই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তিনি জানান, কারোর জীবন, জীবিকা, ব্যবসা, পেশাগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারোর নেই।

দীর্ঘদিন ধরে ডিরেক্টরস গিল্ড ও ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলায় শুটিংয়ের সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। তবে রাজ্যের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ না করায় এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, শুটিং যাতে কোনওভাবে বন্ধ না হয়, তার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। পরিচালকরা কাজে বাধা পেলে সচিবকে জানাতে পারবেন। ফেডারেশন সহ কোনও সংগঠনই কাজে বাধা দিতে পারবে না। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ জুন।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি অনির্বাণ এবং পরমব্রত। সোমবার।-সংবাদচিত্র।

ডিরেক্টরস গিল্ড ও ফেডারেশনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত তৈরি হয়েছে। অহেতুক পরিচালকদের কাজে ফেডারেশনের হস্তক্ষেপের অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। এদিন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা রায় সহ একাধিক পরিচালকের দায়ের করা মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা স্পষ্টভাবে পরিচালকদের কাজে বাধা না দেওয়ার পক্ষে জানান। পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা অবশ্যই রাজ্যের কাছে আমাদের অভাব, অভিযোগ জানাব। আশা করি, অবশ্যই সুরাহা পাব। আদালতের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হবে।' পরিচালক সুদেষ্ণা রায়ের কথায়, 'কলাকুশলীরা সমস্যায় পড়বেন এটা দুঃখজনক। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আমরা কোনও সমস্যায় পড়লে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জানাতে পারব।' আবার পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কথাটাই আমরা বার বার বলার চেষ্টা করে আসছি। আমাদের কোনও অসুবিধা হলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে জানাতে পারব।'

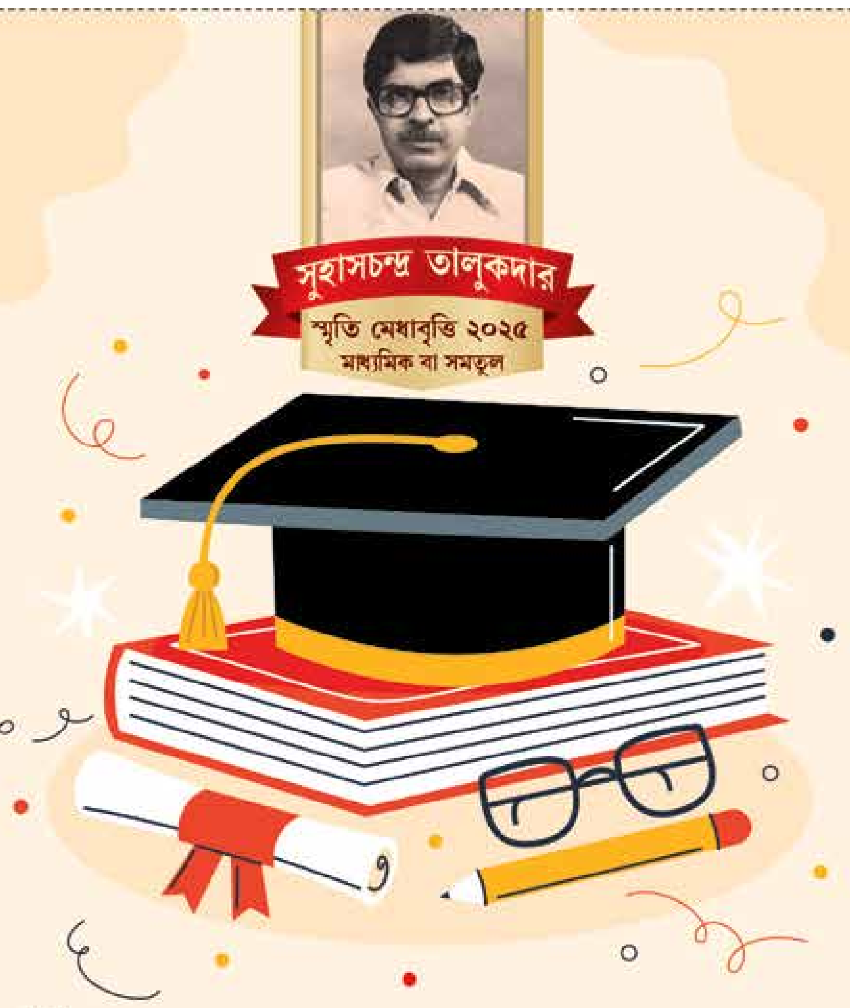

ছাত্র/ছাত্রীর নাম : ....
বাবার নাম : ....
সম্পূর্ণ ঠিকানা : ....
যোগাযোগের মোবাইল নং : .... কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী : ....
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর : .... / .... শতাংশের হিসাব : .... %
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় : ....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : ....

আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

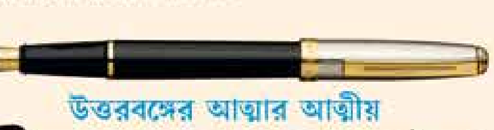

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

• নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে • শুধুমাত্র ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে • যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে • ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না • প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে • মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না • পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে : ১) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র, ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন ২৮ মে

টুকরো খবর

১৫ জুন ভোট

বুনিয়াদপুর, ১৯ মে : মহিলা সমবায় সমিতি 'আলো'-র প্রথম পরিচালন সমিতির নির্বাচনের জন্য রবিবার থেকে মনোনয়নপত্র বিলি শুরু হয়েছে। ২০১৫ সালে ওই মহিলা সমিতি গঠিত হওয়ার পর এতদিন মনোনীত পরিচালন সমিতি সেটি পরিচালনা করত। বংশীহারী ব্লক সমবায় পরিদর্শক ময়ূখ চক্রবর্তী বলেন, '২১ ও ২২ মে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। ১৫ জুন নির্বাচন হবে।'

কর্মসূচি

হিলি, ১৯ মে : সোমবার দুপুরে হিলি বাসস্ট্যান্ডে তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে একটি কর্মসূচির আয়োজন করে ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের তরফে জানানো হয়, দেশ ও রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দর্শনই একমাত্র সমাধানের পথ। হিলি থেকে শুরু হওয়া ওই কর্মসূচি আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলাজুড়ে আয়োজন করবে ফরওয়ার্ড ব্লক।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৯ মে : এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল। সোমবার রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের মণিপাড়া ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায়। জাতীয় সড়কের ধারে নয়ানজুলি থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। রায়গঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

ঝুলন্ত দেহ

কালিয়াচক, ১৯ মে : শোয়ার ঘরে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে কালিয়াচক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গুদুয়াগ্রামে। মৃতের নাম আলিউল শেখ ওরফে আল্লু (২০)। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা আলিউলকে মৃত ঘোষণা করেন। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী জানান, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

রক্তদান

রায়গঞ্জ, ১৯ মে : গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের রক্তদানে সচেতন করতে এগিয়ে এলেন ১৫ জন বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ-তরুণী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবানন্দ বর্মন। রায়গঞ্জ এডুকেয়ার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সোমবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। পঞ্চায়েত প্রধান সহ ওই ১৫ জন রক্তদান করেন।

মেলা শুরু

পতিরাম, ১৯ মে : চামুণ্ডা কালীপুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী মেলা শুরু হয়েছে। সোমবার পতিরাম থানার অধীন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বটুন এলাকায়। এলাকার লোকজনের কাছে এই মেলা তরমুজের মেলা নামেও পরিচিত। মেলা কমিটি সূত্রে খবর, খাতায় কলমে এই মেলা তিনদিনের হলেও আরও কয়েকদিন বেশি চলবে।

উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ১৯ মে : সমজিয়া পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম থেকে বারোদিন আগে নিখোঁজ হয়েছিল ১৬ বছর বয়সি এক নাবালিকা। ফুলবাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুনর্ভবা নদীতে নতুন করে জল আসায় খুশি মৎস্যজীবীরা। সোমবার সকালে গঙ্গারামপুরে চয়ন হোড়ের তোলা ছবি।

বৃষ্টির জল জমে দুর্ঘটনার শঙ্কা

দীপঙ্কর মিত্র ও সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

রায়গঞ্জ ও চাঁচল, ১৯ মে : বেহাল রাস্তা নিয়ে ভোগান্তিতে একসুঁতোয় বাঁধা পড়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাড়িয়া গ্রাম ও মালদা জেলার চাঁচল সদরের থানাপাড়া হয়ে অরবরা পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দারা। রায়গঞ্জ ব্লকের রাড়িয়া গ্রামের রাস্তা এখনও কাঁচা। বৃষ্টি হলেই চলাচলের সমস্যা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় বিজেপি জনপ্রতিনিধি থাকার ফলে তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন থেকে তাঁরা বঞ্চিত। আর চাঁচলে সমস্যাটা একটু আলাদা। সেখানে রাস্তা সংস্কারের জন্য খোঁড়া হয়েছে। তাতেই ভোগান্তি বেড়েছে।

রাড়িয়া গ্রামের ওই রাস্তায় রয়েছে বিএড কলেজ, ফার্মাসি কলেজ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তাটি পাকা করার ব্যাপারে উদাসীন তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ। গ্রামের রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় দুর্ঘটনার শঙ্কা বাড়ছে। ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির সদস্যা তপতী দাস সরকারকে।

বিজেপির প্রাক্তন প্রধান ধনেশ্বর বর্মন বলেন, 'রাস্তাটি জেলা পরিষদের অধীনে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে কাজ করতে পারিনি। পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি করতেই পারত জেলা পরিষদ।' পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্য তপতীর

> কাজটা যদি একটু আগে শুরু হত, তাহলে ভালো হত। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে অন্তত রাস্তাটা সমতল করে দেওয়া হোক।
>
> **বলরাম মণ্ডল,** স্থানীয় বাসিন্দা

কথায়, 'এই গ্রামটি আমাদের দখলে থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। তাই কোনও কাজ হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে।'

যদিও অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবানন্দ বর্মন বলেন, 'পাকা রাস্তার জন্য জেলা পরিষদকে বলা হয়েছে। আশাকরি পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি হবে। গ্রামের মানুষ বিজেপি করে বলে রাস্তা পাকা হচ্ছে না, এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

অন্যদিকে, চাঁচল সদর এলাকায় থানাপাড়া হয়ে অরবরা পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকায়। এখানে পেভার্স ব্লক বসানো হবে। বর্তমানে রাস্তা একাধিক জায়গায় খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবারের বৃষ্টির পর এখন তার বেহাল দশা। হেঁটে চলাচল করতেও সমস্যা হচ্ছে। অনেকেই ঘুরপথে যাচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বলরাম মণ্ডল বলেন, 'কাজটা যদি একটু আগে শুরু হত, তাহলে ভালো হত। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে অন্তত রাস্তাটা সমতল করে দেওয়া হোক।'

রাস্তার কাজ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য প্রসেনজিৎ শর্মা। তাঁর দাবি, 'কাজের গতি এবং পরিকল্পনায় ভুল রয়েছে।' সেইসঙ্গে তাঁর দাবি, শিডিউল মেনে কাজ করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, 'ভোগান্তি যাতে কম হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব ঠিকাদার সংস্থাকে।'

কুশমণ্ডি বাসস্ট্যান্ডে জল। সোমবার। - সৌরভ রায়

জলময় রাস্তা, নিকাশিনালার দাবি বাসিন্দাদের

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৯ মে : এখন গরমকাল। বর্ষা আসতে এখনও অনেকটা দেরি। কিন্তু গ্রীষ্মের অল্প বৃষ্টিতেই জল থইথই অবস্থা হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সীনগর, সোনামণিতলা, বিবেকানন্দপল্লি, বাসন্তী মোড় এলাকার রাজ্য সড়ক সহ বিভিন্ন এলাকা।

বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক অমৃত হালদার বলেন, 'এ ব্যাপারে আমরা সকলে অনেকবার প্রশাসনের কাছে সমস্যা

সমাধানের আবেদন করেছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অল্প বৃষ্টিতে এমন অবস্থায় চলাফেরা করা দায় হয়ে উঠেছে। এখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা করা দরকার।'

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে এমন জলযন্ত্রণা বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। শুক্রবার রাতে অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। এতেই দুর্ভোগ চরমে ওঠে।

এলাকার এক বধূ অর্চনা দাস বললেন, 'শুক্রবার রাতের অল্প বৃষ্টিতেই শনিবার সকালে এলাকার বিভিন্ন রাস্তাগুলিতে জল জমেছে। এই জল অনেকদিন জমে থাকে। এতে জল দূষিত হয়ে রোগব্যাধি ছড়ায়। আবার চলাফেরা করতে গিয়ে অনেকে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। এতকিছুর পরেও সমস্যা সমাধানে হুঁশ নেই কারও। আমরা অবিলম্বে সমস্যার সমাধান চাই।'

এবিষয়ে বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল বলেন, 'ওই এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির জন্য জায়গার সমস্যা রয়েছে। অনেকে জায়গা ছাড়তে চাইছেন না বলে শুনেছি। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

নর্দমা সংস্কারের অভাবে ভোগান্তি

কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর, ১৯ মে : সারাবছর নর্দমা সংস্কারের কাজ হয় না। টানা ঝড়-বৃষ্টিতে উপচে পড়ছে সেগুলো। যার ফলে বিপর্যস্ত কুশমণ্ডি ও হরিরামপুরের বোরোচাষি ও বাসিন্দাদের জীবন। বেশিরভাগ মাঠে পাকা ধান হেলে পড়েছে। এবিষয়ে কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস বলেন, 'সারাবছর ধরে নর্দমা পরিষ্কার হয়না। যারফলে বৃষ্টির জল জমছে। করঞ্জি ও উদয়পুর পঞ্চায়েতেও যাঁরা বোরো ধান লাগিয়েছিলেন তাঁদের পাকা ধান জলের মধ্যে হেলে পড়েছে। পিডব্লিউডিপাড়া, কুমারপাড়া, বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকাতেও বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বেশকিছু বাড়ির উঠোনেও জল ঢুকে পড়ছে।' পিডব্লিউডিপাড়ার বুম্বা দেবগুপ্ত বলেন, 'বৃষ্টি হলেই কুশমণ্ডি ব্লকের ড্রেনের জল উপচে পড়ে। সেই নোংরাজল দিয়েই যাতায়াত করতে হয় আমাদের।' তবে কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে একাধিক আধিকারিককে নিয়ে সোমবার সকালে ড্রেন পরিষ্কারের তদারকির কাজে নেমে পড়েন। পাশাপাশি, আকচা পঞ্চায়েতেরও ড্রেনের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

সমস্যা যেখানে

- সারাবছর নর্দমা সংস্কারের কাজ হয় না
- টানা ঝড়-বৃষ্টিতে সেগুলো উপচে পড়ছে
- বিপর্যস্ত কুশমণ্ডি ও হরিরামপুরের বাসিন্দারা
- হরিরামপুর ব্লকেও রাস্তার ওপর জল দাঁড়িয়ে থাকছে

অপরদিকে, হরিরামপুর ব্লকের একই অবস্থা। রাস্তার ধারে নয়ানজুলি বন্ধ করে দেওয়ার কারণে, হরিরামপুর থেকে গাজোল যাবার রাস্তায় দানগ্রাম বাজারের কাছে রাস্তার ওপর বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা অনুপম চৌধুরী জানিয়েছেন, বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

পড়াশোনা চালাতে অন্যের জমিতে কাজ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ মে : অদম্য ইচ্ছেশক্তি থাকলে কোনও বাধাই যে বাধা নয়, তা-ই ফের প্রমাণ করল বালুরঘাটের কালিকাপুরের আদিবাসী ছাত্রী সুস্মিতা পাহান। এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৪২৮ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়েছে বালুরঘাটের নালন্দা বিদ্যাপীঠের এই ছাত্রী। স্কুল থেকে সে-ই এবছর উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। তার এই ফলে পরিবারের লোকেরা তো বটেই, খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকি প্রতিবেশীরাও।

কালিকাপুর গ্রামে বাড়ি সুস্মিতার। মাত্র চার বছর বয়সে বাবা শ্যামল পাহানকে হারিয়েছে সে। মা অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে সংসার চালান। পরিবারে আর্থিক অনটন। সেকারণে নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে মায়ের সঙ্গে অন্যের জমিতে কাজ করে এই কিশোরী। কালিকাপুর থেকে ৮ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে নালন্দা বিদ্যাপীঠে যাতায়াত করত সে। পড়াশোনার

> মায়ের সঙ্গে অন্যের জমিতে কাজ করে পড়াশোনা ও সংসার খরচ চালাই। ভবিষ্যতে শিক্ষক হয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চাই।
>
> **সুস্মিতা পাহান**

প্রতি আগ্রহ তাকে শক্তি জুগিয়েছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাতে চলে পড়াশোনা। তার বোন সংগীতা পাহানও একই স্কুলে পড়ছে। ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চায় সুস্মিতা।

উচ্চমাধ্যমিকে ৪২৮ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়েছে সুস্মিতা পাহান।

কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে সেই স্বপ্ন সে কতটা ছুঁতে পারবে, তা নিয়েই এখন চিন্তায় পরিবার।

সুস্মিতার কথায়, 'গ্রামের রাস্তায় গাড়ি চলে না। সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করি। মায়ের সঙ্গে অন্যের জমিতে কাজ করে পড়াশোনা ও সংসার খরচ চালাই। কাজে যাওয়ার আগে ও কাজ থেকে ফিরে পড়াশোনা করি। ভবিষ্যতে শিক্ষক হয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চাই।'

মা সিজলী পাহান বলেন, 'প্রায় ১৪ বছর আগে ওর বাবা মারা গিয়েছেন। অন্যের জমিতে কাজের পাশাপাশি বাড়িতে হাঁস, মুরগি ও ছাগল পালন করে কিছুটা অর্থ উপার্জন হয়। তা দিয়ে দুই মেয়ের পড়াশোনা চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। উচ্চশিক্ষার খরচ অনেকটাই। কীভাবে মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করব, জানি না। সরকারি সাহায্য প্রয়োজন।'

নালন্দা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সৌমিত দাস জানান, পড়াশোনার প্রতি সুস্মিতার বরাবরই আগ্রহ। ছোট থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে। ওর আরও সাফল্য কামনা করছি।

জেনারেটর থেকেও অন্ধকারে হাসপাতাল

টর্চের আলোয় চিকিৎসা পরিষেবা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৯ মে : টর্চের আলো জ্বেলে কাউকে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে, কারও আবার মাপা হচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা। টর্চের ওই আলোয় দেখা যাচ্ছে, হাতের গামছা দিয়ে কেউ হাওয়া করছেন, কেউ আবার ঠায় বসে শাড়ির আঁচল দিয়ে ছোট্ট মেয়েটির কপালের ঘাম মুছে দিচ্ছেন। রবিবার রাতে এমন পরিস্থিতি ছিল হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় রুরাল হাসপাতালে। সোমবার সকালের ছবিটাও একই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি। কিন্তু প্রশ্ন হল, চিকিৎসাকেন্দ্রটিতে জেনারেটর থাকার পরেও তা চালিয়ে কেন বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হল না? কয়েক মাস ধরেই জেনারেটরটি বিকল হয়ে থাকলেও, তা মেরামতির ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিদ্যুৎহীন রবিবার রাতে দেখা মেলেনি বিএমওএইচ ডাঃ বাবর আলির। এমনকি, তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগও সম্ভব হয়নি।

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রবিবার রাতে মালদার কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। আর তাতেই সারারাত অন্ধকারে ডুবে থাকল হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডীর গ্রামীণ হাসপাতালটি। রীতিমতো টর্চ জ্বালিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা জরুরি পরিষেবা সচল রাখেন। পূজা পাল নামে এক গৃহবধূ বলেন, 'বাচ্চাটা অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে রয়েছি। রাত দশটা নাগাদ হঠাৎই আলো চলে যায়। লাইট, ফ্যান সব বন্ধ হয়ে যায়। টর্চের আলোয় চিকিৎসা করেন চিকিৎসকরা।' বমি করায় ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন মিঠুন হেমব্রম। তাঁর বক্তব্য, 'হঠাৎই গোটা হাসপাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। সকালেও বিদ্যুৎ না আসায় প্রায় ১২ ঘণ্টা চরম সমস্যার মধ্যে কাটাতে হয়েছে।' চিকিৎসক শ্রীদাম পোদ্দার বলেন, 'গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি হয়। সকলকেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে।' বিএমওএইচের অনুপস্থিতিতে চিকিৎসকরা সোমবার যোগাযোগ করেন বিদ্যুৎ দপ্তরে। সকাল ১০টা নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

অন্ধকার। সোমবার বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালে।

দিনভর বিভ্রাট

- বিদ্যুৎ বিভ্রাটে টানা ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন গ্রামীণ হাসপাতাল
- টর্চের আলোয় পরিষেবা চিকিৎসকদের, রাত জেগে রোগীরা
- জেনারেটর থাকলেও বিকল থাকায় কাজে লাগেনি, উঠছে প্রশ্ন
- বিএমওএইচের দেখা না মেলায় সরব বিরোধী দলনেতা

অনেকের প্রশ্ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হতে পারে। কিন্তু কেন জেনারেটর থাকার পরেও তা ব্যবহারের উপযুক্ত থাকবে না? এমন পরিস্থিতিতে কেন বিএমওএইচকে পাওয়া যাবে না? এমন প্রশ্ন তুলে হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিরাজ মণ্ডল বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। তার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বিএমওএইচ। কিন্তু বিএমওএইচ রাতে নিয়মিত হাসপাতালে না থেকে মালদা শহরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ফোনে অনেকেই যোগাযোগ করতে পারেননি।' সার্বিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হয়েছিল বিএমওএইচকে। কিন্তু ফোন না ধরায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

এক বিকেলে।। মূর্তির গাছবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের মুন্না দে।

নাম বিভ্রাটে জেরবার বিজেপি

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ মে : নামেও যায় আসে! নাম বিভ্রাটের জেরে একই পদে যদি দুজন দাবিদার উঠে আসে, তবে তো চর্চার বিষয়ও হয়ে ওঠে। চর্চা হচ্ছে বৈষ্ণবনগরের ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে প্রকৃত এবং স্বঘোষিত নেতাকে নিয়েও। দুজনই যে রঞ্জিত মণ্ডল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে আসল এবং নকল রঞ্জিতে তফাত বোঝাতে রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করতে বাধ্য হয় জেলা নেতৃত্ব।

৩ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দাবি করে এক রঞ্জিত সাংবাদিক বৈঠকে নিজের দায়িত্ব এবং দলের প্রতি তাঁর কর্তব্য তুলে ধরলেন। ফেসবুক স্ট্যাটাসেও ছবির সঙ্গে গান লাগিয়ে নিজের নতুন দায়িত্ব তুলে ধরলেন। যা দেখে অনেকেই তাঁকে নতুন প্রাপ্তিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুধু সমাজমাধ্যমে থেমে থাকেননি এই রঞ্জিত। গ্রামের মানুষের মধ্যে রীতিমতো লাড্ডু বিতরণ করেছেন। যদিও পরে জানা গিয়েছে, এই মিষ্টিমুখের জন্য তিনি বেশ কয়েকজনের থেকে টাকা নিয়েছেন। তাঁর এই 'কীর্তি' ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। এই রঞ্জিত যে সে নয়, বুঝতে পেরে চক্ষু চড়কগাছ বৈষ্ণবনগরের ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বাপ্পাদিত্য সরকারের। তিনি বিষয়টি নিয়ে ফোন করেন দলের বেশ কিছু কর্মী, সমর্থককে। ফেসবুকের পোস্ট ডিলিট করার নির্দেশ দেন স্বঘোষিত সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিতকে। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা!

বিজেপির বৈষ্ণবনগর ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বাপ্পাদিত্য বলেন, 'যে রঞ্জিত মণ্ডল সোশ্যাল মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমে নিজেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাবি করছেন, তিনি মণ্ডলের কেউ নন। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণপুরে বলে জানতে পেরেছি। আমাদের দল করে কি না, তাও বলতে পারছি না। তবে মণ্ডল কমিটির কোনও পদে তিনি নেই। যে রঞ্জিত মণ্ডলকে সাধারণ সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছে, তাঁর বাড়ি পারলালপুরে। তিনি এর আগেও পদে ছিলেন।' স্বঘোষিত নেতা রঞ্জিত যে পোস্ট ডিলিটের ক্ষেত্রে তাঁর কথাকে গুরুত্ব দেননি, তাও স্বীকার করে নেন বাপ্পাদিত্য। তাঁর কাছ থেকেই বিষয়টি জানতে পারেন বিজেপি দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়।

> যে রঞ্জিত মণ্ডল নিজেকে মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাবি করছেন, তিনি কারও প্ররোচনায় এসব করছেন। আমাদের দলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ভুল তথ্য দিয়ে মানুষের আবেগকে এভাবে কাজে লাগানো উচিত হয়নি রঞ্জিতের।
>
> **অজয় গঙ্গোপাধ্যায়**
> বিজেপি জেলা সভাপতি, দক্ষিণ মালদা

সাংবাদিক বৈঠক করে জেলা সভাপতি বলেন, 'যে রঞ্জিত মণ্ডল নিজেকে মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাবি করছেন, তিনি কারও প্ররোচনায় এসব করছেন। আমাদের দলের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ভুল তথ্য দিয়ে মানুষের আবেগকে এভাবে কাজে লাগানো উচিত হয়নি রঞ্জিতের।'

স্বঘোষিত নেতা রঞ্জিত নিজের খেয়ালে প্রচারের আলো টেনে নিলেও, প্রকৃত সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত কিন্তু নিজেকে সকলের আড়ালেই রেখেছেন।

মেয়েকে পুলিশে দিলেন বাবা-মা

গাজোল, ১৯ মে : মাস পাঁচেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ। ক্রমে সেই আলাপ পরিণত হয় প্রেমে। সোমবার সেই প্রেমের টানে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন বধূ। তার আগে দুই শিশুপুত্রকে বাপের বাড়িতে ছাড়তে গিয়েছিলেন। সেই সময় মেয়েকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বাবা-মা। একইসঙ্গে পাকড়াও করা হয় তাঁর প্রেমিককে। ঘটনাটি বামনগোলা মোড় এলাকার।

বাবা-মা যাই বলুক না কেন, সেই বধূর সাফ কথা, 'সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ধুলিয়ানবাসী ওই তরুণের সঙ্গে আলাপ হয়। ভালোবেসে ওঁর হাত ধরেছি। ও আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।' ওই বধূর স্বামী খবর পেয়ে থানায় আসেন। তিনি জানান, বিয়ের পর থেকে এতদিন বেশ ভালোভাবে সংসার চললেও ইদানীং তাঁর স্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি বেশ আসক্ত হয়ে পড়ছিলেন। বারণ করা সত্ত্বেও শোনেননি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই বধূ ও তাঁর প্রেমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুজনকে আদালতে তোলা হবে।

স্বামীকে ফেরাতে অভিযোগ

পতিরাম, ১৯ মে : প্রথম স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে ফের একবার বিয়ে করেছেন স্বামী। সেই অভিযোগে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউল মল্লিকপুরের বাসিন্দা ওই বধূ বালুরঘাটের মহিলা থানায় দ্বিতীয়বার অভিযোগ করলেন। এর আগে ১৪ মে ওই মহিলা বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে এদিন ফের তিনি মহিলা থানায় অভিযোগ করেন।

কলকাতায় পুর ভবন দাবি গঙ্গারামপুরের

গঙ্গারামপুর, ১৯ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম প্রধান শহর তথা বাণিজ্যনগরী গঙ্গারামপুর। প্রতিনিয়ত এখান থেকে মানুষের চিকিৎসা, ব্যবসা, পড়াশোনা, চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষা দেওয়া সহ নানা কাজে কলকাতায় যাওয়া-আসা লেগেই রয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রায় সকলকেই মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে বিভিন্ন হোটেলে রাত্রিবাস করতে হয়। অনেক সময় সেইসমস্ত হোটেলের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও অনেক প্রশ্ন ওঠে। এছাড়াও সেখানে থাকতে আরও নানা সমস্যায় পড়তে হয় বাসিন্দাদের। এই সমস্ত কারণে কলকাতা শহরে গঙ্গারামপুর পুর ভবন তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ।

এব্যাপারে গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'কলকাতায় গঙ্গারামপুর পুর ভবন তৈরির জন্য বেশ কয়েকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আবারও একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমরা সল্টলেক কিংবা কসবার মতো জায়গায় পুর ভবন তৈরি করতে চাইছি।' জায়গা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে। তাঁর আশা দ্রুত সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং তাঁরা ভবন তৈরির কাজ শুরু করতে পারবেন।

এবিষয়ে পুর নাগরিক নীহাররঞ্জন সরকার বলেন, 'প্রায়শই আমাকে বিভিন্ন কাজে কলকাতায় যেতে হয়। সেখানে মোটা টাকা খরচ করে বিভিন্ন হোটেলে থাকতে হয়। হোটেলে থাকার সময় নিরাপত্তা নিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা হয়।' তাঁদের মতো অসংখ্য মানুষের সুবিধার্থেই কলকাতায় একটি গঙ্গারামপুর পুর ভবন তৈরি করা ভীষণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। কলকাতায় গঙ্গারামপুর পুর ভবন তৈরি হলে খুব সহজে, অল্প টাকায় এবং নিরাপত্তার সঙ্গে সেখানে বহু মানুষ থাকতে পারবেন। তাঁর মতে, পুরসভার এবিষয়ে আরও বেশি সক্রিয় পদক্ষেপ করা উচিত।

কার্যত একই কথা বলেন আরেক পুর নাগরিক প্রতিমা রানি। তাঁর মেয়ে কলকাতার একটি কলেজে পড়াশোনা করেন। তাই তাঁকে প্রায়শই কলকাতায় যেতে হয়। প্রতিমা বলেন, 'কলকাতায় গেলে হোটেলেই রাত্রিবাস করি। কিন্তু অনেক সময় সেই সমস্ত হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তায় থাকি। কলকাতার বুকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের নিজস্ব একটি ভবন রয়েছে, তবে সেখানে সবসময় থাকার সুযোগ পাওয়া যায় না।' কলকাতায় গঙ্গারামপুর পুরসভার উদ্যোগে একটি ভবন তৈরি করা হলে, তাঁদের মতো বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে তিনি মনে করেন। কলকাতায় গঙ্গারামপুর পুর ভবন তৈরির দাবি জানিয়েছেন শহরের ব্যবসায়িক মহলও।

তড়িদাহত হয়ে মৃত এক

মালদা, ১৯ মে : অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। রবিবার রাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনাটি ঘটেছে মালদা থানার অন্তর্গত বনগাবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম যতন কোল (৫৩)। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

জল জীবন, জমা জলে মরণ

এবার পরীক্ষা ইংরেজবাজারের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ মে : গতবছর বলা হয়েছিল, পরের বছর আর ডুববে না। তার আগের বছরও বলা হয়, পরের বছর সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু প্রত্যেক বছর ঘুরেফিরে সেই একই সমস্যা। বৃষ্টিতে জমা জল।

ইংরেজবাজার পুরসভা প্রত্যেকবার শুধুই আশ্বাসবাণী দিয়েছে। গত এক দশক ধরে এই আশ্বাসবাণী শুনে শুনে মালদাবাসীর কান পচে গিয়েছে। অথচ প্রতিবার বর্ষায় ডুবেছে এই শহর। এবারও কি তাই হবে? ইংরেজবাজারে এখন এই প্রশ্নটাই চায়ে পে চর্চার বিষয়।

চর্চা হবে না-ই বা কেন, আন্দামানে মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করেছে। বাংলায় আসতে আর এক সপ্তাহ দেরি। পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন। সাতাশে পুরভোট। শহরে জল জমার সমস্যা মিটছে কি না, তার ওপর ভোটের অঙ্ক অনেকটাই নির্ভর করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই এবার অ্যাসিড টেস্ট পুরসভার।

ছাব্বিশে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে শাসকদলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম সারিতে নাম রয়েছে পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর। তাই তাঁর কাছেও এবার কিছু করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তিনি অবশ্য জলনিকাশির নয়া পরিকল্পনা নিয়ে বেশ আশাবাদী। কৃষ্ণেন্দুর কথায়, 'আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে জলনিকাশির নয়া পরিকল্পনা করেছি। কাজ প্রায় শেষের দিকে। এক সপ্তাহের মধ্যে নয়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা মহানন্দার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। আশা করছি মালদা শহরের কোথাও জল জমবে না।'

কৃষ্ণেন্দু এমন আশা করলেও শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিজেপি। পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'চাতরার বিল ভরাট করলে জল কীভাবে বের হবে! জেলা প্রশাসন আর পুরসভা চোখ বন্ধ করে রয়েছে। জলনিকাশির কোনও মাস্টার প্ল্যান ছাড়াই টাকা খরচ জলাঞ্জলি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

রাজনৈতিক আকচা-আকচি চলতেই থাকবে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বর্ষায় শহরের চিত্রটা কিন্তু ভয়ংকর। ফি বছর বর্ষায় শহরের ৩, ৪, ৫, ৭, ২৩, ২৪, ২০, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই নালার নোংরা জল উপচে রাস্তায় জমে যায়। এক ঘণ্টার বেশি বৃষ্টি হলেই রাস্তার জল বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এমনকি জলের তলায় চলে যায় জেলার সর্ববৃহৎ পাইকারি ও খুচরো বাজার নেতাজি মার্কেট। জল জমে মালদা মেডিকেল কলেজে। অনেক সময় অপারেশন থিয়েটার পর্যন্ত জল পৌঁছে যায়। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোনও স্থায়ী পথ এখনও অবধি পাওয়া যায়নি।

সমস্যা বাড়িয়েছেন প্রোমোটাররা। যথেচ্ছভাবে জলাভূমি ভরাট করা হয়েছে। উঠেছে ফ্ল্যাট। সবমিলিয়ে ভেঙে পড়েছে জলনিকাশির প্রাকৃতিক পরিকাঠামো। এই 'জ্বলন্ত' সমস্যা নিরসনে একেবারেই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, তা কিন্তু নয়। জলনিকাশির পথ বের করতে পুরসভার বাস্তুকারদের সঙ্গে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের যুক্ত করা হয়।

উপগ্রহ চিত্র থেকে নেওয়া ছবি দেখে তৈরি করা হয় ম্যাপ। সেই মোতাবেক রেগুলেটেড মার্কেটের পাশ দিয়ে নালার জল খাল কেটে ১ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর কাছারির কাছে মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রকল্প রূপায়ণে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। বর্তমানে সেই কাজ চলছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা। এখন দেখার, এতে পুরসভা অ্যাসিড টেস্টে সফলভাবে উতরোতে পারে কি না।

ফি বছরে ভোগান্তি

- ফি বছর বর্ষায় শহরের ৩, ৪, ৫, ৭ সহ বহু ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়েছে আগে
- এক ঘণ্টার বেশি বৃষ্টি হলেই জলের তলায় চলে যায় নেতাজি মার্কেট
- জল জমে মালদা মেডিকেল কলেজে, ওটি পর্যন্ত জল পৌঁছে যায়

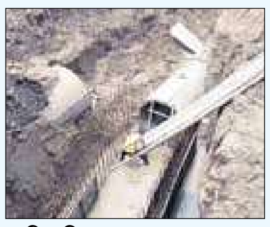

নিকাশি প্রকল্পের কাজ চলছে।

নয়া প্রকল্প

- জল জমার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
- রেগুলেটেড মার্কেটের পাশ দিয়ে নালার জল খাল কেটে রামনগর কাছারির কাছে মহানন্দা নদীর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে
- এই প্রকল্প রূপায়ণে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর
- পুরসভার বাস্তুকারদের সঙ্গে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের যুক্ত করা হয়েছে
- এতে পুরসভা অ্যাসিড টেস্টে সফলভাবে উতরাতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার

"

বর্ষায় আমাদের ওয়ার্ড যেন একটা ছোটখাটো চৌবাচ্চা হয়ে যায়। নালা আছে উঁচুতে। কীভাবে জল বের হবে? ওয়ার্ডে অন্তত দুটো স্থায়ী পাম্পহাউস প্রয়োজন। না হলে এবারও বর্ষায় জলের তলায় থাকতে হবে।

- গৌতম দাস *২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা*

আমাদের ওয়ার্ডে নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই। এবছর ড্রেনেজ সিস্টেম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন কাউন্সিলার। তবে এখনও কাজ শুরু হয়নি। বর্ষার আগে আর নালা তৈরির কোনও সম্ভাবনা নেই। আবার জলের তলায় থাকতে হবে।

- উত্তম রায় *২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা*

জলমগ্ন বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠ। সোমবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ

রাহুল দেব ও অনির্বাণ চক্রবর্তী

রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ, ১৯ মে : রবিবার রাত থেকে রায়গঞ্জে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। সেই বৃষ্টি চলে সোমবার সকাল পর্যন্ত। এমন প্রবল বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে নাজেহাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

তবে এবারই প্রথম নয়। বৃষ্টি হলেই শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যেত। যদিও পরে জল নেমে যায়। কিন্তু এদিন ফের দুপুরবেলা বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির ফলে শহরের বিভিন্ন দোকানের ভিতরে জল ঢুকে যায়। এতে অসুবিধা হয় ব্যবসায়ী ও বাজারে আসা মানুষদের।

নিমাই সিংহ নামে পথচলতি এক ব্যক্তি বললেন, 'সকালে জরুরি কাজে মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু রাস্তায় জল জমে থাকায় বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসি।' বিগত বেশ কিছুদিন ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাইড্রেন তৈরির কাজ চলছে। ফলে বিভিন্ন রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। তার ওপর জল জমে যাওয়ায় সমস্যা আরও বাড়ে।

রায়গঞ্জের উপ পুর প্রশাসক অরিন্দম সরকারের বক্তব্য, 'বৃষ্টি হলে জল হবে সেটাই স্বাভাবিক। শহরের বিভিন্ন নয়ানজুলি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ সচেতন না হলে এমন সমস্যা লেগেই থাকবে।' তাঁর সংযোজন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ করা আড়াই কোটির অধিক মূল্যে নর্দমা তৈরির কাজ চলছে। কাজ হয়ে গেলে এমন সমস্যা মিটে যাবে।'

এদিকে জৈষ্ঠ্যের শুরুতেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হল কালিয়াগঞ্জ। রবিবার বিকেলে কালিয়াগঞ্জ শহরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। এতে শহরের নিকাশিনালার বেহাল দশা ফের একবার সামনে এল। ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলের রাস্তা অর্থাৎ শেঠ কলোনি ও শ্রী কলোনি এলাকার সংযোগস্থলের রাস্তায় জল জমে রয়েছে। ওই এলাকায় বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের বাড়ি। পাশাপাশি হাসপাতাল রোড ও কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সামনে বৃষ্টির জল জমে থাকে। এতে অসুবিধায় পড়েন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিখিল নন্দী বললেন, 'নিকাশিনালার মুখ বন্ধ থাকায় এমন বিপত্তি। রাস্তার জল ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। পুরসভার বিষয়টি দেখা উচিত।' কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'সাংসদও আমাকে এ ব্যাপারে ফোন করেছিলেন। হাসপাতাল রোডে আরও একটি কালভার্ট তৈরি করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গুপ্তপাড়া মোড় এলাকায় কালভার্টের সঙ্গে ওই এলাকার নর্দমাগুলির সংযোগ না থাকায় এমন সমস্যা। আমরা দ্রুত সমাধানে কাজ শুরু করব।'

ছাত্র ধর্মঘট

পিকেটিং ঘিরে বচসা কলেজে

বালুরঘাট, ১৯ মে : কলেজের গেটের সামনে মুখোমুখি তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি এবং এসইউসিআইয়ের শিক্ষার্থী উইং এআইডিএসও। প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু অল্পের জন্য হয়নি। চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছিল এআইডিএসও। সোমবার বালুরঘাট কলেজের মূল গেটের সামনে ধর্মঘট সফল করতে পিকেটিং শুরু করেন সংগঠনের সদস্যরা। পতাকা, ব্যানার হাতে গেট আটকে পড়ুয়াদের ফিরে যেতে বলেন তাঁরা। সেই সময় ময়দানে নামে টিএমসিপি। পড়ুয়াদের সমস্যা করে কোনও কর্মসূচি বরদাস্ত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেয় শাসকদলের ছাত্র সংগঠন।

শুধু বালুরঘাট কলেজে নয়, এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন কলেজ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পিকেটিং করে ডিএসও। কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের জেলা কনভেনার তড়িৎ বসাক সহ অনেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পিকেটিংয়ে কোনও বাধা না পেলেও বালুরঘাট কলেজের সামনে মুখোমুখি হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে বচসা। যদিও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বালুরঘাট থানার পুলিশ মোতায়েন ছিল।

তড়িতের অভিযোগ, 'সব জায়গায় তৃণমূল গুন্ডামি, দাদাগিরি করে ধর্মঘট ব্যর্থ করার চেষ্টা চালিয়েছে। ৯০ শতাংশ পড়ুয়াই এদিন অনুপস্থিত ছিলেন।' এদিকে টিএমসিপি নেতা সুরজ সাহা পালটা দাবি করেন, 'পড়ুয়ারা কলেজে আসতে চেয়েছেন। বহিরাগতরা এসে কলেজের গেটে পিকেটিং করছিল। আমরা জানতে পেরে প্রতিবাদ করি।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মালদা, ১৯ মে : পুরাতন মালদার নারায়ণপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম মহম্মদ নৌসাদ আলি (৪৮)। তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের দৌলতপুরের বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার গভীর রাতে মালদা শহর থেকে গাড়ি করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। সোমবার সকালে হাসপাতালেই মারা যান তিনি। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

খোশগপ্পো

হালকা বৃষ্টিতে। সোমবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

স্টেশনের কাজ দেখলেন ডিআরএম

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১৯ মে : গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের একাধিক নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখতে সোমবার গঙ্গারামপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। গঙ্গারামপুর স্টেশনের নির্মীয়মাণ কাজ নিয়ে এবং নতুন কিছু প্রস্তাব নিয়ে সুরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে আলোচনা করেন গঙ্গারামপুরের স্থানীয় বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। এরপর বিধায়ক ১২ দফা দাবি তুলে দেন ডিআরএম সাহেবের কাছে।

নির্মাণকাজ পরিদর্শন করে ডিআরএম বলেন, 'আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে স্টেশনের পরিকাঠামোগত সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে।' নির্মাণকাজ কিছুটা ধীরগতিতে চলছে বলে তিনি স্বীকার করে নেন। এই নিয়ে বিগত এক বছরে সাতবার গঙ্গারামপুর রেলস্টেশন পরিদর্শন করলেন ডিআরএম।

অন্যদিকে, বালুরঘাট রেলস্টেশনের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজের গুণমান নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। সেই সব অভিযোগ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার বিকালে বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শনে এলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। পরিদর্শনে ডিআরএমের সঙ্গে ছিলেন রেলের অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ডিআরএম বলেন, 'ইতিমধ্যেই নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। সব পরীক্ষার রিপোর্ট এলেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।' তবে তাঁর আশ্বাস, নিম্নমানের কাজের অভিযোগ সত্যি হলে ঠিকাদারি সংস্থাকে কোনওরকম রেয়াত করা হবে না।

গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে নির্মাণকাজ দেখছেন ডিআরএম।

এছাড়াও রেলস্টেশন পরিদর্শনে এসে বালুরঘাট-বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালুর সম্ভাবনার কথাও বলেছেন তিনি। তবে ট্রেন চালু নিয়ে এখনও রেল বোর্ডের তরফ থেকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি। সবুজ সংকেত পেলে সেই ট্রেন চালানোর জন্য কাটিহার ডিভিশন সবরকমভাবে প্রস্তুত বলে ডিআরএম জানিয়েছেন।

শুরু ডাঙ্গা খাঁড়ির সংস্কার

বালুরঘাট, ১৯ মে : বালুরঘাট দিয়ে বয়ে যাওয়া ডাঙ্গা খাঁড়িকে পুরসভার তরফে ভেনিসের আদলে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর সেই লক্ষ্যেই গার্ডওয়ালের পর, এবার খাঁড়ি সংস্কারের কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর। শহরের বুজে যাওয়া চারটি খাঁড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সেচ দপ্তর। ওই অর্থেই সোমবার থেকে ৪ কিলোমিটার ডাঙ্গা খাঁড়ি, ৮০০ মিটার খিদিরপুর খাঁড়ি, ৮০০ মিটার ডাকরা খাঁড়ি এবং ৬০০ মিটার রামকৃষ্ণপল্লি খাঁড়ি সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'সেচ দপ্তরের কাছে সরাসরি এবিষয়ে আর্থিক বরাদ্দের দাবি করেছিলাম। সেইমতো ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সংস্কারের কাজ সেচ দপ্তর শুরু করেছে। এই খাঁড়িগুলি সংস্কার হলেই আমরা খাঁড়িগুলিতে সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি আরও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারব।' খাঁড়ি সংস্কার শুরু হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।

বালুরঘাট শহরে তিরঙ্গা যাত্রা। সোমবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

তিরঙ্গা যাত্রায় সুকান্ত

বালুরঘাট, ১৯ মে : মুখে সিঁদুর মেখে তিরঙ্গা যাত্রায় শামিল হলেন মহিলারা। অপারেশন সিঁদুরের জন্য ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানাতে সোমবার বিকেলে বালুরঘাটে তিরঙ্গা যাত্রায় মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে শামিল হন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাট-হিলি মোড় থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। শেষ হয় বালুরঘাট থানা মোড়ে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দুই বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বুধরাই টুডু, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী প্রমুখ। অপারেশন সিঁদুরে যেসব আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, সেসব ট্যাবলো আকারে তিরঙ্গা যাত্রায় তুলে ধরা হয়।

অপারেশন সিঁদুর এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করতে বিশ্বের দরবারে কেন্দ্রের প্রতিনিধিদলে ইউসুফ পাঠানকে না পাঠানোর সিদ্ধান্তে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে এক হওয়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে বিরোধী দলগুলির সাড়া দেওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটি অংশ। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়েছেন। তিনি বিজেপির পক্ষ থেকে ওই বৈঠক ডাকেননি।'

'ভোলানাথের' দিবারাত্র শুশ্রূষায় ব্যস্ত থানা

গঙ্গারামপুর, ১৯ মে : 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীর প্রতিফলন যেন গঙ্গারামপুর থানায়। আহত এক ষাঁড়কে থানায় রেখে চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করছেন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারা। আদর করে তাঁরা ষাঁড়টির নাম রেখেছেন ভোলানাথ।

প্রায় মাস তিনেক আগে গঙ্গারামপুর থানার সুকদেবপুর এলাকায় পিঠের কুকুদ কাটা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছিল ষাঁড়টি। আহত ষাঁড়টি এত উন্মত্ত ছিল যে তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারছিল না কেউ। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র উদ্যোগী হয়ে প্রাণী চিকিৎসকদের সহায়তায় ষাঁড়টিকে উদ্ধার করে থানায় আনেন।

থানাতেই তারপর ষাঁড়টির ক্ষতের অস্ত্রোপচার করা হয়। সেই থেকে গত প্রায় তিন মাস ধরে প্রাণীটির চিকিৎসা ও যত্ন করছেন থানার কর্মীরা। গঙ্গারামপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, ষাঁড়টি আগের তুলনায় অনেকটা সুস্থ এখন। গঙ্গারামপুর থানায় গেলে দেখা যাবে, গ্যারাজের একাংশজুড়ে মশারি টাঙিয়ে তার ভেতরে রাখা হয়েছে ভোলানাথকে।

নির্দিষ্ট সময় পরপর খাওয়ানো, স্নান করানো, ওষুধ দেওয়া, ক্ষত জায়গায় মলম লাগানো ইত্যাদির জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে। ভোলানাথের যত্নে ত্রুটি থাকছে কি না, খেয়াল রাখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। মাঝেমধ্যে তাঁরাও খাবার দিয়ে যাচ্ছেন। গত তিন মাসে ভোলানাথ থানার সকল কর্মীদের খুব আপন হয়ে গিয়েছে।

ষাঁড়টির দায়িত্বে থাকা এক সিভিক ভলান্টিয়ারের কথায়, 'ষাঁড়টিকে থানায় আনার পর প্রথমদিকে ওষুধ দেওয়া, খাওয়ানো কিংবা স্নান করানো দূরের কথা, ওর ধারেকাছে যাওয়া যেতে পারতাম না।' আরেক সিভিক ভলান্টিয়ারের কথায়, 'ধীরে ধীরে ষাঁড়টি আমাদের চিনতে শুরু করে। তখন থেকে আর অসুবিধে হয়নি। এখন আমরা পালা করে ভোলানাথকে খেতে দিই, স্নান করাই ও ওষুধ দিই।'

দীর্ঘদিন ধরে যত্নআত্তি করে ষাঁড়টির ওপর মায়া পড়ে গিয়েছে সকলের। রোজ থানায় এসে ভোলানাথকে না দেখলে তাঁদের ভালো লাগে না। অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আধিকারিক ব্রতীন চক্রবর্তী বলেন, 'যে হাতে অপরাধীদের ধরে এনে হাজতে ভরে, সেই হাতে পুলিশ এক আহত ষাঁড়কে উদ্ধার করে তিন মাস ধরে চিকিৎসা ও যত্ন করছে। এজন্য গঙ্গারামপুর থানার পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের সাধুবাদ জানাই।' এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য পুলিশকর্মীরা মানবিকতার পরিচয় দেবেন বলে আশা করছেন তিনি। হিলি গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক অভিজিৎ সরকারের কথায়, 'বর্তমান যুগে যখন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও মমতা হারিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় প্রাণীর প্রতি এরকম টান অনুপ্রেরণা জোগায়।' তাঁর মতে, 'আমাদের সকলের কর্তব্য, প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।' গঙ্গারামপুরের পুলিশ বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করল সন্দেহ নেই।

গঙ্গারামপুর থানায় যত্নে রয়েছে অসুস্থ ষাঁড়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সংসদীয় রীতির বিপরীত

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত ও সন্ত্রাস বিরোধিতায় নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছে দেশে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘদিন পর এই প্রথম বলা যেতে পারে। সেই সংহতির জোরে কেন্দ্রীয় সরকার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের অবস্থান তুলে ধরতে প্রতিনিধিদল পাঠাবে ঠিক করেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের এই ঐক্যবদ্ধ চেহারাটা তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এই উদ্যোগ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও শানিত করে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ।

গোল বেধেছে ভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্য প্রতিনিধিদল গঠন নিয়ে। যে কায়দায় দল তৈরি করা হয়েছে, তা কর্তৃত্ববাদের প্রকাশ। সেখানে ঐকমত্যের কোনও চেষ্টাই করা হয়নি বলা চলে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আপন খেয়াল ও নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি বাছাই করেছে। কোনও দলের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেনি বা কোনও প্রস্তাব কেউ দিয়ে থাকলেও তা অগ্রাহ্য করেছে।

যেমন কংগ্রেসের দাবি যদি সত্যি হয়, তাহলে স্পষ্ট যে, তাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব চেয়েও দল গঠনের সময় সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে কেন্দ্র। ওই দলে শামিল করার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাবিত চারজন সাংসদের নাম বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ঘোষিত দলে শশী থারুরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা না বলে ইউসুফ পাঠানকে ওই দলে শামিল করেছে কেন্দ্র। শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে।

পাকিস্তান ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় পাশে দাঁড়িয়েছে বলে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার আর দরকার নেই মনে করাটা শুধু ভুল নয়, যে উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দেশে দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে তার পরিপন্থী। প্রতিনিধিদল গঠনেই যদি ঐকমত্য না থাকে, তবে বিদেশে গিয়ে দেশের ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরা কঠিন। তাছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের সঙ্গে সবক্ষেত্রে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও বটে।

দলীয় প্রতিনিধি বাছাইয়ের ভার সংশ্লিষ্ট পক্ষের ওপর ছেড়ে দেওয়া হত সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সাযুজ্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তাছাড়া এতে শাসক শিবিরের সঙ্গে বিরোধীদের বোঝাপড়া, সমন্বয় এবং একতা অনেক বেশি মজবুত হতে পারত। তাছাড়া যে কোনও দলের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্বাচন সেই দলের নেতৃত্বের এক্তিয়ারে থাকা উচিত। সেটা সব দলের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনের মধ্যে পড়ে। অন্যথায় দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দুর্ভাগ্যজনক হল, বিরোধীদের পাশে পেয়েও কেন্দ্রীয় সরকার সহমতের ভিত্তিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বাছাইয়ের পথে হাঁটেনি। এই কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ নিয়ে তাই সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট যে, বিপক্ষ শিবিরকে দুর্বল করার মতলব কাজ করেছে এমন কর্তৃত্ববাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে। একথা সবারই জানা যে তিরুবন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শশীকে বাছাই করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরের সমস্যাকে খুঁচিয়ে দেওয়া হল।

যে কোনও দলে অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকতেই পারে। তা মোকাবিলা করবে সেই দলই। বাইরে থেকে অন্য কেউ তাতে নাক গলাতে যাওয়া মানে পেছনে ভিন্ন অভিসন্ধি আছে। সেই অভিসন্ধি নিয়ে চললে দলগুলির মধ্যে তিক্ততা অবশ্যম্ভাবী। এরকম কোনও বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারই প্রথম করল, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মনোনয়নে বারবার প্রধান বিরোধী দলের সুপারিশ উপেক্ষা করেছে তৃণমূল সরকার।

তৃণমূল জমানায় অতীতে প্রধান বিরোধী দল ছিল কংগ্রেস। তখন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে মানস ভুঁইয়াকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির প্রধান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিজেপি বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম ওই পদে প্রস্তাব করলেও তা মানা হয়নি। বদলে প্রথমে মুকুল রায়, পরে সুমন কাঞ্জিলালকে মনোনীত করা হয়েছে। এসব কোনও পদক্ষেপই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিসম্মত নয়।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে- 'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।' অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ। তাই এই সন্তোষ একটি মহান গুণ বলে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শুধু বিরিয়ানি? শুধু একদিনের পরীক্ষা?

বিরিয়ানির মতো চাইনিজ, বাঙালি, উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণী খাবার তৈরিতেও স্বাস্থ্যকর দিক দেখা হয় না শিলিগুড়িতে।

রম্যাণী গোস্বামী

কলেজের সিক্সথ সিমেস্টারের পড়ুয়াদের ছিমছাম ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রছাত্রীরা হাসিমুখে ডিপার্টমেন্টের টিচারদের হাতে বিরিয়ানির প্যাকেটগুলো তুলে দিচ্ছিল। বেলা চারটে। তাই খিদেটাও পেয়েছিল জব্বর। কিন্তু প্যাকেট খুলে গরম গরম খাবারটা মুখে তোলার আগেই দুম করে পোড়ামুখো মন কু ডাকল – এও 'কমোড বিরিয়ানি' নয়তো!

ভেবেই পেটের ভিতরে অনিচ্ছার গুড়গুড়। গুটিয়ে এল হাত। প্যাকেট দিচ্ছিল যে ছাত্রটি, সে আমার কোঁচকানো ভুরু দেখে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একগাল হেসে বলল, একদম ফার্স্টক্লাস জায়গা থেকে আনা ম্যাডাম। ভয় পাবেন না।

কথাটা শুনেই ওকে বলতে ইচ্ছে হল, 'ফার্স্টক্লাস জায়গা'? বটে? তুমি নিজে ওদের হেঁশেলে ঢুকে দেখেছ কিনা? তারপরই মনে হল, চারপাশে এই যে এত শয়ে-শয়ে খাবারের দোকান – এগরোল, মোমো, চপ, চাউমিনের ছড়াছড়ি- তার ক'টার হেঁশেলে খোদ আমি ঢুকে দেখেছি? উঁকি দেওয়ার অবকাশ বা সুযোগ কোনওটাই কি রয়েছে? মাত্র কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্রে জনপ্রিয় একটি রেস্টুরেন্টে আচমকা হানা দিয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আধিকারিকের দল যা দেখলেন, তাতে শোরগোল পড়ে গেল শহরের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। তবে কি এতদিন আমরা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলাম?

গত পাঁচ বছরে বাঘা যতীন পার্ক, কলেজ পাড়া, হিলকার্ট রোড, এসএফ রোড, সেবক রোড, বিধান মার্কেট, ভিড়ে ঠাসা হংকং মার্কেটের ভিতরে ও বিভিন্ন শপিং মলের বাইরে রাস্তায় গজিয়ে উঠেছে ছোট বড় অসংখ্য রেস্তোরাঁ, ক্যাফে আর স্ট্রিট ফুডের স্টল। তাদের মধ্যে কজনের কাছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত লাইসেন্সটি রয়েছে সেটা কারও জানা নেই। 'ফুড সেফটি' আর 'হাইজিন স্ট্যান্ডার্ড' এই দুটো শব্দকে অবহেলায় উড়িয়ে দিয়ে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সস্তায় ও সুলভে পাওয়া যাচ্ছে জিভে জল আনা রংচঙে সব খাবার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সবজি, মাংস ইত্যাদি কাটা-ধোয়া, বাছাই ও রান্না চলছে। লোভনীয় চিকেন তন্দুরির ওপরে ক্রমাগত উড়ে এসে বসছে মাছি। রাস্তার ধুলোবালির আস্তরণ গিয়ে জমছে চিজ স্যান্ডউইচের গায়ে। হাইড্রেনের ধারে একটামাত্র গামলার জলে চায়ের কাপপ্লেট, খাবারের এঁটো থালা চুবিয়ে রেখে সেগুলো সেখানেই মাজাধোয়া চলছে। কারও কোনও তাপউত্তাপ নেই!

অথচ বাইরে থেকে শহরের কলেজগুলোয় পড়তে আসা মেস করে থাকা এবং লোকাল স্টুডেন্ট উভয়ের ভিড় উপচে পড়ে এইসব দোকানগুলোর গায়েই। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর, টিউশন সেরে ফেরার পথে। কেউ কেউ আবার রাতের জন্য রুটি-তরকা কিংবা এগ চাউমিন অথবা চিকেন বিরিয়ানি প্যাক করে নেয় এখান থেকেই। পকেটে টান। তাই এরাই তো ভরসা। এভাবেই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা নিজেদের অজান্তেই তাদের শরীরে ঢুকিয়ে ফেলছে নানা ধরনের ক্ষতিকর রোগজীবাণু।

বিরিয়ানিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম রঙে সিসার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে অনেক আগেই। তাছাড়াও বিরিয়ানি বা ফ্রায়েড রাইসে নির্বিচারে ভেজাল মশলা দেওয়া, মোমো, বার্গার, পিৎজায় দেদার বাসি ময়দা ও বাসি চিকেনের ব্যবহার, স্বাদ বাড়ানোর জন্য চাউমিনে মাত্রাতিরিক্ত আজিনামোটোর প্রয়োগ ডেকে আনছে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার মতো মারাত্মক জিনিসকে। শুধু একদিনের পরীক্ষায় কী হবে? এমন পরীক্ষা নিয়মিত হওয়া উচিত। সব খাবার নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। শহরের এক কলেজে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা নিতে গিয়েছি এক্সটারনাল এগজামিনার হিসেবে। একজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে এসেই প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়ল। বমি, পেটে ব্যথা, সমস্ত শরীরে খিঁচুনি। পরে জানা গেল যা সন্দেহ করেছি তাই। সে কলেজের কাছেই একটি মেস ভাড়া করে থাকে। গতরাতে গলির মোড়ের এক সস্তার দোকান থেকে ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন কিনে খেয়েছিল। সেটা খেয়েই তার এই হাল। তাই বলে ভালো বিক্রেতা কি নেই?

এই তো, পালপাড়া মোড়ের কাছে একজন বৌদি বসেন মোমো-চাউমিন নিয়ে। নির্ভেজাল ঘরোয়া মশলা। পরিষ্কার-পরিপাটি। খুব বেশি বিক্রিও করেন না। দিনের খরচটা উঠে গেলেই, ব্যস। আসলে সমস্যা ঘটায় কিছু ব্যবসায়ীর সীমাহীন লোভ এবং কিছু ক্রেতার সঠিক দামের বদলে সস্তার জিনিস কেনার প্রবণতা। অনেক ক্ষেত্রেই কোয়ালিটি ফুড দিতে গেলে তার দামও বাড়বে। ক্রেতা তখন অরাজি হলে চলবে কীভাবে?

আর এ তো গেল অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা সস্তার হোটেলের কথা। কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সধারী দামি রেস্তোরাঁগুলোকেও কি পুরোপুরি ভরসা করা যায়? সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারা যায় শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার জোগান দেওয়া বড় ছোট কেটারিং সংস্থাগুলোকে? হয়তো না। তাহলে অনলাইনে নিজের জন্মদিনের কেক অর্ডার করে তা খেয়ে মৃত্যু ঘটত না কিশোরীর। এক নামী রেস্টুরেন্টে চিকেনের পদ খেয়ে পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে দেখা যেত না কোনও তরুণকে। এমনকি একটি মহার্ঘ এক্সপ্রেস ট্রেনে জার্নি করার সময় সেখানকার খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তেন না প্রায় তিরিশজন যাত্রী।

খাবারের পাশাপাশি পানীয়ের কথাতে আসা যাক। গরম বাড়তেই রাস্তায় রাস্তায় শরবত, আখের রস, কাটা ফলের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন দোকানিরা। ঠান্ডা লস্যি, মিল্ক শেক, নানা রঙের মোহিতো ইত্যাদি বিকোচ্ছে দোকানে দোকানে। এইসব ক্ষেত্রে কী ধরনের জল ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই জলের উৎসই বা কী, কেউ জানে না। কাটা ফলে ব্যাকটিরিয়া খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে আর দূষিত জল বহু রোগের কারণ। ঠিক এক বছর আগে মে মাসেই এই শহর অভূতপূর্ব জলসংকটে পড়েছিল। শিলিগুড়ি পুরসভার জলে দূষণের মাত্রা হয়ে গিয়েছিল লাগামছাড়া। মোদ্দা কথা পানের একেবারেই অযোগ্য। তা না জেনেই পাড়ায় পাড়ায় লোকে সেই জল পান করেছেন লাগাতার। মহানন্দার জলেও অজস্র ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান মিলেছে। তাই সিলড বোতলে যে পানীয় জল শহরের দোকানগুলোয় নিয়মিত হারে বিক্রি হয় তাদের মান সম্পর্কে কিছু সংশয় থেকেই যায়।

কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন এত বাড়াবাড়ির কী আছে? সকলেই তো খাচ্ছে। সবাই তো আর অসুস্থ হয়ে পড়ছে না! তাঁরা লক্ষ্য করে দেখবেন কী হারে পেটের অসুখ, গ্যাস্ট্রিক আলসার ছড়িয়ে পড়েছে জনসমাজে। বেড়েছে টাইপ-টু ডায়াবিটিসের মতো ব্যাধি। তাই এর সমাধানসূত্র খোঁজা দরকার। স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়মিত হস্তক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজন শহরের সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতাও। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তেলমশলা, রং দিয়ে খাবারকে চটকদার বানিয়ে তুললে সেই খাবার কিনতে অস্বীকার করুন। অপরিচ্ছন্নভাবে খাবার পরিবেশন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরত দিন।

শিলিগুড়ির ফুড ব্লগাররাও সোচ্চার হোন প্রতিবাদে। ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে ওঠা খাবারের দোকানগুলো ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড না মেনে চললে তাদের কাছ থেকে চড়া ফাইন নেওয়া অন্যতম উপায় যা স্বাস্থ্য দপ্তর চালু করতেই পারে। এভাবে একের পর এক অভিযান চালিয়ে গেলে আশা করা যায় সমস্যাগুলো অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। রেস্তোরাঁর পানীয় জলের ফিল্টারগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় কি না সেটা দেখা দরকার। একইসঙ্গে খাবারের দোকানে বসবার জায়গার পাশাপাশি ওয়াশরুমগুলোর হাইজিনও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে শুধু শিলিগুড়িতে নয়, অনেক জায়গাতেই বিষয়টি ভয়ংকরভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

ক'দিন আগেই রাতের বাসে কলকাতা থেকে ফিরছি। রাতে একটিই স্টপ কৃষ্ণনগরে। নেক্সট স্টপ ভোরে ডালখোলায় রমরমিয়ে চলা একটি ধাবায়। সেখানে লেডিজ ওয়াশরুমের অবস্থা দেখে আমি স্তম্ভিত! অথচ দিনের পর দিন এভাবেই চলছে।

সাধারণ নাগরিক হিসেবে নিজের গ্রিভান্সেস যথাযথ জায়গায় জানিয়ে তারপর গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। অধ্যাপক ও সাহিত্যিক)

আজ

১৯৩২

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল।

১৯২৩

আজকের দিনে জন্মেছিলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম।

আলোচিত

আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আমরা মানতে বাধ্য। কিন্তু কারও মাইনে বন্ধ হয়নি। গ্রুপ-সি, ডি কর্মীদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে। অথচ আন্দোলনে শিক্ষকদের থেকে বহিরাগত বেশি। যারা উসকানি দিচ্ছে, তারাই ওদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। নাটের গুরুরা স্বার্থরক্ষার গুরু হয়ে গেলে মুশকিল।

– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দিল্লি থেকে পাটনাগামী এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে যাত্রীরা কয়েক ঘণ্টা ভিতরেই আটকে থাকলেন। এই সময়ে ভিতরে এসি না চলায় তাঁদের ভোগান্তির একশেষ হয়। আরজেডি'র মুখপাত্র ঋষি মিশ্রের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোডের পরই ভাইরাল।

ভাইরাল/২

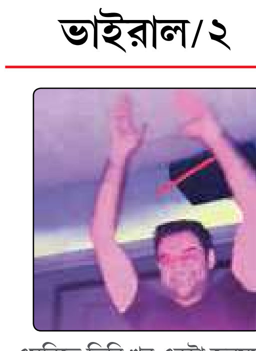

এমনিতে তিনি খুব একটা জনসমক্ষে আসেন না। সেই অভিনেতা অভয় দেওলকে গুরুগ্রামের একটি নাইট ক্লাবে ডিজে'র ভূমিকায় দেখে সবাই স্তম্ভিত। সেই দৃশ্য মোবাইলবন্দি হয়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেয়নি। ফ্যানরা আপ্লুত।

জনমন জনমত

বাদ পড়েছে পুলিশের ভালো খবর

পুলিশের অপকর্ম যথার্থভাবে বিভিন্ন পত্রিকার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতে তুলে ধরা হচ্ছে। হওয়াও উচিত। বিশেষ করে পুলিশের ভালো কাজের বিষয়গুলি পত্রিকা বা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশিত হলে সৎ পুলিশকর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উৎসাহ পাবেন। কিন্তু এমনই একটি ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদের ৪৬তম জন্মদিনে উপেক্ষিত হওয়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছি।

রবিবার রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরের জাতীয় সড়কে ট্রাফিক ওসি বাপ্পা সাহা বিষপান করা এক টোটোচালককে অন্যের স্কুটিতে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছান। সেই স্কুটিটি ছিল পানিকৌরি অঞ্চলের প্রধান পাপিয়া সরকারের। তিনি ওই স্কুটি করে বাড়ি ফেরার সময় ট্রাফিক ওসি স্কুটি থামিয়ে ওই টোটোচালককে নিয়ে রাজগঞ্জ মগরাডাঙ্গি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রাফিক ওসির এই মানবিকতায় সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। অথচ সংবাদটি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হল না, যা খুবই দুঃখজনক।

অয়ন দাস
মালিপাড়া, রাজগঞ্জ।

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গবাসী হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের জন্য গর্ববোধ করি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের ৪৬তম জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। খবরে ঠাসা এই পত্রিকা বরবারই আত্মার আত্মীয়। দেশ-বিদেশ তো বটেই, এত প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবরও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়, যা অন্য কাগজে বিরল।

একাধিক পাতায় আকর্ষণীয় ছবি থেকে রংদার রোববারে উঠতি লেখকদের অভিনব লেখা সত্যিই নজর কাড়ে। সেইসঙ্গে শিশু কিশোর আসর পাতাটি নতুন করে শুরু করায় আরও ভালো লাগছে। বড়দের পাশাপাশি ছোটদেরও এভাবে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে একমাত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদই পারে। এছাড়া খেলার পাতা তো অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। সম্প্রতি চালু হওয়া মধ্যবিত্তের ঘরকন্না বিভাগটি মহিলাদের ভালো থাকার রসদ জোগায়। তবে এই বিভাগ সহ খোলা জানালার মতো বিভাগ নিয়মিত

প্রকাশিত হলে বেশ ভালো হয়। সবমিলিয়ে এই পত্রিকার আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রাবণী মিত্র, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরে কৃষি বিপ্লব ভুট্টার হাত ধরে

কলম্বোয় আন্তর্জাতিক কৃষি সম্মেলনে আলোচনায় আসে উত্তরবঙ্গের ভুট্টাকে কেন্দ্র করে কৃষি আন্দোলনের নয়া দিগন্ত।

ময়ুখ ভট্টাচার্য্য

এক নীরব বিপ্লব যেন। মাঠপর্যায়ে কাজ করা কর্মী হিসেবে উত্তরবঙ্গের ভুট্টা চাষের অভূতপূর্ব উত্থান দেখেছি খুব কাছ থেকে। গবেষণাকালে, 'ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট অন বেবি কর্ন' নিয়ে কাজের সময়, পশ্চিমবঙ্গের নতুন পলিযুক্ত এলাকার মাটি ও জলবায়ুর সঙ্গে ভুট্টা তথা বেবি কর্নের ফলন ও গুণমানের সম্পর্কে খোঁজখবর করি। সেই গবেষণায় আমরা দেখতে পাই, পরিমিত জৈব ও অজৈব পুষ্টির সুষম প্রয়োগে বেবি কর্নের ফলনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

গবেষণার পাশাপাশি কৃষক জরিপ করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে লাটাগুড়ি, সিঙ্গিমারি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়িতে বহু কৃষকের সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা বলেছিলেন, মাত্র কয়েক বছর আগে যেখানে রবিশস্য মানেই ছিল গম, আলু কিংবা সর্ষে- সেখানে এখন অধিকাংশ জমিতেই ভুট্টা দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূল কারণ : কম সেচ, কম পরিশ্রম, রোগবালাই কম এবং নিশ্চিত বাজার।

অনেক কৃষক বলতেন, ভুট্টা কাটার পরপরই পাইকারি বিক্রেতারা মাঠে এসে তুলে নিয়ে যান। স্থানীয় পোলট্রি ও পশুখাদ্য কারখানায় ভুট্টার ব্যাপক চাহিদা থাকায় ফসল বিক্রি নিয়ে চিন্তা থাকে না। চুক্তিভিত্তিক কৃষির মাধ্যমে অনেকে আগেভাগেই ফসলের মূল্য ঠিক করে ফেলেন। এর পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিও কৃষকদের উন্নত বীজ, সুষম সার ব্যবস্থাপনা এবং আইপিএম প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষিকে সহজ ও লাভজনক করে তুলছে।

নতুন কৃষি গণনার (২০২১-২২) তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে ভুট্টা চাষের আওতাভুক্ত জমির ৬৫ হাজার হেক্টরেরও বেশি, যার মধ্যে উত্তরবঙ্গে (বিশেষত জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ও কোচবিহার) প্রায় ৪০% জমিতে ভুট্টা চাষ হয়। রাজ্যে ভুট্টা উৎপাদন ৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গিয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তরবঙ্গ থেকে। পাঁচ বছরে ভুট্টার গড় ফলন ৪.৫ টন/হেক্টর থেকে বেড়ে ৫.৮ টন/হেক্টর হয়েছে, যা আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, উন্নতজাত এবং পুষ্টি ব্যবস্থাপনার সুফলের প্রতিফলন। রাজ্যের প্রায় ৭৫% ভুট্টা পোলট্রি ও পশুখাদ্য শিল্পে ব্যবহৃত, যার বাজারমূল্য বছরে ৮০০ কোটি টাকারও বেশি। ভুট্টা এখন শুধু খাদ্য নয় বরং কৃষি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।

২০২৩ সালে যখন মালয়েশিয়ায় লিংকন ইউনিভার্সিটি কলেজে শিক্ষকতা করছিলাম, সেই সময়ে ক্যামেরন হাইল্যান্ডস অঞ্চলে কৃষি গবেষণা ভ্রমণে অংশ নিই। আশ্চর্যজনকভাবে, এই উচ্চভূমির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সমতল তরাই অঞ্চলের (বিশেষত ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির) জলবায়ু ও চাষ পদ্ধতির অনেক মিল। সেখানে যেমন সুইট কর্ন চাষ উচ্চ দামে বিক্রি ও পর্যটন ভিত্তিক কৃষিতে গুরুত্ব পাচ্ছে, উত্তরবঙ্গেও বেবি কর্ন বাণিজ্যিক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলছে।

এই গবেষণা ও মাঠ পর্যবেক্ষণের সারাংশ নিয়েই শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় জাতীয় উদ্ভিদনির্ভর ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে শ্রীলঙ্কা সরকারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে আমার দায়িত্ব ভুট্টা চাষে কৃষক-ভিত্তিক সাফল্য তুলে ধরা। কীভাবে একটি অঞ্চলের মাটি, মানুষ ও বাজার একত্রে একটি ফসলকে আন্দোলনে পরিণত করতে পারে, সেটা দেখানো।

ভুট্টা এখন শুধু একটি ফসল নয় বরং উত্তরবঙ্গের কৃষির পুনর্জাগরণ। সরকারের উচিত গতি বজায় রাখতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র, সংরক্ষণ সুবিধা ও সরাসরি বাজার সংযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া। তবেই এই ভুট্টা বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হবে।

(লেখক কৃষি গবেষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। সক্রন্দন হইচই ৩। জড়ত্ব, আড়ষ্টতা, আচ্ছন্নভাব, ঘোর ৫। দুর্জয়, সাহস, ভয়ের সম্পূর্ণ অভাব ৬। প্রাচীন ভারতের প্রচলিত অব্দবিশেষ ৭। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদী, বাংলাদেশের নদীবিশেষ, যমের বোন ৯। মন্দ বা অসৎ পরামর্শ, কুপরামর্শ ১২। স্নেহ, মায়া, অসক্তি, আপন বলে ভাবা ১৩। অন্যকর্ম, অন্যকাজ।

উপর-নীচ : ১। অতি লোভাতুর প্রত্যাশা, দীর্ঘ প্রত্যাশা, অনুশোচনা ২। উদাসীন, আসক্তিহীন, বিষণ্ণ উন্মনা ৩। নাচগান ইত্যাদির আসর বা বৈঠক ৪। ভেলা ৫। বছর, সাল, মেঘ বা পর্বত ৭। কীর্তি, খ্যাতি ৮। অন্য নাম, পার্থক্য কেবল নামেই ৯। শেষ, মৃত্যুকালীন ১০। কন্যা, নন্দিনী ১১। গর্ব, অহংকার।

সমাধান ■ ৪১৪৩

পাশাপাশি : ১। প্রলাপ ৪। রেজকি ৫। জুন ৭। হদিশ ৮। নিত্যকাল ৯। দস্তাবেজ ১১। মরজি ১৩। জতু ১৪। পলকা ১৫। ইয়ার।

উপর-নীচ : ১। প্রসহ ২। পরেশ ৩। বিকিকিনি ৬। নওল ৯। দরাজ ১০। জনপদ ১১। মকাই ১২। জিগির।

বিন্দুবিসর্গ

পাক, মার্কিন তত্ত্বে আপত্তি ভারতের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : পহলগামে ২২ এপ্রিলের জঙ্গি হামলার জবাবে ভারতের ‘সাহসী ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া’ হল অপারেশন সিঁদুর। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার জবাবি হামলার সঙ্গে আমেরিকার কোনও সম্পর্ক নেই। পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে নিখুঁত হামলা চালিয়ে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা এবং ইসলামাবাদের ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন আক্রমণ ব্যর্থ করে দেওয়া, সবটাই ছিল ভারতের নিজস্ব সামরিক কৌশলের অঙ্গ। সোমবার সন্ধ্যায় বিদেশনীতি সংক্রান্ত সংসদের স্থায়ী কমিটিকে একথা জানিয়েছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে ভারতের তরফে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে পাকিস্তান যে প্রচার করছে, তাও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, অপারেশন সিঁদুরে আমেরিকার কোনও ভূমিকাই ছিল না। বরং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভখণ্ডে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ায় ইসলামাবাদ কৌশলগত ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে লাহোরের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১০ মে বিকালে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস ফোন করে সংঘর্ষ বিরতির অনুরোধ জানান।

সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা স্থায়ী কমিটির বৈঠকে

বিক্রম মিস্রি কমিটিকে আরও জানিয়েছেন, চলতি সংঘর্ষ বিরতির কোনও সময়সীমা নেই। ইসলামাবাদ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে দিল্লিও তা পালন করবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তাঁর মধ্যস্থতাতেই

> অপারেশন সিঁদুরে আমেরিকার কোনও ভূমিকাই ছিল না। বরং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ায় ইসলামাবাদ কৌশলগত ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে লাহোরের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমানঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নাকি ভারত ও পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে। সেই দাবিও পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে ভারত। দু’দেশের ডিজিএমওদের আলোচনা ও সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্তের কোনও স্তরে আমেরিকার ভূমিকা ছিল না। যাবতীয় রেকর্ডে তার প্রমাণ রয়েছে।

কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারত-পাক সাম্প্রতিক সংঘাত প্রচলিত যুদ্ধের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানের তরফে পরমাণু হুমকি আসেনি। জানা গিয়েছে, কমিটির বৈঠকে বিরোধীরা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, ভারত হামলার আগে পাকিস্তানকে কোনও বার্তা পাঠিয়ে ছিল কি না? বিদেশসচিব জানান, হামলার পরে পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল যে, এটি একটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান। এছাড়া কোনও সামরিক পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে বলে দাবি মিস্রির।

কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেন, ‘এই ধরনের সাহসী ও স্পষ্ট কূটনৈতিক অবস্থান আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে।’ তৃণমূলের তরফে এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ‘সংসদ সদস্য নয়, শহিদদের পরিবার বা অপারেশন সিঁদুরের বীর সেনানীদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে বিদেশে পাঠানো হোক।’ তিনি আরও বলেন, ‘সংসদীয় প্রতিনিধি দল গঠনের বিষয়ে কেন্দ্র একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।... এখনও পর্যন্ত আমাদের দলের চেয়ারপার্সনকে কেউ কিছু জানায়নি। তাহলে কেন বলা হচ্ছে যে তৃণমূলকে জানানো হয়েছে?’

মন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনায় কটাক্ষ, বিদেশির নাগরিকত্ব নিয়ে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

‘কুমিরের কান্না কেঁদে লাভ নেই’

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিক কর্নেল সোফিয়া কুরেশির উদ্দেশে কুকথা বলার জন্য মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুঁয়র বিজয় শাহকে আরও একদফা ভর্ৎসনা করল শীর্ষ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে বলেছে, ‘কুমিরের কান্না কেঁদে লাভ নেই। ক্ষমা চাইলেও হবে না। আপনার মন্তব্যের জন্য গোটা জাতি লজ্জিত। এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে।’

সোফিয়াকে ‘সন্ত্রাসবাদীদের বোন’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিজয়। সেই মন্তব্য নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়, যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বেগতিক বুঝে মন্ত্রী ক্ষমাও চেয়ে নেন। কিন্তু আদালত তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, অনেকেই আইনের হাত থেকে বাঁচতে ‘কুমিরের কান্না’ কেঁদে থাকেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রী যেভাবে ক্ষমা চেয়েছেন, তা ‘আন্তরিক’ বলে মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, আদালতের নির্দেশ মেনে ‘অনিচ্ছা সত্ত্বেও’ ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।

সোমবার দুই বিচারপতির বেঞ্চ মন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, ‘এটা কী ধরনের ক্ষমাপ্রার্থনা? ক্ষমা চাওয়ার তো একটা ধরন থাকে। মাঝেমাঝে মানুষ আইনি প্রক্রিয়া এড়াতে বিনয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে যায়। আপনার এই ক্ষমা চাওয়ার ধরন মোটেই ঠিক নয়। আপনি দেখাতে চাইছেন, আদালত আপনাকে ক্ষমা চাইতে বলেছে। তাই আপনি তা করেছেন। আপনি নিজের মন্তব্যের জন্য দুঃখিত বা লজ্জিত কোনওটাই নন। আপনার

এই ক্ষমা চাওয়ার কোনও অর্থই নেই। আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা আমরা গ্রহণ করছি না।’

সোফিয়ার উদ্দেশে কটু মন্তব্যের জন্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে তা জানতে চেয়েছে আদালত। পুলিশের কাছেও তদন্তের অবস্থা জানতে চাওয়া হয়েছে। পুলিশকে মঙ্গলবারের (২০ মে) মধ্যে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করতে বলা হয়েছে। ওই দলে এক মহিলা অফিসার সহ তিনজন আইপিএস পদমর্যাদার পুলিশকর্তাকে রাখতে হবে। সিটকে তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে ২৮ মে-র মধ্যে।

আদালত বিজয় শাহকে আপাতত গ্রেপ্তারের নির্দেশ না দিলেও তদন্তে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে তাঁকে।

ভারত ধর্মশালা নয়, উদ্বাস্তুদের ঠাঁই নেই

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়া সংক্রান্ত একটি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। ভারতে থাকার অনুমতি চেয়ে শ্রীলঙ্কার এক তামিল নাগরিকের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, ‘ভারত কোনও ধর্মশালা নয় যে, সেখানে সারা বিশ্বের শরণার্থীদের জায়গা দেওয়া যাবে। আমরা নিজেরাই ১৪০ কোটির ভারে জেরবার।’

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। শরণার্থী ব্যক্তি ২০১৫ সালে লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)- র সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে এক আদালত তাকে ইউএপিএ আইনে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সাজা দেয়। পরে ২০২২ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট সেই সাজা কমিয়ে ৭ বছর করে এবং নির্দেশ দেয় যে, সাজা শেষ হলে তাঁকে দেশ ছাড়তে হবে। তার আগে পর্যন্ত তাঁকে শরণার্থী শিবিরে থাকতে হবে।

নিজের আবেদনে শীর্ষ আদালতে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি বৈধ ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন এবং শ্রীলঙ্কায় তাঁর প্রাণহানির

> ভারত কোনও ধর্মশালা নয় যে, সেখানে সারা বিশ্বের শরণার্থীদের জায়গা দেওয়া যাবে। আমরা নিজেরাই ১৪০ কোটির ভারে জেরবার।
>
> **দীপঙ্কর দত্ত, কে *বিনোদ চন্দ্রন***
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা ভারতে রয়েছেন এবং তিন বছর ধরে তাঁকে আটক রাখা হয়েছে। অথচ এখনও তাঁকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

এই প্রেক্ষিতে বিচারপতি দত্ত বলেন, ‘ভারত কি সারা বিশ্বের শরণার্থীদের জন্য জায়গা করে দেবে? আমরা নিজেরাই ১৪০ কোটির বোঝা বইছি। এটা কোনও ধর্মশালা নয় যে সবাইকে জায়গা দেব।’ শ্রীলঙ্কায় ফিরলে আবেদনকারীর প্রাণশঙ্কা প্রসঙ্গে আদালতের পরামর্শ, ‘তাহলে অন্য কোনও দেশে যান।’

‘স্বর্ণমন্দিরে ক্ষেপণাস্ত্র হানা রুখেছে ভারত’

অমৃতসর, ১৯ মে : মে মাসের আট তারিখে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির নিশানা করে পাক সেনা মুড়িমুড়কির মতো মুহুর্মুহু ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল। চালিয়েছিল অসংখ্য ড্রোন। কিন্তু কাজে লাগেনি। মাঝপথেই সে সমস্ত চুরমার করে দিয়েছে ভারতের আকাশ প্রতিরোধী ব্যবস্থা। সেদিন ভারতীয় সেনার তরফে পাক হামলা প্রতিহত করার বিশদ বিবরণ সহ ভিডিও সোমবার প্রকাশ করেছে সেনাবাহিনী। তাতেই দেখা গিয়েছে পাকিস্তানের বিধ্বস্ত অবস্থা।

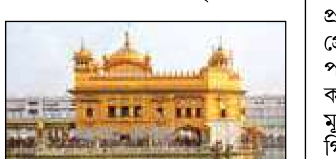

ভারতীয় সেনার ১৫তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং পদে থাকা মেজর জেনারেল কার্তিক সি শেষাদ্রি বলেছেন, ‘আমরা জানতাম পাকিস্তান স্বর্ণমন্দিরের মতো ধর্মীয় স্থানে হামলা চালাবে। সেনাঘাঁটির পাশাপাশি বসতি এলাকাতেও আক্রমণ হানবে।’ সেজন্য সেনা প্রস্তুত ছিল। পাকিস্তান কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। শেষাদ্রি এও বলেছেন, ‘আমরা স্বর্ণমন্দিরকে রক্ষা করতে অতিরিক্ত অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাতার মতো বিছিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, অতিরিক্ত আধুনিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সংগ্রহে আছে।’ পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি বুঝে ফেলে ভারত যে দস্তুর মতো প্রস্তুত ছিল, ভিডিও তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৯ মে : আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অশীতিপর জো বাইডেন প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত। শুক্রবার শারীরিক পরীক্ষার পর তাঁর মূত্রাশয়ে ক্যানসার ধরা পড়ে। রোগ অত্যন্ত ‘আগ্রাসী’ পর্যায়ে রয়েছে বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। রবিবার একটি বিবৃতি জারি করে এ কথা জানিয়েছে বাইডেনের দপ্তর। শুরু হয়েছে চিকিৎসা।

গত কয়েকদিন ধরে প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছিল প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের। চিকিৎসকরা নির্দিষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষা করে প্রস্টেট ক্যানসার সম্পর্কে নিশ্চিত হন। মূত্রাশয় থেকে ক্যানসার ছড়িয়ে গিয়েছে হাড় পর্যন্ত। বাইডেনের পরিবার চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘রোগ অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পর্যায়ে রয়েছে। তবে এই ক্যানসার হরমোন-সংবেদনশীল। ফলে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে।’

বাইডেনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ তাবড় রাষ্ট্রনেতারা।

সোমবার এক্স-এ পোস্ট করে মোদি লিখেছেন, ‘জো বাইডেনের অসুস্থতার খবর শুনে গভীর উদ্বেগের মধ্যে আছি। তাঁর দ্রুত ও সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য শুভকামনা জানাই। ড. জিল বাইডেন এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আমাদের

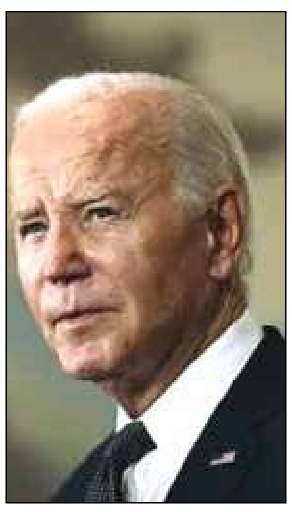

আন্তরিক সহানুভূতি রইল।’

অন্যদিকে বাইডেনের হাড়ে ছড়িয়ে পড়া ‘অ্যাডভান্সড প্রস্টেট ক্যানসার’ ধরা পড়ার পর চিকিৎসক মহল এবং সমাজমাধ্যমে আলোচনার ঝড় উঠেছে। এই রোগ কীভাবে এত অল্প সময়ে এতটা ছড়িয়ে পড়ল, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়ার বাইডেনের স্ত্রীকে নিশানা করে প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এত অগ্রসর স্তরের ক্যানসার কেন অনেক আগেই ড. জিলের চোখে পড়ল না? রোগ লক্ষণ ছাড়াই ক্যানসার কি এভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে? নাকি এটাও গোপন রাখার আর একটা চেষ্টা?’

তথ্য পাচারের অভিযোগ, ধৃত বেড়ে ১১

লখনউ, ১৯ মে : পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে শনিবার মোরাদাবাদ থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্কোয়াড (এটিএস)। ধৃত শেহজাদ রামপুর জেলার বাসিন্দা। একাধিকবার পাকিস্তানে যাওয়া শেহজাদ প্রসাধনী সামগ্রী, পোশাক, মশলা সহ বিভিন্ন পণ্যের অবৈধ আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানে জড়িত। ওই চক্রটিকে ভারত থেকে তথ্য পাচারের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগাত আইএসআই। এদিন হরিয়ানার নুহ থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এইনিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ৬২১০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির অভিযোগে ইউকো ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবোধকুমার গোয়েলকে গ্রেপ্তার করল ইডি। ১৬ মে আটক করা হলেও সোমবার এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ইডির অভিযোগ, ইউকো ব্যাংকের শীর্ষপদে থাকাকালীন সিএসপিএল (কনকাস্ট স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার)-কে নিয়ম ভেঙে ১৪০০ কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিপুল গয়না, স্থাবর সম্পত্তি এবং বহুমূল্য উপহার পেয়েছিলেন তিনি।

একটানা বৃষ্টিতে জল থইথই বেঙ্গালুরু। যাতায়াতে ট্র্যাক্টরই ভরসা। সোমবার।

সম্ভালে সমীক্ষায় সায় হাইকোর্টের

এলাহাবাদ, ১৯ মে : ‘বিতর্কিত সৌধ’ ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের ‘শাহি জামা মসজিদ বনাম হরিহর মন্দির মামলা’য় সোমবার পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষার নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। মসজিদ কমিটির দাবি উড়িয়ে এই বিষয়ে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছে।

সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি রোহিতরঞ্জন আগরওয়ালের একক বেঞ্চ মসজিদ কমিটির দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয়। গত বছর ২৪ নভেম্বর মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা চালাতে গিয়ে প্রবল হিংসার মুখে পড়ে অ্যাডভোকেট কমিশনের দল। মসজিদের সামনে জড়ো হওয়া জনতা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এরপরে সুপ্রিম কোর্ট মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়ে বলে, ‘হাইকোর্টে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।’ সোমবার হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট হল, সমীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ আর থাকছে না। মামলাটি আবার সম্ভালের জেলা আদালতে চলবে।

ট্রাম্পের ‘বড় সুন্দর’ বিলে চাপে ভারতীয়রা

ওয়াশিংটন, ১৯ মে : আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য আবার খারাপ খবর। মার্কিন কংগ্রেসের বাজেট কমিটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত আইন ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’-কে রবিবার গভীর রাতে অনুমোদন দিয়েছে। এই বিল অনুযায়ী, আমেরিকা থেকে দেশে টাকা পাঠানো আরও খরচসাপেক্ষ হয়ে পড়বে, বিশেষ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষদের জন্য।

কী আছে এই আইনে? এই আইনে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, অ-মার্কিন নাগরিকদের যেমন, যাঁরা এইচ-১বি বা অন্যান্য অস্থায়ী ভিসাধারী, এমনকি গ্রিনকার্ডধারীদেরও নিজের দেশে টাকা পাঠানোর সময় ৫ শতাংশ কর কেটে নেওয়া হবে। এর কোনও ন্যূনতম সীমা নেই, অর্থাৎ ছোট অঙ্কের টাকা পাঠালেও কর দিতে হবে। তবে যাঁরা আমেরিকার নাগরিক, তাঁদের ওপর এই কর প্রযোজ্য হবে না।

আমেরিকায় প্রায় ৪৫ লক্ষ ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ বাস করেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (মার্চ ২০২৪) একটি রিপোর্ট বলছে, ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে ভারতের কাছে মোট ১১,৮৭০ কোটি ডলার পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ২৮ শতাংশ বা ৩,২০০ কোটি ডলার এসেছে আমেরিকা থেকেই।

ট্রাম্পের প্রস্তাবমতো আইন হয়ে গেলে তার জেরে ভারতীয়দের বছরে ১৬০ কোটি ডলার (প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা) অতিরিক্ত দিতে হতে পারে। প্রস্তাবিত কর কাঠামো কেবল একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিনিয়োগ থেকে আয় বা শেয়ার বাজারের আয়ও করের আওতায় পড়বে। অর্থাৎ ওই আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ আমেরিকা থেকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ইঞ্জিনিয়ারের দেহ উদ্ধার

বেঙ্গালুরু, ১৯ মে : ফের আত্মহত্যা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। ৮ মে বেঙ্গালুরুর আগারা লেক এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ওলার তথ্যপ্রযুক্তি শাখা ক্রুট্রিমের ইঞ্জিনিয়ার নিখিল সোমবংশীর (২৫) দেহ। ঘটনাস্থল থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। পুলিশের অনুমান, নিখিল আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক পর সমাজমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। অভিযোগ উঠছে, কাজের পরিবেশ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যবহার নিয়ে।

জয়শংকরের নীরবতায় প্রশ্ন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : অপারেশন সিঁদুর অভিযানে লস্কর-ই-তৈবা এবং জৈশ-ই-মহম্মদের একাধিক ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে- বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে রাহুল গান্ধি সহ বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল ভারতীয় সেনার গোপন অপারেশনের কথা কি আগেই পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল? আর সেই তথ্য সরবরাহ করেছিল বিদেশমন্ত্রক? সোমবার বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যের একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ফের রাহুল গান্ধি বিদেশমন্ত্রীকে আক্রমণ শানালেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ‘সেনা অভিযানের কথা শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া তো অপরাধ। বিদেশমন্ত্রীকে এমন অপরাধ করার অধিকার কে দিয়েছে?’

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘বিদেশমন্ত্রীর এই নীরবতা নিন্দনীয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, অপারেশন সিঁদুরের কথা ফাঁস হওয়ায় ভারতের কয়টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে?’ রাহুলের পোস্ট করা ভিডিও ফুটেজে জয়শংকরকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘অভিযানের শুরুতেই আমরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হামলার কথা পাকিস্তানকে জানিয়েছিলাম। পাক সেনা বা তাদের সামরিক পরিকাঠামোকে নিশানা করা হবে না

সেনাদের কুর্নিশ... *সোমবার শ্রীনগরে সেনার গাড়ির সামনে বিজেপি কর্মীদের তিরঙ্গা যাত্রা।*

বলেও জানানো হয়েছিল।’

বিরোধী দলনেতার কথার রেশ ধরে সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, ‘আমাদের এটাও জানা দরকার যে আগে থেকে সতর্ক করার কারণেই জৈশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পেরেছিলেন কি না।’ দলের সাংসদ মণিকম ঠাকুর এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল যখন জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় উত্থাপন করে, তখন মন্ত্রীরা জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। তারপরেও বিদেশমন্ত্রক নীরব। এই নীরবতা গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। কেন পাকিস্তানকে আগে থেকে জানানো হয়েছিল?’

কংগ্রেসের অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি বিদেশমন্ত্রক। তাদের পালটা যুক্তি, বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে। বিজেপির মুখপাত্র তুহিন সিনহার দাবি, ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছেন রাহুল।

অবশেষে শর্তে রাজি মোহিনী মোহন

মুম্বই, ১৯ মে : রতন টাটার সঙ্গে ৬ দশকের বন্ধুত্ব। উইলে সেই বন্ধু মোহিনী মোহন দত্তর জন্য ৫৮৮ কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন প্রয়াত রতন টাটা। কিন্তু উইলের শর্ত মেনে ওই টাকা নিতে রাজি ছিলেন না মোহিনী মোহন। শেষপর্যন্ত অবশ্য নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটেছেন রতন টাটার বন্ধু। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গিয়েছে, রতন টাটার অস্থাবর সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছেন মোহিনী মোহন। উইলে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি টাটা পরিবারের সদস্য নন। কিন্তু রতন টাটার সম্পত্তি যাঁরা পাচ্ছেন উইল অনুযায়ী তাঁদের একাধিক শর্ত মেনে চলতে হবে। সেই শর্তই মানতে রাজি হচ্ছিলেন না প্রবীণ মোহিনী মোহন। যার জেরে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন উইলের বাকি প্রাপকরা। শেষপর্যন্ত

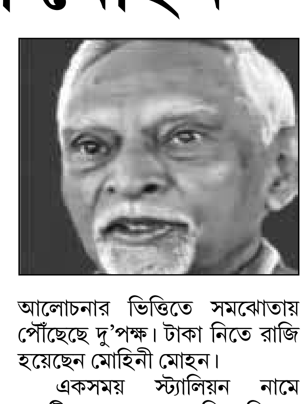

আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতায় পৌঁছেছে দু’পক্ষ। টাকা নিতে রাজি হয়েছেন মোহিনী মোহন।

একসময় স্ট্যালিয়ন নামে একটি ভ্রমণ সংস্থার মালিক ছিলেন মোহিনী মোহন। সংস্থার ৮০ শতাংশ মালিকানা ছিল দত্ত পরিবারের। বাকি ২০ শতাংশ মালিকানা ছিল টাটা গোষ্ঠীর হাতে। ২০১৩-তে স্ট্যালিয়নকে কিনে নেয় টাটা গোষ্ঠীর সংস্থা তাজ গ্রুপ অফ হোটেলস।

দুর্ভিক্ষের শঙ্কা, তবু গাজা চায় ইজরায়েল

জেরুজালেম, ১৯ মে : খাদ্য নেই। ওষুধ শূন্য। জ্বালানি শেষ। পরিস্রুত জলও দুষ্প্রাপ্য। ইজরায়েলের লাগাতার আক্রমণে গাজাজুড়ে চলছে অনাহার। ধুঁকছে মানুষ। ১০ সপ্তাহ গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েল। তারপরেও যুদ্ধলিপ্সায় ভরপুর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বাড়লেও সামরিক অভিযান থেকে পিছু হটছে না ইজরায়েল। সোমবার নেতানিয়াহু বললেন, ‘আমরা পুরো গাজার দখল নেব।’

গাজায় খাদ্যসংকট নিয়ে সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, ‘বহু মানুষ গাজায় অনাহারে আছে।’ পোপ চতুর্দশ লিও বলেছেন ‘যুদ্ধের কারণে গাজায় কষ্ট পাচ্ছেন আমাদের ভাইবোনেরা।’

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহু, কূটনীতিতেও তিনি যে কম যান না, তা বোঝাতে গাজা উপত্যকায় ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহে অনুমতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এটা দুর্ভিক্ষ রোধের পন্থা। তেমনভাবে দুর্ভিক্ষ হলে তিনি বিশ্বে সমালোচিত হবেন।

প্যালেস্তিনীয়দের এই চরম দুর্দশাতেও যুদ্ধ বন্ধের কথা কিন্তু একবারও শোনা যায়নি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর মুখে। টেলিগ্রামে এক ভিডিও পোস্টে নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘লড়াই তীব্র আকার নিয়েছে। আমরা এগোচ্ছি। আমরা সমস্ত গাজা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নেব। আমরা হাল ছাড়ছি না। সফল হতে হলে আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের থামানো যাবে না।’

ইডি দপ্তরে অম্বরীশ

কলকাতা, ১৯ মে : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির তলবে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের যুব তৃণমূল সভাপতি অম্বরীশ সরকার। সূত্রের খবর, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি'র মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার তাঁকে কিছু নথি সহ সিজিওতে ডাকা হয়। এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি হাজিরা দেন। রাত ন'টা নাগাদ তাঁকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি'র মামলায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখনই অম্বরীশের নাম উঠে আসে। জানা গিয়েছে, এদিন তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ নিয়েও জানতে চাওয়া হয়। তদন্তকারীদের হাতে যে তথ্য প্রমাণ রয়েছে তা দেখে নিতে চাইছেন তাঁরা। আগেই তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অম্বরীশ। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরও অভিযোগ করেছেন তিনি।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ১৯ মে : বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে একজনের। মৃতের নাম জয়দেব ঘোষ (৩১)। বাড়ি নবগ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে মাঠ থেকে গোরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন জয়দেব। সেই সময় বিকট শব্দে বাজ পড়ে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই তরুণ। পরবর্তীতে তাঁকে উদ্ধার করে নবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, ঝড়ে বেশ কিছু বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। কোঠার গ্রামের রমেন হেমব্রমের ঘরের টিনের চালা উড়ে গিয়েছে। দেবাইপুর গ্রামেও বাড়িঘর লন্ডভণ্ড হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামসুল শেখের বাড়ি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সেলিম রেজা বলেন, 'তিনটি পরিবার ক্ষতির মুখে পড়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।' এর পাশাপাশি ফসলেরও ক্ষতি হয়েছে। ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জে পটল, ঝিঙে, শসার মাচা ভেঙেছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উদ্ধার অপহৃত

ডোমকল, ১৯ মে : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপহরণকারীদের ছক বানচাল করল সাগরপাড়া থানার পুলিশ। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল একজনকে। ঘটনায় সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের ডোমকল মহকুমার সাগরপাড়ায়।

মাহাতাব কলোনির বাসিন্দা আনিসুর মণ্ডলকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা জানান, পাড়ার কয়েকজন ব্যক্তি মাঠে যাওয়ার সময় তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। আনিসুরের বাড়ির লোকজন জানিয়েছেন, এলাকারই বাসিন্দা সুমন শেখ নামে এক তরুণের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়েছিলেন আনিসুর। সেই টাকা মেটানো নিয়েই বিবাদের জেরে অপহরণ।

ঘটনার পরই উদ্বিগ্ন বাড়ির লোকজন সাগরপাড়া থানায় পাঁচজনের নামে লিখিত অভিযোগ জানান। পুলিশ তৎপর হয়। পুলিশ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে আনিসুরকে উদ্ধার করে। অপহরণকারীদের মধ্যে সোহেল শেখ নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং বাকিদের খোঁজে অভিযান চলছে।

তিরঙ্গা যাত্রা

রায়গঞ্জ, ১৯ মে : বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রা হল রায়গঞ্জে। সোমবার বিকেলে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া রাস্তা থেকে মিছিলটি শুরু হয়। শহর পরিক্রমা করে তা শিলিগুড়ি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল, দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ, শংকর চক্রবর্তী সহ অন্যরা। জেলা সভাপতি বলেন, 'পহলগাম হামলার পর পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন।'

স্ত্রীকে নর্তকী

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'এর আগে একবার স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আত্মীয়দের জোরাজুরিতে ফের সংসার করতে ফিরে যাই। প্রথম কয়েকদিন ঠিক থাকে। তারপর কিন্তু ফের অত্যাচার। বাইরে কাজে যেতে শুরু হয় চাপ। কিন্তু যেতে না চাইলেই মারধর শুরু হয়ে যায়। এবার অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। এখন আমার সন্তানকে ফেরত চাই।'

কাঞ্চনজঙ্ঘায় ভারত ও নেপালের সেনা জওয়ানদের অভিযান। সোমবার। -পিটিআই

জমি বিবাদের জের

পঞ্চায়েত সদস্যাকে কুপিয়ে খুনে ধৃত ১

পরাগ মজুমদার

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ মে : জমি বিবাদের জেরে পঞ্চায়েত সদস্যাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। রবিবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের দফরপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম মেনকা মণ্ডল (৪৭)। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। অন্যদিকে, মূল অভিযুক্ত কুরান মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আইলেরউপর-জগদানন্দবাটী গ্রামের বাসিন্দা মেনকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশী কুরানের পরিবারের জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে প্রায়ই তাঁদের ঝামেলা হত। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে মেনকা যখন রান্না করছিলেন, সেই সময় কুরানের পরিবারের লোকেরা রান্নাঘরের সামনে হঠাৎই আবর্জনা ও নোংরা জল ফেলে যান। এর প্রতিবাদ করেন ওই পঞ্চায়েত সদস্যা। শুরু হয় কথা কাটাকাটি। মেনকা ও তাঁর স্বামী নারায়ণ মণ্ডলের সঙ্গে কুরানের পরিবারের লোকেদের বচসা বেধে যায়। অভিযোগ, সেই সময় মেনকা, তাঁর স্বামী এবং তাঁদের দুই ছেলেকে হাঁসুয়া দিয়ে কোপানো হয়। এতে তাঁরা জখম হন। মেনকার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। আশপাশের লোকেরা পরে তাঁদের উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। রাতে চিকিৎসকরা মেনকাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কী অভিযোগ
- রবিবার দুপুরে মেনকা রান্না করছিলেন
- সেই সময় কুরানের পরিবারের লোকেরা রান্নাঘরের সামনে হঠাৎই আবর্জনা ও নোংরা জল ফেলে যান
- প্রতিবাদ করায় মেনকা, তাঁর স্বামী ও দুই সন্তানকে কোপানো হয়
- দুই পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল
- তার জেরেই এই হামলা বলে স্থানীয়রা জানান

মৃতের স্বামী নারায়ণ মণ্ডল বলেন, 'জমি বিবাদের কারণে আমার স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে।' মৃতের পরিবারের তরফে থানায় কুরান মণ্ডল সহ তাঁর পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সোমবার কুরানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মঞ্জুর আলি বলেছেন, 'এই ঘটনায় যুক্ত সকল দোষীর আমরা কঠোর শাস্তি দাবি করছি।'

মৃতের মেয়ে কাকলি মণ্ডলের কথায়, 'সোমবার দুপুরে মা রান্না করছিলেন। সেই সময় কুরান জেঠুর বাড়ির লোকেরা নোংরা জল ও আবর্জনা রান্নাঘরের সামনে ফেলে যান। এর প্রতিবাদ জানালে ওরা মায়ের ওপর চড়াও হয়। বাবা, দাদা ও ভাই - মা'কে বাঁচাতে এলে ওদেরও মারধর করা হয়।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিএসএফের সঙ্গে বিরোধ

কুমারগঞ্জ, ১৯ মে : কুমারগঞ্জ থানার সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিএসএফের সঙ্গে বিবাদ বাধল গ্রামবাসীদের। সোমবার কুমারগঞ্জ থানার সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রায়নন্দা গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ তোলেন, বিএসএফ গত দু'দিন ধরে ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকা জমির আম গাছ, আম গাছের ডাল, শিশু গাছ ও ঝাড়ের বাঁশ কাটছে। একটি আম গাছের কাটা ডাল স্থানীয় শ্মশানের সোলার লাইটের উপরে পড়ায় লাইটটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিষয়টি নিয়ে রায়নন্দা গ্রামের বাসিন্দারা বিএসএফের এমন কাজের প্রতিবাদ জানান। এদিকে, বালুরঘাটে তিরঙ্গা যাত্রা-তে পা মেলাতে এসে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এই অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসই করে, আর কেউ করে না।'

বিবাদ মেটাতে প্রধান এদিন জরুরি বৈঠক ডাকেন। দুপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ডাকা সভায় প্রধান ধনো রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও পবিত্র বর্মন ও ব্লকের এক প্রতিনিধি, কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক, এলাকার দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মোমিনুল মোল্লা ও অনুপ শীল সহ অনেকেই। ছিলেন বিএসএফের দুই প্রতিনিধি এবং রায়নন্দা গ্রামের বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বেল্লাল হোসেন সরকারের অভিযোগ, 'বিএসএফ জমির মালিকের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই গাছ কেটেছে।' প্রধান ধনো বলেন, 'বিএসএফের সঙ্গে প্রশাসনের সকলের আলোচনায় বিষয়টির মীমাংসা হয়েছে।' বিএসএফ জানিয়েছে, আগামীদিনে এমন ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

ভুয়ো পরিচয়ে ৪২ লক্ষ টাকার প্রতারণা, ধৃত ২

প্রেমিক 'র' এজেন্ট, দরাজহস্ত শিক্ষিকা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ১৯ মে : 'ভাবিয়া পড়িও প্রেমে, পড়িয়া ভাবিও না', একটু বদলাতে হল পরিচিত প্রবাদ।

বিষয়টি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বালুরঘাটের এক তরুণী। 'কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক'-এর প্রেমে পড়েন বছরপাঁচেক আগে। ভালোবাসা এতটা গভীর হয়েছিল যে, প্রেমিকের 'বিপদ আপদ'-এ টাকা দিয়েছেন দরাজহস্তে। নিজেকে সুরজিৎ রায় নামে পরিচয় দেওয়া তরুণের সঙ্গে বিয়ে রীতিমতো পাকা হয়ে যায় পেশায় ওই স্কুল শিক্ষিকার। ঘোর কাটতেই পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি।

অভিযোগ, ২০২৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা প্রতারণা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। রবিবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান তরুণী। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন। ধৃতদের নাম আলবেরুণী সরকার এবং বর্ণা রায়। তাঁদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক দুজনকেই পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মূল অভিযুক্ত নিজেকে আইএএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আবার একইসঙ্গে দাবি করেন, 'র' এজেন্ট হিসেবে তিনি বর্তমানে শিলিগুড়িতে কর্মরত। তবুও প্রেমিকের কাহিনী যে মনগড়া, তা বুঝতে একজন শিক্ষিকার লেগে গেল এতগুলো বছর। তরুণীর অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। সেদিনই মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে হলদিবাড়ির ঠিকানার হদিস পায় পুলিশ। রবির সন্ধ্যায় থানা থেকে একটি দল গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়। সেখানে গিয়ে অভিযুক্তের আসল পরিচয়ের খোঁজ মেলে।

'সুরজিৎ' আদতে আলবেরুণী সরকার। হলদিবাড়িতে স্ত্রী সহ দুই সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার। ধৃতের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন সহ নয়টি সিমকার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বললেন, 'আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ওরা পালিয়ে যেত। মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে।' তদন্তকারীদের সন্দেহ, এর পেছনে একটি বড় চক্র সক্রিয়।

চোখে ধুলো
- সমাজমাধ্যমে পেশায় স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ
- ভুয়ো নাম দিয়ে নিজেকে আইএএস অফিসার ও 'র' এজেন্ট পরিচয়
- মায়ের অসুস্থতার কথা বলে একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা নেন অভিযুক্ত
- সন্দেহ হওয়ায় টাকা ফেরত চাইলে শুরু ভয় দেখানো
- হলদিবাড়ির বাসিন্দা আলবেরুণীর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে

শিক্ষিকার সঙ্গে আলবেরুণীর সামাজিক মাধ্যমে পরিচয়। তরুণীর অভিযোগ, 'শুরু থেকেই আলবেরুণী নিজেকে আইএএস অফিসার বলে পরিচয় দিয়েছিল। সে নাকি বর্তমানে 'র'-তে কর্মরত।' এমন 'সুযোগ্য' পাত্রের সঙ্গে আলাপ করে মন গলে যায় তাঁর। ধীরে ধীরে পরিচয় গভীর হয়। সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে।' একদিন হঠাৎ 'প্রেমিক' জানান, তাঁর মা অসুস্থ এবং চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে আমেরিকায়। প্রয়োজন কয়েক লক্ষ টাকা। ধার চান আলবেরুনী। সাত-পাঁচ না ভেবে দিয়েও দেন প্রতারিত।

তারপর ধাপে ধাপে আরও টাকা তরুণীর কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র নিজের নয়, আরও বেশ কয়েকজনের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অভিযোগ আলবেরুণীর বিরুদ্ধে। এরমধ্যে মাটিগাড়ার বাসিন্দা বর্ণার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিও রয়েছে। কয়েকবছর ধরে সঞ্চয় করা টাকা, সোনার গয়না এবং বাবার দোকান বিক্রির টাকা আলবেরুণীকে দিয়েছেন, দাবি তরুণীর।

সম্পর্কে জড়ানোর পর থেকে বেশ কয়েকবার ওই তরুণী শিলিগুড়িতে আসেন। 'সুরজিৎ' (আলবেরুণী)-এর সঙ্গে দেখা করেন। শিলিগুড়িতেই প্রেমিক থাকতেন বলে জানতেন তিনি। অবশেষে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে। তিনি টাকা ফেরত চাইতেই মুখোশ খোলেন প্রেমিকটি। শুরু হয় ভয় দেখানো। তরুণীর অভিযোগ, চাকরি বরখাস্ত করিয়ে দেওয়া থেকে বাইরে বেরোলে ক্ষতি করা, ছবি বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো ইত্যাদি হুমকি দিতেন। সেই ভয়ে আরও টাকা চাইলে না করতে পারেননি শিক্ষিকা।

টাকা ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ১৯ মে : ফিল্মি কায়দায় টাকা ছিনতাই হল কিশনগঞ্জ শহরের দে মার্কেটের সবজি বাজারে। সোমবার দুপুরে বেলডাঙ্গার আম ব্যবসায়ী মহম্মদ রজ্জব ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যাগে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু কিশনগঞ্জ বাজারের কাছে উড়ালপুলে তাঁর পথ আটকায় ২টি বাইকে চেপে আসা ৬ জন দুষ্কৃতী। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা ছিনতাই করার চেষ্টা করে তারা। এরপর টাকাভর্তি ব্যাগটি উড়ালপুলের নীচে ফেলে দেন ওই আম ব্যবসায়ী। তবে, সেই ব্যাগটি নিয়ে এক তরুণ চম্পট দিয়েছে বলে ওই ব্যবসায়ী দাবি করেছেন।

হতাশ বহু শিল্পপতি

প্রথম পাতার পর

যদিও শিল্পোদ্যোগীদের অনেকে রাজ্য সরকারের প্রশংসা করে বললেন সব হয়ে গিয়েছে। কেউ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, 'আপনি উত্তরবঙ্গের জন্য অনেক করেছেন। এই ১৪ বছরে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গের ভেদাভেদ মুছে গিয়েছে।'

কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই গেল, বিজনেস সামিট থেকে উত্তরবঙ্গ পেল কী? অন্যান্য শিল্প সম্মেলনের মতো সোমবার শিলিগুড়ির বিজনেস মিটে শিল্পপতিদের নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক, শিল্পের প্রস্তাব নিতে দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি প্রথম লামাহাটায় পর্যটনকেন্দ্র তৈরি করেছিলাম। এখন পাহাড়ে প্রচুর হোমস্টে। এভাবে শুধু বড় শিল্প নয়, ছোট ছোট শিল্পের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বড় শিল্প দু'-চারটা হয়, ছোট শিল্প প্রচুর হতে পারে।'

শিলিগুড়ি, মালদা, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি জায়গা থেকে রোজ দিঘা যাতায়াতের জন্য ছয়টি নতুন ভলভো বাস দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি ঘোষণা করেন। হল বিজনেস সামিট, কিন্তু উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও হোটেল ব্যবসায়ীরা বলার সুযোগ না পেয়ে হতাশ। যেমন পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'পর্যটন নিয়ে অনেককিছু বলার ছিল। কিন্তু আমরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাইনি।'

শিল্পপতিদের কেউ কেউ পরে বলেন, সব বিজনেস মিটে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা শিল্পপতিদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। এখানে সাড়ে তিন ঘণ্টার সম্মেলনে সেসব কিছু হয়নি। কিন্তু আয়োজন ছিল বিরাট। আট জেলার শিল্পপতি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, বণিকসভাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া তাঁর উদ্যোগে মাটিগাড়ার উপনগরী থেকে শুরু করে হাসপাতাল, মকাইবাড়িতে হোটেল, কাওয়াখালির নির্মীয়মাণ উপনগরী তৈরির খতিয়ান দিয়ে বলেন, 'প্রথম যখন উত্তরবঙ্গে আসি, তখন দিনে একটা বিমান যাতায়াত করত। এখন প্রতিদিন ৩০টির বেশি চলছে। নতুন টার্মিনাল হলে দু'বছরের মধ্যে প্রতিদিন ৫০-৬০টি করে চলবে।'

আলিপুরদুয়ারের এক ব্যবসায়ী দাবি করেন, ডুয়ার্সে পর্যটকের সংখ্যা কমছে। কেননা বক্সা ফোর্টের সংস্কার করা হলেও যাওয়ার সুবন্দোবস্ত নেই। কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। হাতি সাফারির ব্যবস্থা করলেও পর্যটক আসবে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি মুখ্যসচিবকে দেখতে বলেন। কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজকুমার ঘোষ বলেন, 'মাথাভাঙ্গা-২ এবং চকচকায় ৬৪.৭৫ কোটি টাকার প্রকল্প আছে। তবে, ক্ষুদ্রশিল্পের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিন থেকে পাঁচ কাঠা জমির ব্যবস্থা করলে আমরা চানাচুর, মুড়ি, চিপস, ভুট্টা তৈরির ছোট ছোট শিল্প করতে পারি।'

কোচবিহারে মাত্র নয় আসনের বিমান থাকলেও শিল্পের প্রসারে বড় বিমান চালানো প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। মমতার কথায়, 'আমরা কোচবিহার বিমানবন্দরের উন্নয়নে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করেছি। চেয়েছিলাম কোচবিহারে দুই ইঞ্জিনের বিমান চালানো হোক। কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি।'

ছেলে ও স্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

অভিযোগের ভিত্তিতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

সুবল রবিবার রাতে ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে হেঁটে এক আত্মীয়ের বাড়িতে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। বারোদুয়ারি কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় কয়েকজন হাঁসুয়া নিয়ে সুবলের ওপর চড়াও হয়। সেই সময় এলাকার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুবলের গলায় কোপ মারা হয়। ছেলে ও স্ত্রীর চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি সুবলকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তে মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুবলের ছেলে সুজন ঘোষ বলেন, 'বাবা-মায়ের সঙ্গে নেমন্তন্ন বাড়িতে যাচ্ছিলাম। বারোদুয়ারি কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় লালচাঁদ ঘোষ সহ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। ওরা ট্রান্সফর্মারের সুইচ নামিয়ে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। আমরা চিৎকার করতেই ওরা পালিয়ে যায়।' টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিষয়ে সুবলের সঙ্গে বছরখানেক আগে অভিযুক্তদের ঝামেলা হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। সেই সময়ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে চড়াও হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও জোরালো হয়েছে। তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর দাবি, 'সুবল ঘোষ তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ওঁকে যারা খুন করেছে তারা বিজেপির সক্রিয় কর্মী বলে আমাদের কাছে খবর আছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করতেই বিজেপি রাজ্যজুড়ে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'পূর্ববর্তী ঝামেলা ও ব্যক্তিগত বিষয়কে কেন্দ্র করেই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। পুলিশ যাতে নিরপেক্ষভাবে ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে সেই দাবি জানাচ্ছি।'

হেডকোয়ার্টার যেন

প্রথম পাতার পর

রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় ডিভিশন অফিসের কর্মীদের জন্য তৈরি করা হয় ১২৫টি কোয়ার্টার। কর্মীদের র‍্যাংক অনুযায়ী এ ক্যাটিগোরি, বি ক্যাটিগোরি থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের জন্যও গড়ে তোলা হয়েছিল আবাসন। তার মধ্যে এখন প্রায় ১১৫টি কোয়ার্টারই ভগ্নদশা। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর তৎকালীন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া কর্ণজোড়ায় এসে তিস্তা সেচপ্রকল্পের কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, ২০১৫-র মধ্যেই উত্তর দিনাজপুরের তিস্তা সেচপ্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে। প্রকল্পের কাজে তদারকির ক্ষেত্রে বাস্তুকার বা বিভাগীয় আধিকারিকদের গাফিলতি নজরে এলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মন্ত্রী। কিন্তু সেই হুঁশিয়ারিই সার। দশ বছর পরেও প্রকল্পের কাজ যে তিমিরে ছিল, আজও সেখানেই থমকে রয়ে গেছে।

উলটে ২০১৮ সালে পাততাড়ি গুটিয়ে উত্তরবঙ্গের সেকেন্ড সার্কেলের এই অফিস চলে গিয়েছে ইসলামপুরে। রায়গঞ্জের এই অফিস চত্বরে এখন শুধু আবাসনগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য গুটিকয়েক চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পড়ে রয়েছেন। প্রকল্পের অধীনস্থ এক কর্মীকে কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই বলে বসলেন, 'তিস্তা এখন ডেড প্রোজেক্ট। কোনও কাজ নেই। আমরা যে ক'জন আছি তারা শুধু আসি যাই, মাইনে পাই।'

ডিভিশন অফিস চত্বরের একটা বড় অংশের জায়গা এখন বেসরকারি পরিবহণের দখলে। তারই একটি অংশে আরটিও অফিসের তরফ থেকে বিভিন্ন বেসরকারি ট্রাক ও বাসের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অন্যদিকে কালিয়াগঞ্জের তিস্তা প্রকল্পের যে জায়গাটি ছিল সেটি এখন আর তিস্তার অধীনে নেই। সেই জায়গায় পুরসভা তৈরি করেছে বিনোদন পার্ক। ডালখোলায় নির্মিত তিস্তা প্রকল্পের অফিসও এখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দখলে। এদিকে ভাটোলে তিস্তা প্রকল্পের অধীনেই ডাউক-নাগর সেচখালে জলসেতু তৈরির জন্য একটি কর্মী আবাসন বানানো হয়েছিল। সেই আবাসনে গুটিকয়েক নৈশপ্রহরী ছাড়া আর কেউ নেই।

চাকরিহারাদের

প্রথম পাতার পর

'প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার শিক্ষক চিঠি দিয়ে রাজ্য সরকারকে সবরকম সহযোগিতা করার বার্তা দিয়েছেন। অর্থাৎ যাঁরা বিকাশ ভবনে বসে আছেন, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য অচলাবস্থা জারি করা।' মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার উত্তরে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'রাজ্য সরকারের প্রতি বরাবরই আমাদের আস্থা ছিল। ওরাই বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আস্থাভঙ্গ করছে। রিভিউ পিটিশন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবে বলেও রাজ্য সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। আমরা দেখা করতে চাইলে ওঁরা দেখাই করছেন না।' সোমবার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের উত্তরে আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন উসকানি দেয়নি। আমরা লক্ষ্মণরেখা বজায় রেখেই আন্দোলন করছি। দরজা ঠেলে বিকাশ ভবনে ঢোকাকে উনি কীভাবে হিংসা বলেন? এতগুলি জীবন নষ্ট হওয়াটা কি ধ্বংস নয়?'

তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

ক্ষুব্ধ মমতা মুখ্যসচিবকে তিনটি অভিযোগকেই গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, 'ব্যবসায়ীদের ওই সভায় নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অসত্য, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখা হয়েছে। আমার আমলে কোনও ক্ষেত্রেই পুরসভা এক পয়সা কর বাড়ায়নি। কেননা মুখ্যমন্ত্রী যে মানুষের ওপরে করের বোঝা চাপানোর পক্ষপাতী নন, সেটা আমি জানি। সমস্তটাই আমাদের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ৩০ শতাংশও কোনও করই দেন না।'

উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক শংকর কুণ্ডু বক্তব্য রাখতে গিয়ে পণ্য পরিবহণের সময় রাস্তায় টোল ট্যাক্স, জিএসটি, পুলিশের ট্যাক্স (তোলাবাজি), এমভিআইয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর বক্তব্য, এই অত্যাচারের জেরে পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়ায় দামও বাড়াতে হচ্ছে। তিনি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার অনুরোধ করেন। শংকরের এই বক্তব্য শুনে দীনবন্ধু মঞ্চ হাততালিতে ভরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মমতা বলেন, 'টোল ট্যাক্স এবং জিএসটি দুটোই কেন্দ্রের বিষয়। আমরা টোল ট্যাক্স নিয়ে আবেদন করতে পারি। রাজ্য হলে আমি বলে দিতাম যে, আমরা এটা নেব না।' তিনি মঞ্চে উপস্থিত পুলিশকর্তার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'পুলিশ যাতে রাস্তায় কোনও ট্যাক্স না নেয় সেটা পুলিশকেই দেখতে হবে।'

উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার শিল্পপতি সাকেত লোধা অভিযোগ করেন, 'ট্রেড লাইসেন্স ফি অনলাইনে হয়ে যাওয়ায় আমাদের সুবিধা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও আমাদের কেএমসি থেকে উন্নয়ন খাতে আলাদা টাকা নেওয়া হচ্ছে। ডালখোলা পুরসভা এই টাকা নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মমতা বলেন, 'স্থানীয়রা একটু বেশি প্রভাবশালী হয়তো। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়। আর বেশি বললাম না। নিজেদের রোজগারের জন্য এসব করে। আমরা এসব সমর্থন করি না।'

নবরত্ন সভায় কেষ্ট মান সিং না বীরবল

প্রথম পাতার পর

বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মঞ্চ থেকে একবারের জন্যও মুখে আনেননি কেষ্টর নাম।

তার আগে বীরভূমে গেলে প্রতি সভায় মমতা নিয়ম করে বীরভূমের এই বীরের কথা বলেছেন। বলেছেন, চক্রান্ত চলছে। কেষ্টকে কতদিন ধরে জেলে ভরে রেখেছে। কিন্তু মানুষের মন থেকে ওকে দূর করতে পারেনি। অনুব্রতর বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ থাকেও, বিজেপির বহু নেতার বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? আজ পর্যন্ত একটা ব্যাপারেও ব্যবস্থা নিয়েছেন? ভরা নেতাজি ইন্ডোরের সভায় তিনি বলেছিলেন, অনুব্রত জেল থেকে বেরোলে তাঁকে বীরের সম্মান দেওয়া হবে।

কেষ্ট জেল থেকে বেরোনোর পর উলটে তাঁর জেলা সভাপতির পদটাই তিনি খুইয়েছেন। অথচ যে দু'বছর তিনি জেলে ছিলেন, সেই সময়ে কেষ্টই ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি। তাঁর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মমতা নিজে। বীরভূমের দলের মধ্যেকার গোলমালে তিনি যে কেষ্টকে এগিয়ে রাখছেন তা খোলাখুলি বুঝিয়ে দিতেন তিনি। অনুব্রত মণ্ডল দলের সংগঠনের ওলটপালটে আর সভাপতি নেই। ওই পদই তুলে দিয়েছে তৃণমূল। দলের স্পষ্ট নির্দেশ, জেলায় সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখবে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দেওয়া কোর কমিটিই।

শুক্রবারের সেই নির্দেশের পরেই রবিবার কোর কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন জেলায় দলের চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সেই বৈঠকের মাঝেই এসেছে দিদির ফোন। সেই ফোনে কেষ্টর সঙ্গে সভানেত্রীর কী কথা হয়েছে কে জানে। দেখা গেল নিজে থেকে অনুব্রত জেলায় যে তিনটি কর্মসূচি নিয়েছিলেন তা এ যাত্রায় রক্ষে পেলেও এখন থেকে কোর কমিটিতে ঠিক না করে আলাদা করে কেউ কোনও কর্মসূচি নিতে পারবেন না। কার্যত কেষ্টর মাথায় বসানো আশিসবাবু জানিয়েছেন, এবার থেকে কোর কমিটির বৈঠক হবে মাসে দু'বার।

ঘটনা হল, গত দেড় মাস বীরভূমে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হয়নি। তা নিয়ে কোর কমিটির সদস্যদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। প্রকাশ্যে এ নিয়ে ক্ষোভ উগরেও দিয়েছিলেন কট্টর অনুব্রত-বিরোধী বলে সর্বত্র পরিচিত কাজল শেখ। তারই মধ্যে কেষ্টর চেয়ার কেড়ে নেওয়ায় তা নিয়ে জল্পনাও কম নয়। আবার যে সময়টা কেষ্ট জেলে ছিলেন সেই সময় পঞ্চায়েত আর লোকসভার ভোটে দল ভালো ফল করেছে। জেলায় খুনখারাবি, মারদাঙ্গা কমে গিয়েছে। অতএব অনুব্রত ছাড়া বীরভূমের তৃণমূলের কোনও গতি নেই এই ধারণাটাও আর টিকছে না। তাই কেষ্টকে সরিয়ে দেওয়া যায় পদে থেকে। তাই তাঁকে কোর কমিটির ন'জনের একজন করে দেওয়া যায় অনায়াসেই। কেষ্ট আর বীরভূমের একচ্ছত্র নন। তিনি জেল থেকে বেরোনোর পর তাঁর অনুগামীরা অফিসে চড়াও হয়ে অন্য নেতাদের ছবি সরিয়েছেন। কেষ্ট-কাজলের লড়াইয়ে তেমন ভাটাও পড়েনি।

অনুব্রত মণ্ডল কবে থেকে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন, জেলায় দলের পুরোনো নেতারাও তা মনে করে বলতে পারছেন না। তৃণমূলের অনেক নেতার উত্থানপতন ঘটেছে। কিন্তু ভালো-মন্দ কোনও সময়ই আঁচ পড়েনি কেষ্টর গায়ে। কেননা কেষ্টকে পাস দিদি হ্যাঁ। সেই দিদি কি এবার 'মাথায় কম অক্সিজেন যাওয়া'

কেষ্টর মাথা থেকে হাত সরালেন? কে জানে কী হয়েছে। শুধু এই বার্তাটুকু জেলায় গিয়েছে, কেষ্ট এখন ক'জনের একজন। এখন এই তৃণমূলের নবরত্ন সভায় তিনি মান সিং হবেন নাকি বীরবল তা সময়ই বলবে। তবে চড়াম চড়াম ঢাক বাজানো নকুলদানা খাওয়ানো সেই বাহুবলীকে বোধহয় আর দেখা যাবে না।

রোহিতের জায়গা নিতে দ্বৈরথে লোকেশ-সুদর্শন

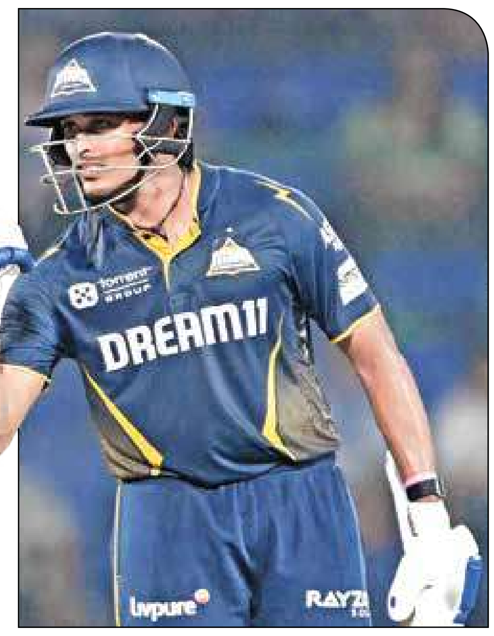

দল ভরসা রাখলে ঠকবে না।

জুনের টেস্ট সফরে ইংল্যান্ডের মাটিতে ওপেনিংয়ের কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি তৈরি। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন লোকেশ রাহুল। অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে খেলতে নেমে ৬৫ বলে অপরাজিত ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংসে বার্তা দিয়ে রেখেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশে।

অবশ্য লোকেশকে ফাঁকা মাঠ দিতে নারাজ বি সাই সুদর্শনও। দিল্লি ক্যাপিটালস-গুজরাট ম্যাচেই পালটা শতরানে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন। অরেঞ্জ ক্যাপের সঙ্গে গুজরাটকে তুলে দিয়েছেন প্লে-অফে। ৬১ বলে অপরাজিত ১০৮-ম্যাচের সেরা সুদর্শন। লোকেশ সেখানে ট্র্যাজিক হিরো।

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : লোকেশ বনাম সুদর্শন দ্বৈরথের প্রভাব পড়তে চলেছে টেস্ট দল নির্বাচন, বিলেতের মাটিতে টিম কম্বিনেশন তৈরিতেও। যেখানে চলতি আইপিএলে সবচেয়ে ধারাবাহিক সুদর্শন চাপে ফেলে দিয়েছেন নির্বাচক, হেডকোচ গম্ভীরকে। সর্বাধিক ৬১৭ রানে অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক। তারিফ কুড়োচ্ছে সুদর্শনের নিখুঁত ক্রিকেটীয় শটে ব্যাটিং। টেস্টেও যার সুফল মিলবে, বিশ্বাস প্রাক্তনদের।

৪৯৩ রান করা লোকেশ রাহুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ইতিমধ্যে নিজের জাত চিনিয়েছেন। দেশের জার্সিতে অতীতে ওপেনও করেছেন। সেদিক থেকে ওপেনিংয়ের যুদ্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে কিছুটা এগিয়ে লোকেশ। তবে লোকেশকে মিডল অর্ডারে রেখে সুদর্শন-যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং কম্বিনেশনের ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সুদর্শনের শতকীয় ইনিংস সেই দাবিকে আরও উসকে দিয়েছে।

এখনও দিল্লিকে নিয়ে আশাবাদী অভিষেক

লোকেশের শতরানে ভর করে ১৯৯ রান করে দিল্লি। জবাবে কোনও উইকেট না হারিয়ে ম্যাচ বের করে নেন সুদর্শন-শুভমান গিলের জুটি! দলকে প্লে-অফে তোলার যে খুশির ঝলকই ম্যাচের পর দেখা গেল সুদর্শনের চোখেমুখে। বলেছেন, 'ম্যাচ ফিনিশ করে ফেরার মধ্যে ভালো লাগা থাকে। ব্রেকের সময় মাথায় ঘুরছিল বাড়তি কিছু দিতে হবে। পাওয়ার প্লে-র পর ওরা বেশ ভালো করছিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল জুটিটা যতদূর সম্ভব লম্বা করার। জানতাম গোটা ২-৩টি বিগ ওভার দরকার। ঠান্ডা মাথা সেটাই করার চেষ্টা করেছি।'

ভারতীয় টেস্ট দলের সম্ভাব্য অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে পার্টনারশিপ উপভোগ করছেন। সুদর্শনের কথায়, তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো। একে অপরের পরিপূরকও। তার প্রতিফলন বাইশ গজে। গুজরাট অধিনায়কের মতে, ছন্দটা ধরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা বজায় রাখতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের লক্ষ্য পূরণে আমাদের বাকি ম্যাচগুলিতে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। লক্ষ্যপূরণে দলের অন্যতম অস্ত্র যে ওপেনার সুদর্শনের ফর্ম, তাও পরিষ্কার জানিয়ে দেন।

গুজরাট যখন ১৮ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে, তখন দিল্লির চ্যালেঞ্জ (১২ ম্যাচে ১৩) ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। বাকি দুই ম্যাচ জিতলেই হবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির ফলাফলের দিকে। সেই আশাটুকু আঁকড়ে থাকার কথা শোনালেন দিল্লির টপ অর্ডারে বঙ্গতনয় অভিষেক পোড়েল। বলেছেন, 'আমরা খারাপ খেলছি না। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিনিশিং লাইন অতিক্রমের জন্য তা যথেষ্ট হচ্ছে না। এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি আছে। দুই জিতলে প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার সুযোগ থাকছে। সেই চ্যালেঞ্জ নিতে হবে আমাদের।'

ইডেনের ভাগ্য নির্ধারণ আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : জল্পনা চলছে। আলোচনাও থেমে নেই। প্রশ্ন একটাই, ইডেন গার্ডেন্সে কি আইপিএল ফাইনাল হচ্ছে?

এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব রাত পর্যন্ত নেই। তবে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে এসেছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি পজিটিভ দিক। মঙ্গলবার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। দুপুরের দিকে ভার্চুয়াল এই বৈঠকের মাধ্যমেই চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার কথা ইডেনের আইপিএল ফাইনাল ভাগ্য। রাতের দিকে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না ছাড়া ইডেনে ৩ জুন আইপিএল ফাইনাল হচ্ছে না। তবে সিএবি কর্তাদের অনুরোধের ফল হিসেবে প্লে-অফের কোনও একটি ম্যাচ আসতে পারে কলকাতায়। তবে সেটা কোন ম্যাচ হবে, এখনও স্পষ্ট নয়।

৩ জুন কোথায় হবে ফাইনাল? পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী

গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক

কলকাতায়? নাকি আহমেদাবাদে? ১৭ মে থেকে আইপিএল ফের শুরুর তথ্য জানিয়ে বোর্ডের তরফে যে ই-মেল পাঠানো হয়েছিল, সেখানে উল্লেখ করা ছিল, বাকি থাকা ১৭টি ম্যাচ হবে দেশের ৬টি শহরে। যার মধ্যে কলকাতার নাম ছিল না। একইসঙ্গে বোর্ডের তরফে সেই সময় প্লে-অফ ও ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণাও হয়নি। এমন অবস্থার মধ্যে বিসিসিআই সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছিল, ফাইনাল কলকাতার পরিবর্তে আহমেদাবাদে হতে চলেছে। পরবর্তী সময়ে ছবিটা কিছুটা হলেও বদলেছে।

রাতের দিকের খবর, ফাইনাল আহমেদাবাদেই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি প্লে-অফের ম্যাচ আয়োজনের দৌড়ে রয়েছে দিল্লিও।

শ্রেয়সের চোটে চিন্তায় পন্টিং

আগামীবার ঘুরে দাঁড়াবে দল, বিশ্বাস দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভালো শুরু করে, ম্যাচের শেষদিকে খেই হারিয়ে ফেলা।

রোগটা কিছুতেই সারছে না। প্লে-অফ থেকে অনেক আগেই বিদায় ঘটেছে। নিয়মরক্ষার ম্যাচে চাপমুক্ত হয়ে খেলার সুযোগ। তারপরও হাল সেই এক। অযথা নিজেদের ওপর চাপ তৈরি করে সহজ অঙ্ক গুলিয়ে ফেলা।

১৩ ম্যাচে মাত্র তিনটিতে জয়। স্নায়ুযুদ্ধের চাপ নিতে পারলে, জয়ের সংখ্যাটা দ্বিগুণ হতে পারত। পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়াল-বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক শুরুর পরও সেই টেম্পো ধরে রাখতে ব্যর্থ বাকি ব্যাটাররা।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড় যদিও ব্যাটারদের দুষতে নারাজ। বরং বোলিংয়ে অনেক উন্নতির প্রয়োজন, সেকথাই শোনা গেল 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল'-এর মুখে। বলেছেন, 'আমরা লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেও ফিনিশ করতে পারছি না। প্রতিটি ম্যাচের পর মনে হচ্ছে বোলাররা হয়তো ১৫-২০ রান বেশি দিয়ে দিয়েছে। নাহলে ফল অন্যরকম হতে পারত।' দ্রাবিড়কে সবথেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে জেতা ম্যাচ বারবার ফসকে যাওয়া। বলেছেন, 'গোটা পাঁচেক ম্যাচ আমরা অল্পের জন্য হাতছাড়া করেছি। শুরুটা ভালো হলেও লোয়ার-মিডল অর্ডার ক্লিক করেনি এবার। একটি-দুটি বড় হিট এদিক-ওদিক হলে যেখানে ম্যাচের ফলাফল বদলে যেত। কিন্তু আমরা পারিনি।'

তবে ব্যাটারদের শুধু কাঠগড়ায় তোলার পক্ষপাতী নন রাজস্থানের হেডকোচ। দ্রাবিড়ের যুক্তি, 'আমার ধারণা বোলিংও ঠিকঠাক হচ্ছে না। পাঞ্জাব ম্যাচে মোটেই ২২০-র উইকেট ছিল না। ১৯৫-২০০ ঠিকঠাক ছিল। ২০ রান অতিরিক্ত দিয়েছি। প্রায় প্রতিটি ম্যাচে ২০০-২২০ রান তাড়া করতে হয়েছে। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বোলিং প্রত্যাশানুযায়ী হয়নি।'

ব্যর্থতা ঝেড়ে দ্রাবিড়ের চোখ আগামী লিগে। জানিয়ে দিলেন, ভুলভ্রান্তি নিয়ে আগামী লিগের আগে কাজ করতে হবে। ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও উন্নতির প্রয়োজন, তাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তবে দল নিয়ে পুরোপুরি হতাশ হতে রাজি নন।

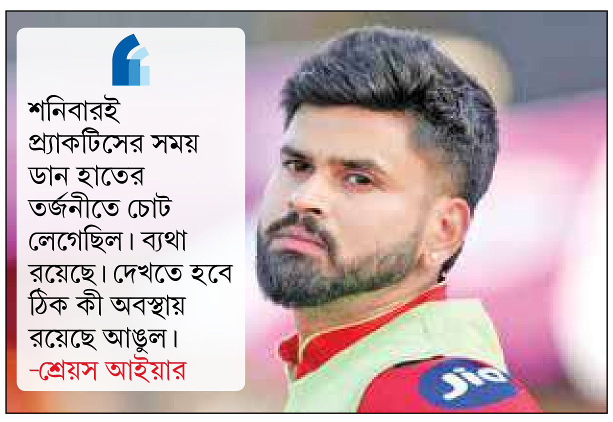

শনিবারই প্র্যাকটিসের সময় ডান হাতের তর্জনীতে চোট লেগেছিল। ব্যথা রয়েছে। দেখতে হবে ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে আঙুল।
-শ্রেয়স আইয়ার

দ্রাবিড়ের যুক্তি, পরিসংখ্যানে মাত্র তিনটি জয় দেখালেও, গোটা পাঁচেক ম্যাচে অল্পের জন্য হেরেছে তাঁর দল। যার কয়েকটা জিতলে, পরিস্থিতি কিন্তু আলাদা হত। আগামীবার সতর্ক থাকবেন চাপের ম্যাচে স্নায়ু ধরে রেখে ফিনিশিং লাইন পেরোনোর ওপর। দ্রাবিড় আত্মবিশ্বাসী, ২০২৫ আইপিএলের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীবার রাজকীয় মেজাজে প্রত্যাবর্তন ঘটবে রাজস্থান রয়্যালসের।

শ্রেয়স আইয়ারের আঙুলের চোট নিয়ে চলছে জল্পনা। শনিবার প্র্যাকটিসের সময় চোট পেয়েছিলেন। এদিন ব্যাট করলেও, চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি। পরে শ্রেয়স বলেছেন, 'শনিবারই প্র্যাকটিসের সময় ডান হাতের তর্জনীতে লেগেছিল। ব্যথা রয়েছে। দেখতে হবে ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে আঙুল।' রাজস্থান ম্যাচে ৩০ রান করেন। তবে ফিল্ডিং করেননি। শ্রেয়সের বদলে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমে ম্যাচের সেরা হরপ্রীত ব্রার (২২/৩)।

শ্রেয়স ইস্যুতে গম্ভীরকে খোঁচা গাভাসকারের

মুম্বই, ১৯ মে : চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক।

যদিও যতটা সম্মান প্রাপ্য ছিল, তার কণামাত্র পাননি শ্রেয়স আইয়ার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ২০২৪ সালে আইপিএল জয়ের পুরো কৃতিত্বটা পেয়েছিল দলের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। এদিন যে ইস্যুতে ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচকে খোঁচা সুনীল গাভাসকারের।

এক সাক্ষাৎকারে গাভাসকার বলেছেন, 'গত মরশুমে আইপিএল জেতার পরও যোগ্য সম্মান পায়নি শ্রেয়স। সমস্ত কৃতিত্ব পেয়েছিল অন্য একজন। অথচ, সাফল্যের শিখরে দলকে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন অধিনায়ক। শুধু নেতৃত্ব নয়, মিডল অর্ডারে শ্রেয়সের ব্যাটিং ভরসা জুগিয়েছিল কেকেআর-কে। প্রশংসা ওরই পাওয়া উচিত ছিল, ডাগআউটে বসে থাকা (পড়ুন গৌতম গম্ভীর) অন্য কারও নয়।'

পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। সানির কথায়, দলের চলতি সাফল্যের ভাগ একা হেডকোচ রিকি পন্টিং নিচ্ছেন না। কেউ সব কৃতিত্ব পন্টিংকে দিচ্ছেও না। ফ্র্যাঞ্চাইজিও শ্রেয়সকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। অধিনায়ককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান, কৃতিত্ব দিচ্ছেন প্রীতি জিন্টারা। এটাই হওয়া উচিত। গত নিলামে শ্রেয়সকে ২৬.৭৫ কোটিতে বিশাল দরে দলে নেয় পাঞ্জাব। অধিনায়ক ও ব্যাটার (১১ ম্যাচে ৪০৫ রান করেছেন এখনও পর্যন্ত), দুই ভূমিকাতেই যার মর্যাদা রাখছেন।

শিলিগুড়ির মেন্টর ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল সার্ভোটেক শিলিগুড়ির মেন্টর হলেন ঋদ্ধিমান সাহা। শেষ মরশুমে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের শিলিগুড়ি ফ্র্যাঞ্চাইজির মেন্টর তথা কোচের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ি। এবার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ঋদ্ধিমান। রাত পর্যন্ত সরকারি ঘোষণা হয়নি। আজ কলকাতার এক হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ড্রাফটিং হয়ে গেলেও ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের পরিস্থিতিতে স্থগিত হওয়া প্রতিযোগিতা ফের কবে শুরু হবে, সেটা এখনও জানায়নি সিএবি।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

মায়ামির আসল পরীক্ষা এটাই, বলছেন মেসি

ওয়াশিংটন, ১৯ মে : ইন্টার মায়ামির খারাপ সময় অব্যাহত। সোমবার ফ্লোরিডা ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অরল্যান্ডো সিটির কাছে ৩-০ গোলে হেরে গিয়েছেন মেসিরা। এই নিয়ে শেষ সাতটি ম্যাচের পাঁচটিতেই পরাজিত জেভিয়ার মাসচেরানোর দল।

এদিন অরল্যান্ডো সিটির হয়ে গোলগুলি করেন লুই মরিয়েল, মার্কো পাসালিক ও ডাগুর দন। স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসিকে। এছাড়া লুই সুয়ারেজও ছিলেন নিষ্প্রভ। ফ্লোরিডা ডার্বিতে হারার পর ১৩ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি।

এদিকে লিওনেল মেসি মনে করেন, এখন ইন্টার মায়ামির আসল পরীক্ষা। ফ্লোরিডা ডার্বি হারার পর তিনি বলেছেন, 'খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এটাই আমাদের আসল পরীক্ষা। এখন দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে এই সময়টাকে পার করতে হবে।'

সেইসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে নামার আগে যে কয়টা ম্যাচ রয়েছে, সবকটাই জিততে হবে।'

গোল করেই রোনাল্ডোর ছেলের সিউ সেলিব্রেশন

জাগ্রেব, ১৯ মে : পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের জার্সিতে ভ্লাটকো মার্কোভিচ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দিনকয়েক আগে অভিষেক হয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোসের। জাপানের বিরুদ্ধে সেদিন গোল না পেলেও রবিবার প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল লেখা হল তার নামের পাশে। ১৩ মিনিটে সতীর্থ কার্লোস মোইতার বাড়িয়ে দেওয়া বল বাঁ পায়ের নিখুঁত ফিনিশে গোলে রাখে রোনাল্ডোর ছেলে। পরে মোইতারই তোলা ক্রসে হেডারে বল জালে রাখে জুনিয়ার রোনাল্ডো। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে বাবার মতো তার 'সিউ' সেলিব্রেশনের। নিজের প্রথম গোলটি করেই ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোস কর্নার ফ্ল্যাগের দিকে ছুটতে শুরু করে। তাকে অনুসরণ করে আসা সতীর্থকে হাতের ইশারায় থামিয়ে এরপর শূন্যে লাফিয়ে দুই পা ফাঁক করে মাটিতে নামার সময় আড়াআড়িভাবে দুই হাত শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনে। এই সেলিব্রেশনের ভিডিও পর্তুগাল জাতীয় দলের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লেখা হয়, 'পর্তুগালের হয়ে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়ারের প্রথম সিউ।' সঙ্গে আরও লেখা, 'হ্যাশট্যাগ হিস্টোরিনিডসমেকার্স'। বিখ্যাত বাবার সঙ্গে শুধু সেলিব্রেশনেই নয় ঝাঁকড়া চুলের ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোসের মিল রয়েছে খেলাতেও। রোনাল্ডোর মতোই দুই পায়ে সমান সাবলীল তার ছেলে। জাতীয় দলে পরেছেও বাবার মতো সাত নম্বর জার্সি।

প্রথম গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুত্রের সিউ সেলিব্রেশন।

এশিয়া কাপ জল্পনা ওড়ালেন বোর্ড সচিব

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সমীকরণ এখন শুধুই তিক্ততায় ভরা। পাশাপাশি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কোনও প্রান্তেই ক্রিকেট ম্যাচ না খেলার ব্যাপারেও একজোট বহু প্রাক্তন ক্রিকেটার। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আচমকাই সামনে এসেছে নয়া তথ্য। সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ থেকে দাবি করা হয়েছে, এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে ভারত। পাকিস্তান থাকার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। আজ এশিয়া কাপ জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া। তিনি বলেছেন, 'আজ সকাল থেকে ভারত এশিয়া কাপ ও মহিলাদের এমার্জিং এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে না, এমন খবর রহস্যজনকভাবে সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, এমন খবরের কোনও সত্যতা নেই। এমনকি এমন বিষয় নিয়ে বোর্ডের অন্দরে কোনও আলোচনাও হয়নি। ফলে এমন জল্পনা অর্থহীন।'

১০ কেজি ওজন কমিয়ে নয়া রূপে সরফরাজ

মুম্বই, ১৯ মে : পাখির চোখ ইংল্যান্ড সফর। টেস্ট দলে জায়গা পেতে মরিয়া সরফরাজ খান।

ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর ব্যাট দিয়ে রানের বন্যা বয়েছে। টেস্ট দলে সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন মুম্বইয়ের সরফরাজ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছিলেন। তবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে দলে থাকা সত্ত্বেও খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তারপর শরীরের জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয়েছে এই মুম্বইকরকে।

তবে এবার সরফরাজ ফিরছেন নয়া রূপে। খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করে গত দুই মাসে ১০ কেজি ওজন কমিয়েছেন তিনি। সরফরাজের বাবা নৌশাদ খান বলেছেন, 'আমরা সরফরাজের খাদ্যতালিকায় বদল এনেছি। ও ভাত-রুটি খাওয়া বন্ধ করেছে। খাদ্যতালিকায় ব্রকোলি, গাজর, শসা সহ প্রচুর শাকসবজি রয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রিলড ফিশ, গ্রিলড চিকেন, গ্রিন টি এসবই বেশকিছু দিন ধরে খাচ্ছে সরফরাজ। মিষ্টি এবং ময়দা জাতীয় খাবার ওর খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।' একসময় বিরিয়ানি খেতে খুব ভালোবাসতেন সরফরাজ। বর্তমানে পছন্দের সেই খাবারও ত্যাগ করেছেন তিনি। শুধু খাদ্যাভ্যাসে বদল করেননি সরফরাজ খান। নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন কড়া অনুশীলনে। বাবা নৌশাদ খান বলেছেন, 'খুব ভোরে উঠে অনুশীলনে নেমে পড়তেন সরফরাজ। দৈনিক ৩০০ থেকে ৫০০টি করে বল খেলতেন। এছাড়া নিয়মিত জিমেও ঘাম ঝরাতেন।'

টেস্ট দলে ঢুকতে মরিয়া সরফরাজ খান।

আপাতত ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় 'এ' দলে ডাক পেয়েছেন সরফরাজ। সেখানে পারফরমেন্স করে টেস্ট দলে ঢোকাই লক্ষ্য তাঁর। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার অবসরের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে। সেই জন্য নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন সরফরাজ।

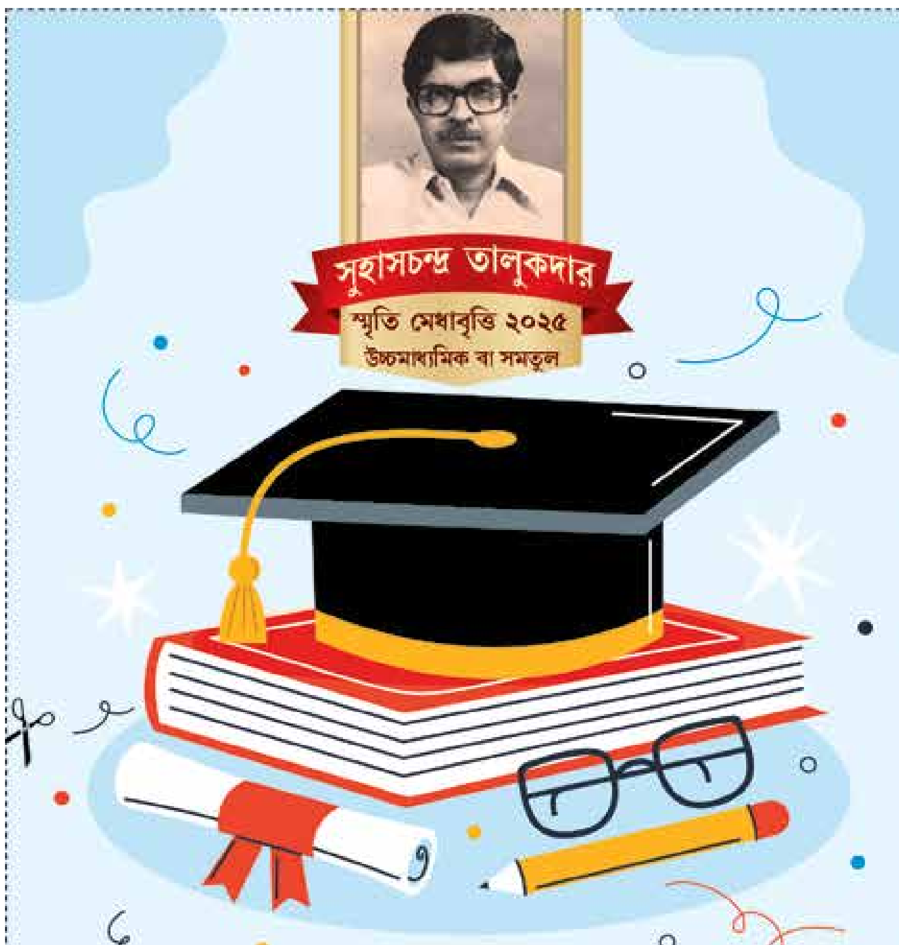

ছাত্র/ছাত্রীর নাম : ....
বাবার নাম : ....
সম্পূর্ণ ঠিকানা : ....
যোগাযোগের মোবাইল নং : ....
কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী : .... কোন শাখা : বিজ্ঞান / কলা / বাণিজ্য
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর : .... / .... শতাংশের হিসাব : .... %
বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষার্থীদের জন্য : জয়েন্ট এন্ট্রান্স / নিট দিয়ে থাকলে তার র‍্যাংক ....
২০২৩ সালে সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি (মাধ্যমিক) পেয়েছ কি? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় : ....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় : ....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : ....

আবেদনকারীর বাবা-মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০২৫-এর পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বইয়ের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনওরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না ● পেশার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী / ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী / চাকুরিজীবী না লিখে বিশদে জানাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে : ১) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ৩) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন ২৮ মে

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ নিয়ত পরমেশ্বর আস্থায় বলীয়ান হয়ে বহমান হোক তব জীবন প্রবাহ। **'শ্রেষ্ঠ'র** শুভ জন্মদিনের শুভ কামনায় **পরিবারবর্গ**, শিলিগুড়ি।

☺ **স্বপন সরকার :** জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সুস্থ থেকো। তোমার জীবন হোক সুন্দর। ভালো থেকো। উঃ শান্তিনগর, জলপাইগুড়ি।

☺ প্রিয় বন্ধু **তুলাই** জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুই ভালো থাকিস। তোর মনের সব আশা পূরণ হোক। জীবনের প্রত্যেকটি দিন সুন্দর এবং মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। - প্রিয় বন্ধু **মনা**, পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

চিন্তা বাড়িয়ে ফের ব্যর্থ ঋষভ

অর্ধশতরান মার্করাম-মার্শের

অর্ধশতরানের পথে আইডেন মার্করাম। লখনউয়ে সোমবার।

৭ রান করে ফিরছেন ঋষভ পন্থ।

লখনউ সুপার জায়েন্টস-২০৫/৭

লখনউ, ১৯ মে : ইংল্যান্ড সফর থেকে ভারতীয় টেস্ট দলের নতুন সহ অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্থের নাম শোনা যাচ্ছে। কিন্তু চলতি আইপিএলে ব্যর্থতার কানাগলি থেকে বার হতে পারছেন না তিনি। সোমবারও সানরাইজার্সের হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে টিম ম্যানেজমেন্টের চিন্তা বাড়ালেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের অধিনায়ক ঋষভ।

প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন আইডেন মার্করাম (৩৮ বলে ৬১) ও মিচেল মার্শ (৩৯ বলে ৬৫)। ওপেনিংয়ে ১০.৩ ওভারে ১১৫ রান তুলে দলের বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দেন তাঁরা। যদিও লখনউয়ের ভালো শুরুর জন্য 'কৃতিত্ব' দাবি করতে পারেন সানরাইজার্স উইকেটকিপার ঈশান কিষান। ২০২৪-'২৫ মরশুমে রনজি ট্রফিতে ৬৯ উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন বিদর্ভের বাঁহাতি অফস্পিনার হর্ষ দুবে। এদিন আইপিএল অভিষেকে প্রথম বলেই উইকেট পেয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু হর্ষের বলে মার্শের ক্যাচ মিস করেন কিষান। হর্ষের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে ঈশান ফের মার্করামের সহজ স্টাম্পিং হাতছাড়া করেন। সুযোগ কাজে লাগিয়ে হর্ষের (৪৪/১) প্রথম দুই ওভার থেকে ২৫ রান নেন মার্শ-মার্করাম। দশম ওভারে মার্শের আরও একটি ক্যাচ ফেলেন কিষান। শেষপর্যন্ত মার্শকে ফিরিয়ে অবশ্য জুটি ভাঙেন হর্ষই।

ওপেনারদের তৈরি মঞ্চে ফুল ফোটানোর সুযোগ ছিল ঋষভের সামনে। কিন্তু এদিন ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বরে নামলেও টানা ব্যর্থতা তাঁর পিছু ছাড়ল না। ১২ নম্বর ওভারে এশান মালিঙ্গাকে চার মারলেও শেষ বলে দায়সারা শটে আউট হন পন্থ (৭)। তারপরই ঋষভকে নিয়ে যথারীতি ট্রোল শুরু হয়ে গিয়েছে। লোয়ার অর্ডার ব্যর্থ হলেও নিকোলাস পুরানের (২৬ বলে ৪৫) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের জন্যই লখনউ ২০৫/৭ স্কোরে পৌঁছে যায়।

লাস্ট বয়দের টক্করে বুড়ো ধোনি বনাম তরুণ বৈভব

নয়াদিল্লি, ১৯ মে : গুয়াহাটির বরসাপাড়া স্টেডিয়াম।

৩০ মার্চ প্রথম সাক্ষাৎকারে মুখোমুখি হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস। চলতি লিগের সবে ১১ নম্বর ম্যাচ। দুই দলের চোখ তখন প্লে-অফে। লক্ষ্য ছিল শুরুর সাফল্যে পায়ের নীচের জমিটা শক্ত করে নেওয়া। যদি মাঝের কয়েক সপ্তাহে স্বপ্নের যে প্রাসাদ ভেঙে খানখান।

> **INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ**
>
> **চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস**
>
> **সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : নয়াদিল্লি**
>
> **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে দুই দলই। প্রথম চারে থাকার বদলে পয়েন্ট টেবিলের লাস্ট বয় চেন্নাই সুপার কিংস। ঠিক এক ধাপ আগে রাজস্থান। ১৩ ম্যাচে রাজস্থানের পয়েন্ট ৬। চেন্নাইয়ের ১২ ম্যাচে ৬। নেট রানরেটের নিরিখে রাজস্থান নয়ে, দশে চেন্নাই।

লাস্ট বয়ের লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে আরও দুটি ম্যাচ। দুটিতে জিতে মুখরক্ষার সঙ্গে আগামীর লক্ষ্যে পালাবদলের ড্রেস রিহার্সালও সেরে নেওয়া অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বুড়োদের দল, তকমা নতুন নয় চেন্নাইয়ের। এবার জুটেছে 'টেস্ট দলের' তির্যক খোঁচা। কুড়ির ফর্ম্যাটে মাহি ব্রিগেডের মন্থর ব্যাটিংয়ের পর নিন্দুকদের দোষও দেওয়া যাচ্ছে না।

বারবার কম্বিনেশন বদলেও লাভ হয়নি। উলটে যত টুর্নামেন্ট গড়িয়েছে কপালের ভাঁজ বাড়িয়েছে। বেড়েছে বুড়োদের ছুটি দিয়ে নতুন অক্সিজেন প্রয়োগের দাবি। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, আয়ুষ মাত্রে, উর্ভিল প্যাটেল, অংশুল কম্বোজের মতো তরুণদের গত কয়েক ম্যাচে মাঠে নামিয়েছে সুপার কিংস। আফগান স্পিনার নুর আহমদও

মাঠে প্রণাম করে প্রস্তুতিতে চলেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের আয়ুষ মাত্রে।

আছেন। হতাশার মধ্যে আলোর দিশা বলতে ইয়ং ব্রিগেডের প্রচেষ্টা।

রাজস্থান সেখানে একঝাঁক তারকাকে ছেড়ে দিয়ে নিলামে তারুণ্যে জোর দিয়েছিল। যশস্বী জয়সওয়াল, বৈভব সূর্যবংশীরা ভরসার মর্যাদা রাখলেও বাকিরা ব্যর্থ। ফলে জস বাটলারকে কেন ছেড়ে দেওয়া হল, উত্তর হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। উত্তর নেই যুযবেন্দ্র চাহাল, ট্রেন্ট বোল্টকে ছাঁটাইয়েরও।

সঞ্জু স্যামসন বনাম রিয়ান পরাগ, সঞ্জু বনাম রাহুল দ্রাবিড়-বিভাজনের অভিযোগও উঠেছে দলের অন্দরমহলে। মঙ্গলবার শেষ ম্যাচ। তারপর ২০২৬ সালের জন্য লম্বা প্রতীক্ষা। তার আগে ফাঁকফোকর, ব্যর্থতা চিহ্নিত করা এবং সাজঘরের পরিবেশ ঠিক করার চ্যালেঞ্জ থাকবে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ের জন্য।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দ্বৈরথ দুই দলের কাছেই নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও গুরুত্ব পাচ্ছে ব্যর্থতা ঝেড়ে আগামী লিগে সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরার স্ট্র্যাটেজি। প্রথম সাক্ষাৎকারে মাত্র ৬ রানের জন্য হেরেছিল চেন্নাই। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার চার উইকেট ও নীতীশ রানার ৮২ রানের ইনিংসে বৈতরণি পার করে রাজস্থান। আগামীকাল? অনেকে বুড়ো ধোনি বনাম তরুণ বৈভবের টক্কর হিসেবে দেখছেন। ৪৩ বনাম ১৪! ২০১০ সালে প্রথমবার ধোনি যখন আইপিএল জিতেছিলেন, তখন পৃথিবীর আলোও দেখেননি বৈভব!

জল্পনায় ক্যাপ্টেন কুলের ভবিষ্যৎ। চলতি লিগের পরই আইপিএলকে বিদায় জানাবেন, এমন গুঞ্জন শোনা গেলেও নিশ্চিত করেননি ধোনি। উলটে হেঁয়ালি বাড়িয়েছেন। নিন্দুকদের মতে, মাহি-ব্র্যান্ডকে হাতছাড়া করতে রাজি নয় চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজিও।

প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন সিং বলছিলেন, মাহির নিজস্ব ফ্যানবেস রয়েছে। তিলে তিলে যা তৈরি করেছে। সহজে আসেনি। কিন্তু কতদিন টানবেন ধোনি? আগামীকাল প্রশ্নটা ফের রাজস্থান-চেন্নাই দ্বৈরথে ঘুরপাক খাবে। উত্তর একমাত্র দিতে পারেন ক্যাপ্টেন কুলই।

বিদায় মনুশদের

দোহা, ১৯ মে : বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালস থেকে বিদায় নিলেন মনুশ শা। তিনি ফ্রান্সের ফেলিক্স লেব্রাউনের কাছে ১১-৫, ১১-৬, ১১-৬, ১১-৯ পয়েন্টে হেরেছেন। মিক্সড ডাবলসে মনুশ-দিয়া চিতালে ৮-১১, ৯-১১, ২-১১ পয়েন্টে হেরে যান দক্ষিণ কোরিয়ার ও যেনসুন-নে ইয়ংয়ের কাছে। তবে মহিলাদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মণিকা বাত্রা। তিনি স্ট্রেট গেমে নাইজেরিয়ার ফাতিমা বেলোকে ১১-৫, ১১-৬, ১১-৮, ১১-২ ফলে হারিয়েছেন। প্রথম রাউন্ডে মানব ঠক্কর ১১-৩, ১১-৮, ৬-১১, ১১-৭, ১৪-১২ ফলে হারিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের টিমোথি চোইকে। অঙ্কুর ভট্টাচার্য ১১-৪, ৭-১১, ৯-১১, ১০-১২, ৮-১১ ফলে হারেন হংকংয়ে লাম সুঁইয়ের কাছে।

সেমিতে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৯ মে : কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল। তারা ৩-০ গোলে হারাল এসএসবি ওমেন এফসি-কে। লাল-হলুদের হয়ে গোলগুলি করেন সন্ধ্যা মাইতি, পানদিমিট লেপচা ও সুলঞ্জনা রাউল। অপর কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রীভূমি ৫-০ গোলে হারিয়েছে কালীঘাট এসএলএ-কে। সার্দার্ন সমিতি ২-০ গোলে জিতেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিরুদ্ধে। জ্যোতির্ময় এসিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে সুরুচি সংঘ।

অপারেশন সিঁদুর শুরু হতে কেঁপে যান মইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করার লক্ষ্যে মাঝরাতে আচমকাই অপারেশন সিঁদুর শুরু করেছিল ভারতীয় সেনা। আর সেই ঘটনা অনেকের মতোই কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন আলিকে।

শেষ ম্যাচ স্মরণীয় করতে চায় কেকেআর

ঘটনার সময় মইন আইপিলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলছিলেন। তাঁর স্ত্রী, সন্তানরা মইনের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছিল অন্যরকম। মইনের বাবা-মা ছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ভারতীয় সেনার অপারেশন শুরুর পরই মইনের বাবা-মা তাঁকে ফোন করেন। আর প্রবল টেনশনে রাতের ঘুম উড়ে যায় ইংল্যান্ড অলরাউন্ডারের।

মইন আপাতত নিজের দেশে। আইপিএল ফের শুরু হওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেখান থেকেই আজ মইন তাঁর সেই রাতের সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। মইন বলেছেন, 'হঠাৎ করেই কেমন সব হয়ে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছিলাম না সেই রাতে কী করব। আমি স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ভারতে থাকলেও আমার বাবা-মা সেই রাতে ছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ফলে বুঝতেই পারছেন, সেই রাতে টেনশনে আমার ঘুম উড়ে গিয়েছিল।' ভারতীয় সেনার মিসাইল হামলা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের যেখানে হয়েছিল, সেই জায়গা থেকে খুব কাছেই ছিলেন মইনের বাবা-মা। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে মইন বলছেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আমার পরিবারের সুরক্ষা। সেই রাতে সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তখনই ঠিক করেছিলাম, আইপিএল স্থগিত হলেই দেশে ফিরব। আর ফিরব না।'

> “ বুঝতেই পারছিলাম না সেই রাতে কী করব। আমি স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে ভারতে থাকলেও আমার বাবা-মা সেই রাতে ছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ফলে বুঝতেই পারছেন, সেই রাতে টেনশনে আমার ঘুম উড়ে গিয়েছিল।
>
> **মইন আলি**

মইনের অনুপস্থিতি নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। স্থগিত হওয়া আইপিএল শুরুর পর প্রথম ম্যাচই বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। সঙ্গে শেষ হয়ে যায় নাইটদের প্লে-অফ সম্ভাবনাও। ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ কেকেআরের। সেই ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে বদ্ধপরিকর নাইটরা। কেকেআরের প্লে-অফ স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ নিয়েও চলছে প্রবল চর্চা। চান্দু স্যারের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি ছিল কেকেআরের। ২৫ মে হায়দরাবাদ ম্যাচ শেষ হলেই কোচ পণ্ডিতের সঙ্গে সেই চুক্তিও শেষ হবে নাইটদের। আগামী মরশুমে কোচের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে কিনা, স্পষ্ট নয়। আপাতত কোচ পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত অনিশ্চিত।

চল্লিশ পেরিয়েও অদম্য সুনীল ছেত্রী। কলকাতায় জাতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরের প্রথম দিনে ভারতীয় অধিনায়ক। ছবি : ডি মণ্ডল

মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে শান্তি মল্লিক, জ্যোতির্ময়ী শিকদার ও সৌভিক চক্রবর্তীরা।

স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও আমার ট্রি গ্রুপের উদ্যোগে আজ পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। আন্দ্রে রাসেলের হেলমেট, ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাটিং গ্লাভস, অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের জার্সি, ২০২৪ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের পুরো দলের স্বাক্ষর করা জার্সি, মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি থেকে শুরু করে ক্রীড়াজগতের বহু কিংবদন্তির নানা সামগ্রী নিয়ে আজ থেকে পথ চলা শুরু হল অভিনব এই স্পোর্টস মিউজিয়ামের। কিংবদন্তি অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী শিকদার, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক ও ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী হাজির ছিলেন স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে।

বেনফিকা ছাড়ার ঘোষণা ডি মারিয়ার

লিসবন, ১৯ মে : চলতি মরশুম শেষেই বেনফিকা ছাড়ছেন আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। শনিবার ক্লাব ব্রাগার বিরুদ্ধে খেলার পর এই ঘোষণা করেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে নিজের বিদায়ি বার্তায় ডি মারিয়া বলেছেন, 'এটাই আমার বেনফিকার জার্সিতে শেষ লিগ ম্যাচ ছিল। বেনফিকার জার্সিতে খেলতে পেরে আমি গর্বিত।' রবিবার টেকা ডে পর্তুগালের ফাইনালে বেনফিকা খেলবে স্পোর্টিং সিপির বিরুদ্ধে। এটাই পর্তুগিজ ক্লাবটির হয়ে ডি মারিয়ার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। চলতি মরশুমে স্পোর্টিং সিপির কাছে অল্পের জন্য লিগ হাতছাড়া করেছে বেনফিকা। রবিবার টেকা ডে পর্তুগাল জিতে সেই আক্ষেপ ঘোচাতে মরিয়া থাকবেন ডি মারিয়া। এই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'রবিবার আরও একটা ফাইনাল। আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে ম্যাচটা জেতার চেষ্টা করব।'

ইউরোপে ডি মারিয়ার প্রথম ক্লাব ছিল বেনফিকা। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে গত মরশুমে নিজের পুরোনো ক্লাবে ফেরেন তিনি। বেনফিকা ছাড়ার ঘোষণা করলেও পরবর্তী গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানাননি ডি মারিয়া।

অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া

শিবিরের শুরুতে সুনীলদের নিংড়ে নিলেন মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ মে : সবমিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের অনুশীলন। তাতেই সুনীল ছেত্রীদের নিংড়ে নিলেন মানোলো মার্কুয়েজ।

সোমবার কলকাতায় হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল ভারতীয় ফুটবল দল। হংকং ম্যাচের জন্য মানোলোর শিবিরে ডাক পেয়েছেন মোট ২৮ ফুটবলার। তবে, এদিন প্রস্তুতিতে দেখা গেল ২৬ জনকে। অনুপস্থিত রাহুল ভেকে ও আশিক কুরুনিয়ান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল রবিবারই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন রাহুলের স্ত্রী। যে কারণে কোচের অনুমতি নিয়েই কয়েকটা দিন পর অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। আর আশিকের মঙ্গলবারই কলকাতায় শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা।

এদিন ঘণ্টা দেড়েকের প্রস্তুতিতে বেশিরভাগটা শারীরিক কসরতের ওপরই জোর দিলেন মানোলো। আসলে আইএসএল শেষ হয়েছে মাসখানেকেরও বেশি। সুপার কাপও শেষ হয়েছে মে মাসের শুরুতে। মাঝের এই সময়টায় ছুটির মেজাজে ছিলেন সুনীল, মনবীর সিং, আনোয়ার আলিরা। বোধহয় সেজন্যই ফুটবলারদের ফিটনেসে সবচেয়ে বেশি নজর দিলেন স্প্যানিশ কোচ। তবে শেষ দিকে বল পায়ে হালকা অনুশীলনও করতে দেখা গেল সন্দেশ ঝিংগান, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের। মোটের ওপর শিবিরের প্রথম দিনেই ফুটবলারদের নিংড়ে নিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ।

অনুপস্থিত আশিক ও রাহুল

শুরুর টিম মিটিং ছাড়াও প্রস্তুতির আগে এবং পরে প্রায় প্রত্যেক ফুটবলারের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে দেখা গেল মানোলোকে। প্রথমবার জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া সুহেল বাট থেকে অভিজ্ঞ সুনীল, বাদ গেলেন না কেউই। তবে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে এবং উদান্তা সিংয়ের জন্য বাড়তি সময় দিলেন জাতীয় দলের স্প্যানিশ কোচ। হংকং ম্যাচই সম্ভবত ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে মানোলোর শেষ ম্যাচ। শোনা যাচ্ছে নিজে থেকেই তিনি দায়িত্ব ছাড়ছেন। এফসি গোয়ার দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাবই অবশ্য এর বড় কারণ। কাজেই ভারতের কোচ হিসাবে শুরুটা ভালো না হলেও জিতে শেষটা অন্তত স্মরণীয় করে রাখতে চাইবেন স্প্যানিশ কোচ।

১০ জুন হংকংয়ের বিরুদ্ধে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবে ভারত। তার আগে কলকাতায় শিবির চলবে ২৮ মে পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় কোনও দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মানোলো। এছাড়া জুনের ৪ তারিখ থাইল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে ভারতের।

এফিডেভিট

MD HEFJUR RAHMAN, Vill-Gobindopur, P.O-Magura, P.S-Pukhuria, Dist-Malda. My actual name MD HEFJUR RAHMAN and same name has been recorded in my Adhar & Voter Card. That my daughter namely Fahmida Anisha M.P Admit Card my name has been wrongly recorded HEFJUR RAHAMAN in place of MD HEFJUR RAHMAN. That HEFJUR RAHAMAN & MD HEFJUR RAHMAN is the same and one identical person from Chanchal Notary Public on 15/05/2025. (C/116515)

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা উত্তম কুমার রায় - কে 03.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75C 20401 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "অবশেষে, সমস্ত আর্থিক সংগ্রাম থেকে আমার জীবনে কিছুটা স্বস্তি এসেছে। আমার মতো সাধারণ মানুষকে কোটিপতি বানানোর জন্য এর সমস্ত কৃতিত্ব যায় ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বালুরঘাট দল। -পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন বালুরঘাট মহকুমা

বালুরঘাট, ১৯ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ মহকুমা অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাট মহকুমা। বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ তিনটি ম্যাচে দুইটি জয় নিয়ে ৪ পয়েন্ট পেয়েছিল। বৃষ্টির কারণে শেষ খেলা না হওয়ায় পয়েন্ট ভাগ করে দুই দলের পয়েন্টে দাঁড়ায় ৫। কিন্তু রানরেটের নিরিখে রায়গঞ্জের (১.৯৯) থেকে বালুরঘাট (২.৭১) এগিয়ে ছিল। ফলে বালুরঘাটকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।

টিটি শিবির শুরু আজ

বালুরঘাট, ১৯ মে : চকভবানী চৌরঙ্গী ক্লাবের টেবিল টেনিস কোচিং শিবির মঙ্গলবার শুরু হবে। ক্লাবের ইন্ডোরে ২০ দিন শিবির চলবে। কোচিংয়ের দায়িত্বে আবীর রায়। ২০ জনকে নিয়ে এই ক্যাম্প শুরু হবে।

ওয়াকওভার পেল বটতলি

গাজোল, ১৯ মে : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি ফুটবলের লিগ পর্যায়ের খেলায় সোমবার ওয়াকওভার পেল বটতলি বয়হা গাঁওতা। প্রতিপক্ষ দল চাঁদপুর সাগুন মার্শাল ক্লাব না আসায় ওয়াকওভার পায় তারা। মঙ্গলবার আয়োজক দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির প্রতিপক্ষ মালগঞ্জা মানকা টুডু ফুটবল ক্লাব।

মহিলা ফুটবল শুরু কাল

হলদিবাড়ি, ১৯ মে : দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পের মোস্তফা সরকার ট্রফি মহিলা ফুটবল বুধবার শুরু হবে। দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত আসরে খেলবে সার্দার্ন সমিতি জেএফএ, মালদা প্রতিবাদ, ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব, পুরুলিয়ার কেএমএফসি, গোমটু ভুটান এফসি, উত্তর দিনাজপুরের নন্দঝার ছাত্র সমাজ, কলকাতার গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি ও কালিম্পংয়ের দেবাঞ্জন শেরে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি।

উত্তরের খেলা

ইউনিকের ফুটবল আজ

হলদিবাড়ি, ১৯ মে : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের শংকর সরকার ও অনিতা মজুমদার ট্রফি ফুটবল লিগ শুরু হবে মঙ্গলবার থেকে। হলদিবাড়ি স্টেডিয়ামে আয়োজিত খেলায় অংশ নেবে আয়োজক দল সহ হলদিবাড়ি টাউন ক্লাব, নবীন সংঘ ভুজালি পাড়া, বেরুবাড়ি, পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাব ও সাতকুড়া ইয়ং স্টার। উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে টাউন ক্লাব ও নবীন সংঘ।